ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

অনুশ্রুতি

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

এর পূর্ব্বে 'অনুশ্রুতি' অর্থাৎ পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর-কথিত ছড়ার বই ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এইখানি 'অনুশ্রুতি'র ষষ্ঠ খণ্ড। এই খণ্ডে বিধি, নীতি, রাজনীতি, বিবাহ, নারী, বর্ণাশ্রম, প্রবৃত্তি, অসৎ-নিরোধ, কর্ম্ম, ব্যবহার, প্রীতিরাগ, শিক্ষা, চরিত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণ, জীবনবাদ, ধর্ম্ম, দর্শন, তপশ্চর্য্যা, সাধনা, আর্য্যকৃষ্টি—এই কুড়িটি অধ্যায় স্থান পেয়েছে। এই সব শিরোনামা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব খণ্ডেও আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই ব'লে এমন কোন সিদ্ধান্ত করার কারণ নেই যে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে, বেদ অর্থাৎ জ্ঞান অনন্ত। তাই, একই বিষয়বস্তুর নানাদিক যত বিশদ ও প্রাঞ্জলভাবে উদ্ঘাটিত হয়, আমাদের জানার পরিধি যায় তত বেড়ে এবং জীবনচলনাও হ'য়ে ওঠে তত আলোকসমুজ্জ্বল, প্রমাদরহিত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ। প্রতিটি সত্তার এই মহত্তর ও বৃহত্তর বিকাশের জন্যই পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের যত অক্লান্ত প্রয়াস।

এই সব ছড়ার মধ্যে সহজ, সরল অথচ উদাত্ত বলিষ্ঠ ভাষায়, অভিনব ছন্দে, সংক্ষিপ্ত পরিসরে সর্ব্বতোমুখী জীবনচর্য্যার যে অপূর্ব্ব অমৃত-সঙ্কেত অমর বিজলীদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, তা' মানবজাতির এক অক্ষয় সম্পদ্। কথায়-কথায়, গাথায়-গাথায়, আবৃত্তি ও আচরণের মাধ্যমে এই মহান্ সম্পদ্ সর্ব্বত্র চারিয়ে দিয়ে লোকজীবনকে সর্ব্বথা অভ্যুদয়দীপ্ত ক'রে তোলাই আমাদের পরম পূত দায়িত্ব।

আসুন! আমরা সেই সাত্বত দায়িত্বের উদ্যাপনে গভীর নিষ্ঠায় ব্রতী হ'য়ে শাশ্বত বিশ্বকল্যাণযজ্ঞের হোতৃত্বের গৌরব লাভ করি। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর) **শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী**

১৮ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৭১

২।৭।১৯৬৪

সূচীপত্র

বিধি

সৎ-চলনই থাকার চলন,
কু-চলনই যাওয়ার চলন । ১ ।

তোমার থাকার বিভা যেমন
ক্বতিদীপ্ত যেমনতর,
ব্যক্তিত্বও তোমার তেমনি হবে
সত্তাবিভাও তেমনিতর । ২ ।

আলো ঢাকা যেথায় যেমন
ছায়াও পড়ে সেথায় তেমন । ৩ ।

ঈশ্বরের ইচ্ছা তেমনি হবে
যেমনি চলবে তুমি,
ফসল তোমার তেমনি হবে
যেমন উর্ব্বর জমি । ৪ ।

প্রভুর প্রতি যেমন নিষ্ঠা
সত্তাও চলে তেমনি,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
হয়ও মানুষ সেমনি । ৫ ।

ভজন যেমন ভাগ্যও তেমন—
নিষ্ঠা যেমন যা'তে রয়,
ভাগ্যদেবী তেমনি ক'রে
প্রীতিসোহাগে তেমনি বয় । ৬ ।

ভজন যেমন শিষ্ট তোমার
ভাগ্যেরও তেমনি হয় উদয়,
ধৃতিক্ষতির উদাম চলায়
ভাগ্যদেবীর কৃপাই হয় ।৭।

নিষ্ঠাভজন সুষ্ঠু হ'লেই
ভাগ্যদেবী এগিয়ে আসেন,
ক্ষতিপথে ধৃতি নিয়ে
হাসিমুখে তা'কে ধরেন ।৮।

দুষ্ট ভজন আর কিছু নয়
দূষিত সেবায় লিপ্ত যা',
সুপ্ত বোধে লুকিয়ে থেকে
কাজে ফুটে ওঠে তা' ।৯।

যা'কে যেমন ভজবে তুমি
নিষ্ঠাও হবে তেমনতর,
অস্খলিত নিষ্ঠা হ'লে
নিষ্ঠাও হ'য়ে থাকে দড় ।১০।

স্ত্রী-পুরুষের অন্তরেতে
কুৎসিত ক্রিয়া ক্রিয় যত,
ইষ্টনিষ্ঠার রাগদ্যোতনাও
বিকৃত হ'য়ে চলে তত ।১১।

পুরুষ-নারী হোক্ না যে-জন—
ব্যভিচারদুষ্ট যেভাবে,—
নিষ্ঠাভরা ইষ্টসেবী
হ'লেই কিন্তু 'সু' লভে ।১২।

চলার বোধি যতই নিটোল
তোমারও চলন তেমনি হবে,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
কৃতির বেলায়ও তা'ই পাবে । ১৩ ।

সদ্‌দিকে যে ধী লাগায়
নিষ্ঠানিপুণ যাগে,
ভাগ্য তাহার উপ্‌চে ওঠে
শিষ্ট কৃতিরাগে । ১৪ ।

চলন-বলন ইষ্টপূত
কৃতিসহ উঠলে ফুটে,
ভাগ্য তোমার যে-পথেই হোক
কত রকমে আসবে জুটে । ১৫ ।

স্বর্গ কিন্তু সেথাই থাকে
শিষ্ট সুষ্ঠু কৃতি যেথায়,
হামবড়ায়ী বিপর্য্যয়ে
জানিস্‌ থাকে নরক সেথায় । ১৬ ।

বোধিদীপ্ত বিধি যে-জন
পালন ক'রে চলতে চায়,
সৌভাগ্য তা'র সেইদিকেতেই
পদক্ষেপে এগিয়ে যায় । ১৭ ।

মিথ্যা ও ক্ষতি দিয়ে যা'রা
সৌভাগ্যকে করে বরণ,
সৌভাগ্য তা'য় দুর্ভাগ্য হ'য়ে
বহু পাকে করে হরণ । ১৮ ।

নিষ্ঠা-ধৃতি-দর্শন-বোধি
কৃতিদীপ্ত যতই হয়,
ভাগ্যও সেথায় শিষ্ট হ'য়ে
পদে-পদে আনেই জয় । ১৯ ।

তোমার নিদেশ-শাসন-তোষণ
শ্রেয়'র পথে চলবে যত,
ভাগ্যও তোমার তেমনি ক'রে
শ্রেয়'র পথে ফুটবে তত । ২০ ।

জিদে-নেওয়া অনুমতি
বয় না আশিস, ঠিক জানিস্,
অনুশাসন খিন্ন সেথায়
দুর্ব্বল কৃতি তা'য় মানিস্ । ২১ ।

শুধু কথায় হয় না কিছু
বিহিতভাবে না ক'রে,
চাও তো তুমি ক'রে চল
নিষ্ঠানিপুণ ধী ধ'রে । ২২ ।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ
ঊর্জ্জী চলায় ভাগ্য আনে—
সাত্বত সে-যাগ । ২৩ ।

তৃপ্তিই যদি চাও—
স্খলনহারা ইষ্টনিষ্ঠায়
হৃদয় ধুয়ে নাও । ২৪ ।

স্বস্তিই যদি চাও —
শক্তিসিদ্ধ শিষ্ট হ'য়ে
উন্নতিতে ধাও । ২৫ ।

আচরণের নেশা যেমন
আচার্য্যও মেলে সেই দিকে,
ব্যর্থতাতে স্বার্থ যা'দের
সফলতাও সেই পাকে । ২৬ ।

সুখসুবিধার স্বস্তি-আশায়
যে-সব ভাঁওতা করছ তুমি,
তাই-ই কিন্তু তোমার কাছে
জীবনচলনার ব্যর্থ ভূমি । ২৭ ।

যেমন ক'রে চলছ তুমি
করছ তুমি যেমনতর,
যেমন যা'তে হ'চ্ছ বিভোর—
অদৃষ্টও কিন্তু তেমনতর,
যা'তে তোমার নিষ্ঠা যেমন
আবেগভরা হৃদয় নিয়ে,
অস্খলিত সেবাদীপ্ত
চলন তোমার সেইটি দিয়ে । ২৮ ।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ—
কৃতির পথে ধৃতি এনে
জাগায় স্বস্তিযাগ । ২৯ ।

শক্তিহারা ভক্তি যেমন
জাবড়-জংলা হ'য়েই রয়,
নিষ্ঠাবিহীন শক্তি তেমনি
চ্যুতিবহুলে আনেই ভয় । ৩০ ।

জীবনতালে নাইকো ধৃতি
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ—

তা'র কপালে আসেই ক্রমে
ধূলোবালির ন্যাংটা ফাগ ।৩১।

একটানা তুই নিষ্ঠারাগে
চলবি করবি যেমনতর,
তেমনিভাবে জীবন ব'বে
শেষেও হ'বি তেমনিতর ।৩২।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে তোর
কৃতিদীপ্ত হবে যেমন,
আচার-ব্যাভার-চালচলনও
ক্রমে-ক্রমে হবে তেমন ।৩৩।

শ্রেয়সঙ্গে থাকে যে-জন
শ্রেয়ই করে সার,
স্খলনহারা দীপন রাগে
দ্যোতন জাগে তা'র ।৩৪।

জীবনটাকে শিষ্টতালে
সুষ্ঠুদীপী সুন্দরে
নিয়তি করে নিয়ন্ত্রিত—
সমীচীনের সমাদরে ।৩৫।

নিয়ন্ত্রণই আসল ব্যাপার—
বোধিদীপ্ত হ'লেই পারে,
নিয়তিও হয় সংযমিত
উৎসেবনী সূত্র ধ'রে ।৩৬।

চলনটাই যা'র বেতাল চলে
বোধও তেমনি বেতাল হয়,

বেতাল চলায় ব্যতিক্রমটা
ক্রমে-ক্রমেই এগিয়ে ধায়। ৩৭।

ব্যতিক্রমবিদাহ যে-নিষ্ঠাতে রয়—
দহনপ্রেরণায় তেমনি পোড়ে,
সার্থকতা যা' ব্যর্থ ক'রে তা'
ব্যর্থ উপকরণে তা'কেই ধরে। ৩৮।

চলন-বলন বেমিছিল যা'র
ব্যতিক্রমও তেমনি পায়,
তেমনতরই হ'য়ে চলে
তা'তে তেমন সেমনি ধায়। ৩৯।

যা' দিয়ে তুই করবি যেমন
নিয়ে মিলন-সঙ্গতি—
তা' দিয়ে কিন্তু তাই-ই হবে
সহ তেমনি পদ্ধতি। ৪০।

অসঙ্গতিতৎ চললে জীবন
সঙ্গতিহারা হয়ই হয়,
সঙ্গতি নিয়ে চললে কিন্তু
অসঙ্গতি দূরেই রয়। ৪১।

আয়ত যতই চলবে বেড়ে
শুভনিষ্ঠার প্রতীতে,
সঙ্গতিও উঠবে বেড়ে
জীবনধাপের পরতে। ৪২।

তৃপ্তি যাহার যে-সঙ্গতিতে
সংহতিও কিন্তু তা'র সাথে,
তা'ই নিয়ে তা'র সত্তাগঠন
রূপও তেমনি হয় তা'তে। ৪৩।

বিহিতভাবে ধারণ করার
নীতিই কিন্তু বিধায়না,
দুর্নীতিতে বিধৃত হওয়া
বিকৃতিরই আনাগোনা। ৪৪।

বিকৃতবোধির নিয়মনধারা—
বেঘোরে যদি চলে সে,
দুর্লক্ষণই উথলে ওঠে
প্রাণও নিথর তরাসে। ৪৫।

যা'তে যাহার তৃপ্তি আসে
দীপ্তিবিভার উৎসাহে,
দীপকরাগে তা'র উর্জ্জনায়
শিষ্ট তালে তা'ই বহে। ৪৬।

অন্যায় চিন্তা-চলন জানিস্
মরণপুষ্টির পরিচালক,
শুভ করা, শুভ ভাবা—
জীবনটারই পরিপালক। ৪৭।

অনৃতেরই উপাসনা
জীবনটাকে করে ক্ষয়,
সৎ যা' তাহার উপাসনায়
জীবনবর্দ্ধন হয়ই হয়। ৪৮।

অন্যায়ের কালো দীপ্তি
যা'রে যত বহে—
বিধাতার ধৃতিবহ্নি
তা'রে তত দহে। ৪৯।

মেরে-ধ'রে দুঃখ দিয়ে
ভাবলি সুখে থাকবি যেই,—
ঘোর বেতালে দুঃখ এল
দেখ্ না চেয়ে অন্তরেই। ৫০।

অন্যের একটু বাঁকা কথায়
কেউ যদি যায় চ'টে,
ঐ বাঁকাটি উল্টো হ'য়ে
ধাক্কা দেয়ই বটে। ৫১।

প্রাপ্যর বেশী পাওয়ার লোভ—
বাড়ায় দুঃখ, বাড়ায় ক্ষোভ। ৫২।

পেতে গেলেই করতে হবে—
যা'ই-না পেতে চাও তুমি,
নিষ্ঠানিপুণ কৃতি জেনো
ক'রে পাওয়ার শিষ্ট ভূমি। ৫৩।

অর্থ পাওয়ার উদ্দীপনায়
চর্য্যানিপুণ যাস্-নে হ'তে,
অর্থ কিন্তু ব্যর্থ হবে
শ্রেয় পাবি না কোনমতে। ৫৪।

পাওয়ার ফন্দীতে সদাই ঘোরো
দেওয়ার আগ্রহ নাই কখন,
জান না—কী করছ তুমি ?
না-পাওয়াতেই তোমার স্থাপন । ৫৫।

ধরবে নাকো, করবে নাকো,
চাওয়ার বালাই ঘুরছ নিয়ে,
নিষ্ঠাবিহীন করায় কি রে
প্রাপ্তি আসে ফিনিক্ দিয়ে ? ৫৬ ।

হাজার পাওয়া আসুক তোমার
থাকবে না তা' কিছুতেই,
পেলে, রাখবে কেমন ক'রে
না জানলে তা' কোনমতেই । ৫৭।

যেমন তালে করবি হরণ
শুভ'র সীমানা,
অশুভ-সীমাও চলবে বেড়ে
শুনবে না মানা । ৫৮।

ভিক্ষা দিয়ে ফিরিয়ে নেয়
যেমন জনই হো'ক্ না,
নষ্ট পাওয়ায় পেয়ে বসে
যতই তা'কে রোখ্ না । ৫৯।

চাহিদা যা'র যেমনতর
তা'কে যদি তা'ই-ই দাও—
হয়তো বাড়বে, নয়তো কমবে,
নয়তো কোথাও হবে উধাও,

সঙ্গীতিরই সার্থকতা
যেখানে যেমন হ'য়ে থাকে—
সক্রিয়তাও তেমনি তাহার
কমে, কিংবা বাড়ায় তা'কে । ৬০।

ধৃতি-কৃতি সুন্দর হ'লে
চলন যদি হয় দক্ষ,
অস্খলিত নিষ্ঠা হ'লে
শিষ্ট যদি হয় লক্ষ্য,—
সত্তা তখন উপ্‌চে ওঠে
ভাগ্যদেবীর আরতি ব'য়ে,
সার্থকতা আসে তেমনি
দক্ষ ধৃতির বরণ ল'য়ে । ৬১।

ভরদুনিয়াই শাসিত কিন্তু
ভালই হোক আর মন্দই হোক,
ভালর গতি ভালর দিকে
মন্দে কিন্তু মন্দের রোখ,
সেই রোখেই চলে সব যা'-কিছু
যেমন চায় তা'র অনুচলন,
সেমনি পথে তেমনি ঘোরে
যেমন তাহার অনুশীলন । ৬২।

বোধন তোমার এমনি জাগাও
দূরদৃষ্টি যা'তে জাগে,
চল, ফের তেমনতর
নিষ্ঠানিপুণ বোধিরাগে,
দেখবে ক্রমে, নিয়তি যা'
ক্রমেই হবে সুষ্ঠুতর,

শিষ্টপথে ঐ চলাটি
নিয়তি করবে শিষ্টতর । ৬৩ ।

মা-বাপের মত
দরদীই যদি হও—
শাসন সেথায়
সার্থক হবে ঠিক,
বোধবিবেচনায়
ন্যায্য যেমন
তা'ই যদি ক'রে চল—
শিষ্ট রহিবে
তোমার সকল দিক্ । ৬৪ ।

যেখানে তুমি যা'ই কর না
বুঝে-সুঝে বিধান ক'রো,
বিধান যেন শিষ্টধারায়
নিষ্পাদনে হয়ই দড়,
বিধান গড়ার এই প্রকৃতি
ক্রমেই দেখবে দিন-দিন—
যা' করছ তা'র বিধিসঙ্গতি
নিয়ে উঠবে নিত্যদিন,
আরো আরো আরো ক'রে
বোধবিকাশের বিনায়নে
বিধান শিষ্ট ক'রে চ'লো
বোধ রেখে সব সুসৃজনে ;
বিধিসঙ্গতির তৎপরতা
যতই তোমার বেড়ে যাবে—
কৃতিসঙ্গতিও তেমনতর
উচ্ছলনের দিকে ধাবে । ৬৫ ।

নীতি

রকম দেখে চ'লো,
অবস্থা দেখে ব'লো । ১ ।

সিদ্ধিই যদি চাও—
অস্খলিত একনিষ্ঠায়
বোধ বিনিয়ে ধাও । ২ ।

স্বস্তিই যদি চাও—
দরদী বুকে ধ'রে সবায়
দুঃখ ঘুচিয়ে দাও । ৩ ।

যেখানেই তুমি থাক না কেন
যেখানেই তুমি যাও,
নিয়ম-নীতি মেনে চ'লো সেথা
ফেলো না বিপথে পাও । ৪ ।

কে কী বলে, কেমন চলে
করেই বা কী কেমনতর—
খতিয়ে সে-সব বুঝে নিয়ে
চ'লো তুমি তেমনি দড় । ৫ ।

সংমতি আর সংকৃতিকে
অটুটভাবে ক'রো পালন,
প্রীতিদীপ্ত হৃদয় নিয়ে
চলায় তা'কে ক'রো ধারণ । ৬ ।

সৎপথে তুই মন দিয়ে র'স্
চলায়-ফেরায় করিস্ তা'ই,
দুর্ভাগ্য তোর যাবেই দূরে
দেখবি ক্রমে নাই বালাই । ৭ ।

অসৎকে তুই করিস্ সুখী
সৎ-আরতি নিয়ে,
সৎকে তেমনি উছল করিস্
শিষ্ট অর্ঘ্য দিয়ে । ৮ ।

প্রবৃত্তি তোর যা'ই বলুক না—
চলতে চা'ক্ সে যে-পথে,
সৎপথে তুই চলতে র'বি
থেকে বোধি-মনোরথে । ৯ ।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে তুই
কৃতিপথে চল্,
দীপ্ত হ'য়ে হৃদয় উঠুক
প্রাণে আসুক বল । ১০ ।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
অস্খলিত থেকোই থেকো,
অসদ্ভাবে চ'লো নাকো
সাহস বেঁধে সবই দেখো । ১১ ।

শুদ্ধ-বুদ্ধ হ'য়ে তুমি
নিটোল নিষ্ঠায় দাঁড়িয়ে থেকো,
তেমনিভাবেই চ'লো-ফিরো
সবদিকেতে নজর রেখো । ১২ ।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে তুই
 কৃতিপথে যেমন যাস্,
সেই রাগ তোর সত্তায় রেখে
 শিষ্ট চলায় স্বতঃই ধাস্ । ১৩ ।

দর্প করিস্ অন্তরে তুই
 নিষ্ঠানিপুণ বিভবে তোর,
নজর দিয়ে নিরোধ করিস্—
 যেথায় নিষ্ঠা ক্রূর ও চোর । ১৪ ।

ইষ্টনিদেশ চল্ মেনে তুই—
 আমার কথা এই জানিস্,
নয়তো চলিস্ তেমনতর
 ভাল ব'লে যা' বুঝিস্ । ১৫ ।

যেথায় যেমন করলে ভাল—
 শিষ্ট সুধী ব্যবস্থিতি,
তা' ক'রেই তুমি তেমনি চ'লো
 শিষ্ট সুধী ক'রে স্থিতি । ১৬ ।

উদ্দেশ্যটি ভালই রেখে
 ভাল যা'তে হয় তেমনি চ'লো,
ভাল করার দীপ্তি নিয়ে
 তৃপ্তিভরে তেমনি ব'লো । ১৭ ।

লোকের ভাল করতে গিয়ে
 প্রেয়ের নষ্ট ক'রো না,
ঐ নষ্টটি ছড়িয়ে ক্রমে
 করবে তোমায় লাঞ্ছনা । ১৮ ।

ন্যায়ের পথটি ধ'রে তুমি
অন্যায্য যা' ছেড়ে দিয়ে—
অন্যের যা'তে কষ্ট না হয়—
চল এমন স্বভাব নিয়ে । ১৯ ।

সমীচীন পাওয়া যেখানে যেমন,
তা'তেই তৃপ্ত থেকো তেমন । ২০ ।

প্রীতির ভরে হৃদয় নিয়ে
অর্ঘ্য যদি দেয়ই কেউ,
আদর ক'রে নিস্ তাহারে
ছেড়ে দিয়ে বাতুল ঢেউ । ২১ ।

পরের নামে টাকা নিয়ে
আত্মসাৎ করবে না,
করলে কিন্তু চরিত্র তোমার
সুষ্ঠুপথে চলবে না । ২২ ।

পরের জন্য টাকাকড়ি
যা'ই না কেন সংগ্রহ কর—
যা'র নামে তা' করছ তুমি
তা' দিয়ে তুমি তা'কেই ভর,
স্বস্তি-পায়ে যা'তে সে-জন
বৃদ্ধিপথে চলতে পারে—
তেমনি ক'রে তা'কে ধ'রো
খিন্ন না যা'য় হ'তে পারে । ২৩ ।

করতে জেনে কর্ত্তা হও
বুঝতে জেনে বোদ্ধা,

সমর-সুধী তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়
হও সুদীপ্ত যোদ্ধা । ২৪ ।

সুষ্ঠুভাবে চল তুমি
শিষ্টতালে পা ফেলে,
প্রীতি পুষে রাখ বুকে
দূরদৃষ্ট যাবে চ'লে । ২৫ ।

সাবধান হ'য়ে চলতে থাক্ তুই
অবধানে এনে চলার পথ,
সুষ্ঠুভাবে চল দেখে তুই
শিষ্ট ক'রে মনোরথ । ২৬ ।

ভক্তিদীপা যুক্তি হোক তোর
বাস্তবে তা'য় ক'রে ধারণ,
পালনে যা'র প্রদীপ্ত হ'বি
সেই পথে তা'র কর চালন । ২৭ ।

উন্নত হও সবার কাছে
উন্নতি কর সবলোকের,
শিষ্ট সুধী চরিত্র নিয়ে
নিয়ন্ত্রণ কর অজ্ঞান সবের । ২৮ ।

কোন ব্যাপারে ক'রলে নিষেধ
বুঝিয়ে ব'লো তা'কে,
নইলে কিন্তু উধাও হবে
অমনতর ফাঁকে । ২৯ ।

স্বার্থ তোমার লোকই জেনো
শ্রদ্ধাপূতে হ'লে প্রাণ,
দীপ্তিভরা তৃপ্তি নিয়ে
নিও কিন্তু—দিলে দান। ৩০।

লোকবর্দ্ধনা হয় যাহাতে
পরিচর্য্যায় তা' রক্ষা ক'রো,
স্বার্থ লোকের ব্যক্তিত্বটা
ক্ষতিপথে তা'কে ধ'রো। ৩১।

ভাঁওতাবাজি ক'রে যা'রা
ব্যক্তিত্বকে ঠকিয়ে চলে,
তুমি কিন্তু ক'রো না অমন—
বোধদীপনী চর্য্যাবলে। ৩২।

তুমি আছ, থাক,— ভাল,
তাই ব'লে তোমার দ্বন্দ্বী নাই ?
এমন কথা ভেবো নাকো
দ্বন্দ্বই কিন্তু সব বালাই। ৩৩।

শত্রুতাকে উসকে তোলা
নয়কো সমীচীন,
শত্রু তা'তে হ'য়ে ওঠে
ক্রূর, কঠোর, হীন। ৩৪।

শিষ্ট তালে চল্ না ওরে
সুষ্ঠু হ'য়ে চল্—
বোধিদীপ্ত হ'য়ে ওরে
রেখে হৃদে বল। ৩৫।

ক্ষতির নীতি দক্ষবোধে
      শিষ্টভাবে সেধে যা,
ধৃতির নীতি অন্তরেতে
      বিহিতভাবে পেলে' যা,
ধৃতি-ক্ষতির সংহতিতে
      সত্তা কর্ক বসত তোর,
ঐ ক'রে হ' দীর্ঘজীবী,
      চল্ ক'রে তোর জীবনভোর । ৩৬ ।

রোগের দার্ণ কষ্ট যেথায়—
      দেখ-শোন বেশ ক'রে,
দেখে-শ্নে ব্ঝে সে-সব
      ব্যবস্থা কর তা'ই ধ'রে ;
কোন্ ঔষধে কোথায় কী গ্ণ—
      জেনে রেখো ধী নিয়ে,
বিবেক-ব্দ্ধি-বিবেচনায়
      দ্ঃখ হর তা'ই দিয়ে । ৩৭ ।

জলই হো'ক আর অন্নই হো'ক
      যা'কে দেওয়া উচিত না,
তা'কে কিন্তু দিও না তুমি—
      বাড়বে নাকো বর্দ্ধনা ;
শিষ্টতপা হয় না ওতে
      হীনম্মন্য হবেই হবে,
অশিষ্টতা ঠিকই জেনো
      তোমায় দৃষ্ট ক'রেই র'বে ;
অশক্তের পক্ষে অন্য কথা,
      জীবনদানের ব্যবস্থিতি—
করা উচিত যেমনতর
      ক'রে রেখো তাহার স্থিতি । ৩৮ ।

রাজনীতি

কূটনীতি যেন সৎ যা' তা'কে
　　শুভদীপ্ত ক'রেই তোলে,
শিষ্ট হ'য়ে স্বস্তি যেন
　　প্রতিপদেই ওঠে দুলে । ১ ।

কূটনীতি,—যা'য় মঙ্গল আনে
　　নিরোধ ক'রে আপদ্-বিপদ্,
শিষ্ট-সুধী তৎপরতায়
　　এনেই থাকে স্বস্তি-সম্পদ্ । ২ ।

বিক্রমদীপ্ত সত্তা হউক
　　দীপ্ত কূটচক্রে,
নিয়মনটা এমনি হউক—
　　শুধুক সকল বক্রে । ৩ ।

পরাক্রমশীল রঞ্জনা-নীতি
　　শিষ্ট-সুধী সিদ্ধিতে,
তৃপ্তি-দীপ্তি সবই নিয়ে আসে
　　তীব্র শিষ্ট শক্তিতে । ৪ ।

বিপদ্‌রোধক সঙ্গতি তুই
　　অঢেল উছল কর্ আগে,—
স্বস্তিদীপা দেশকে করাই
　　অন্তরে যদি তোর জাগে । ৫ ।

সৈন্যদিগের চাহিদাই হ'চ্ছে—
　　দেশের শান্তিরক্ষা,

সাধুর চাহিদা—বৃদ্ধি করা
লোকের বোধিকক্ষা । ৬ ।

শিষ্ট-সুষ্ঠু স্বাধীনতা
অসৎনিরোধী উর্জ্জনা
নাইকো যেথায়, হয় কি সেথায়
শুভসন্দীপী বর্দ্ধনা ? ৭ ।

দেশকে তোষণ না কর যদি
উপযুক্ত পোষণ দিয়ে,
কোথায় পাবে ধৃতির বাঁধন ?
সবই তোমার যাবে ক্ষ'য়ে । ৮ ।

দেশের দুর্দ্দিন রিক্ত করতে
দুর্দ্দিনরিক্ত হ'য়ে তুমি—
দুঃস্থচর্য্যায় আত্মনিয়োগে
তুমিই হও তা'র সুষ্ঠু ভূমি । ৯ ।

সাধারণের প্রতিভূই তিনি
যাঁ'র দায়িত্ব সব-কিছু,
সব জনেরই ধৃতি তিনি
তিনিই থাকেন সবার পিছু । ১০ ।

দুঃখের যে-সব মহড়া আছে
চর্য্যা ক'রে সে-সব তাড়াও,
শিষ্ট-সুষ্ঠু হ'য়ে তুমি তা'র
চর্য্যানিয়মনে নিজেকে লাগাও । ১১ ।

যা'-সব শ্রেয় সব ক'রে যাও
গুপ্ত রেখে মন্ত্রণা,

বলার যা' তা' সব ব'লে যাও
সেধে মন্ত্রব্যঞ্জনা । ১২ ।

মন দিয়ে রাখ ইষ্টকর্ম্মে
সমাজকে কর শিষ্ট,
সত্তাকে পাল' ধৃতিকর্ম্মে
সংকৃতিতে হও মিষ্ট । ১৩ ।

ঊর্জ্জী ভক্তি রয় যাহাদের
কৃতি থাকে বোধদীপ্তি নিয়ে—
তীব্র কর্ম্মী হয় তো তাহারা
রক্ষে সবাকে হৃদয় দিয়ে,
অগ্নি-উচ্ছল হয় তাহারা
পরাক্রম রাখে বুকে,
তা'ই দিয়ে তা'রা সবাকে রক্ষে
যা'তে তা'রা থাকে সুখে । ১৪ ।

চাহিদা যেমন বাঁচাবাড়ার
যেমনতর অধিস্থিতি,
তা'র সংহতি-কেন্দ্রই হ'চ্ছেন—
মননদ্যুতির শুদ্ধ ধৃতি,
দেখে-শুনে মনন ক'রে
লোকত্রাতা যে-জন হয়,—
সেই তো সহজ মন্ত্রী জানিস্,
সে ছাড়া আর কেউই নয় । ১৫ ।

এমন মিষ্ট আচার-ব্যাভার
এমন মিষ্ট কথা ব'লো,
সবাই যেন বলে, ভাবে
হৃদয় তা'দের ঠাণ্ডা হ'ল,

রঞ্জন-নীতির এই তো স্বভাব
এই তো দীপ্তি হৃদয়ভরা
যা'তে লোকে তৃপ্তি পেয়ে
তেমনতরই দেয় গো সাড়া ;
পূরণ-পোষণ-পালন কিন্তু
তৃপ্তি ঢেলে সিক্ত করা—
রঞ্জন-নীতির এই তো ব্যাভার
কর্ম্মও তার তেমনি ধারা । ১৬ ।

মানুষকে যদি মানুষ রাখিয়া
উন্নতস্রোতা করিতে চাও—
বিধিবিনায়িত শিষ্ট চলনে
সুষ্ঠু-আবেগী জীবনে ধাও,
দীপ্ত রাগেতে অন্তরের সুর
সাত্বত পথে চালিত কর,
বিধিবিনায়িত শিষ্ট যোজনে
আগ্রহদীপনায় তাহারে ধর,
সেদিকে তোমরা প্রীতির নয়নে
চাহিয়া চলিয়া চলিতে থাক,
অকৃতি যা'-সব দূর ক'রে দিয়ে
সুকৃতিসকল যতনে রাখ,
সাত্বত সুর যেখানে দেখিবে
তাহার চলনে চলন দিয়ে,
ধন্য হ'য়ে ওঠ প্রতিপ্রত্যেকে
সুঠাম সুষ্ঠু জাতিটি নিয়ে । ১৭ ।

অরাতি-নিরোধে উচ্ছল থেকো
চমূকেও রেখো সিদ্ধ,

ক্লমেও তা'দের পর্য্যাপ্ত রেখো
রাখিও সুসংবদ্ধ,
জীবনদায়িত্ব তোমাদের হাতে,
খেটেখুটে খায় যাহারা—
শিষ্টসুন্দর নির্ভয়ে রেখো,
ভীতিতে না হয় ক্লমহারা ;
প্রীতি তোমাদের এমনই হো'ক
শিষ্ট-সুধী বন্ধনে,
আত্মরক্ষার চমুযোগ জেনো
সত্তাতে থাকে সন্ধানে ;
সব পথগুলি শক্ত দীপনায়
জাগ্রত রেখো দীপ্তিতে,
কোন-কিছু যেন ব্যাহত না হয়
আঘাত না পড়ে স্বস্তিতে ;
সংখ্যা-প্রস্তুতি উচ্ছল রেখো
শিষ্ট রেখো কৃতিতে,
বরাভয় যেন আপনি আসে
অন্তরে আশিস্ ঢালিতে ;
দেশটা যখন বিব্রত চলায়
ভীতি-ধিক্ নিয়ে চলতে থাকে,
স্বস্তি দিয়ে বিনায়িত ক'রে
রক্ষা করিও সে-সব তা'কে । ১৮ ।

নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপনায়
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট রও,
কৃতিদীপা সত্তা সহ
সত্ত্বকে তুমি শুভে বও,
উর্জ্জী-ভক্তি অন্তরেতে
দেদীপ্যমান হ'তেই থাক্,

কৃতিদীপা সেবায় নিজেকে
দীপকসুরে সুষ্ঠু রাখ্,—
এমন স্থণ্ডিল অন্তরেতে
অটুট ক'রে রেখে চল্,
দেখবি ক্রমেই বাড়বে বুকে
দীপ্তিভরা সত্ত্ব-বল,
বিলিয়ে দিয়ে অন্তরে সবার
তীব্রতেজা অস্তিবেগ—
স্বদেশসহ নিজেতে রাখ্
শিষ্টদীপা জীবনরেখ,
জীবন উঠুক কৃতিভরে
গেয়ে স্রোতল জীবনগান,
সঙ্গীতিতে সংহত হ'য়ে
উপ্‌চে উঠুক প্রাণনতান ;
জীবনসুরে নিকট-দূরের
আলিঙ্গনের উৎসবে
সবাই সবার হো'ক্ না আপন,—
স্বাধীনতা তা'য় তবে,
দরদভরা অনুকম্পা
চর্য্যানিপুণ চলুক প্রাণ,
সবার সুখে হ'য়ে সুখী
ধর্ না রে ঐ জীবনগান । ১৯ ।

বিবাহ

যত রকমেই হোক না বিয়ে
যাজ্ঞিক বিয়েই শ্রেষ্ঠ,
জাতের জীবন সংহত হয়
জাতজীবন হয় বলিষ্ঠ ।১।

যে-দেশেতে যেমন প্রথা
সত্তাপালী যদি হয়,
তেমন বিয়ে নয়কো ঘৃণ্য
যদি না হয় অপচয় ।২।

একবর্ণের বিভিন্ন গোত্রের
বিয়ে-থাওয়া চলাই ভাল,
জাতি-সমাজ এতে কিন্তু
প্রায়ই দেখো হয় না কালো ।৩।

বিয়ে ক'রেই সদ্‌ব্যবহার
বৌ-এর সাথে যা'রা করে,
প্রায়ই কিন্তু উছল হ'য়ে
উচ্চতাকে আগ্‌লে ধরে ।৪।

বিচ্ছেদহারা যে-সব বিয়ে
সার্থকতা সেথায় আছে,
বিচ্ছেদ যেখানে সহজ পটু
সে-সব নীতি কিন্তু মিছে ।৫।

শ্রেয়ছেলের বিয়েও যদি
সপর্য্যায়ে হ'য়ে চলে,

গোত্র যদি বিভিন্ন হয়—
তা'তেও কিন্তু বংশ বলে ।৬।

শ্রেয়ছেলের সবর্ণে বিয়ে
নয়তো খারাপ কোনদিন,
গোত্রে যদি বিবাহ্য হয়
বংশে কভু হয় না হীন ।৭।

রেতঃ-রজের কোষগুলি সব
যেমনতর বিনিয়ে ওঠে,
গড়ন-পেটন তেমনি তো হয়
মূর্চ্ছনাও তা'র তেমনি ফোটে ।৮।

রেতঃশরীর যে-বর্ণানুগ
জাতকও হয় সেই ধাঁচের,
বিহিত বিন্যাসের ব্যতিক্রমে
সন্তানও হয় সেই ক্রমের ।৯।

যেমনতর রেতঃশরীর
তা'ই ফুটেই তো জন্মে জাতক,
ব্যতিক্রমের বিনিয়োগে
ডেকেই আনে হীন পাতক ।১০।

ডিম্বকোষ আর রেতঃব্যতিক্রম
যেখানে যেমন হ'য়ে থাকে,
তেমনতরই ব্যক্তিত্বতে
বিকশিত করে তা'কে ।১১।

রেতঃ-রজের সম্মিলনেই
বীজের গঠন ঠিক জেনো,

এ-সংস্রবের সঙ্গতি যা'
তেমনি ক'রেই তা'কে চিনো । ১২ ।

রেতঃসত্তা-রজসত্তার
সঙ্গতিটা যেমনতর,
সত্তাও হয় সেই ধাঁচেরই
তেমনতরই দুর্ব্বল, দৃঢ় ;
রেতঃ-রজের সঙ্গতিতে
অস্তিবোধও ফুটে ওঠে,
এমনি ক'রেই ক্রমে-ক্রমে
বিধানটিও ওঠে ফুটে । ১৩ ।

সুপ্রকৃতি পেতে হ'লেই—
পিতামাতার সুসম্মিলন
বংশ-অনুক্রমিকভাবে
ব্যক্তিত্বতে রয় দীপন । ১৪ ।

ব্যতিক্রমী বংশ হ'লে
বিকৃতি হয় চলৎচাল,
প্রবৃত্তিধর্ষিত হ'য়েই থাকে—
এমনি দুষ্ট হয় কপাল । ১৫ ।

বংশধারার বোধবিকাশে
ধৃতি-কৃতি-স্বভাবটায়
দেখে কিন্তু বিয়ে দিও—
হীন বংশ যা'তে না হয় । ১৬ ।

শ্রেষ্ঠ বর্ণের মেয়ে নিও না—
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ যে,

বংশে আসবে ব্যতিক্রম কিন্তু
সর্ব্বনাশেই ধরবে যে ।১৭।

পিতামাতার সঙ্গতি যেমন
তুল্য-নিয়মনভরে—
বোধবিকাশও তেমনি তো হয়
প্রকৃতিও সেইটি ধরে ।১৮।

কৃতির মাত্রা শিষ্ট হ'য়ে
ধৃতিদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
সন্তানসন্ততি তেমনিভাবে
সংদীপনায় জন্মি' ফুটুক ।১৯।

কামকলায় সংযত রও
সংযত হও স্বামী-স্ত্রী,
শিষ্ট সুষ্ঠু ভাবটি জাগুক —
অন্তরেতে দীপ্ত ধী ।২০।

সগোত্রেতে বিয়ে হ'লেই
সন্তানের আয়ু কমই হয়,
দুনিয়ায় এটা অনেক অংশে
দেখা কিংবা শোনা যায় ;
দেখে-শুনে বুঝে চললে
পাবে তা'দের পরিচয়,
শিষ্ঠভাবে বোঝ, দেখ—
কারণ কোথায় লুকিয়ে রয় ।২১।

নারী

যা'র স্বামীতে যেমন ভাব
      সন্তানও তা'র তেমনি লাভ । ১ ।

নষ্টা মেয়েও নিষ্ঠাভরে
      শ্রেয়চর্য্যায় যদি চলে,—
বিকৃতি তা'র সংকৃতিতে
      ঊর্জ্জীবেগে ওঠে জ্ব'লে । ২ ।

মেয়েরও চাই রণচাতুর্য্য
      পরিচর্য্যায় বর্দ্ধনা,
সৌজন্য চাই স্বভাবসিদ্ধ
      কৃতিদীপ্ত ঊর্জ্জনা ;
মেয়েদের যে রণচাতুর্য্য—
      সন্ততিরই রক্ষণায়,
উৎসারিণী ঊর্জ্জনাতে
      ফুটিয়ে তোলা বর্দ্ধনায় । ৩ ।

শ্বশুরবাড়ী যদিও শ্রেয়ঃ
      পিতৃ-আলয়ও নয়কো কম,
স্বামীর সংসার জাগিয়ে তুলি'
      তা'দের জন্যও ক'রো শ্রম,
মেয়ের স্থিতি এমনতর
      তৃপ্তিভরা হৃদয়গ্রাহী—
শ্বশুরবাড়ী সুষ্ঠু রেখে
      পিত্রালয়ে চলে বাহি' ;
যেথায় তোমার জন্মবৃদ্ধি
      তাই-ই কিন্তু প্রথম তীর্থ,

তীর্থচর্য্যা বিনা কিন্তু
হয় না সুষ্ঠু,—জীবন ব্যর্থ,
যেথায় তুমি জন্ম নিলে
বাড়লে তুমি যে-জা'গায়—
স্বস্তিদীপ্ত রেখোই তা'রে
ব্যর্থ ক'রো না জীবনটায়,
ঘরে ব'সে পড়শী দেখো
দুঃখপীড়িত যে যেমন—
স্বস্থ রেখে অস্তিত্বটায়
সাহায্য-সেবা ক'রো তেমন ;
দেশের ধাত্রী-জননী হও
এমনতরই চলন দিয়ে,
সম্রাজ্ঞী হও, ধরিত্রী হও
লোকদীপন স্বার্থ নিয়ে । ৪ ।

যে মেয়েদের দেখতে পাবে
স্বামীসেবায় নিষ্ঠাহীন,
ভুলভ্রান্তি কেবলই হয়
মেধাবৃত্তি এমনই ক্ষীণ,
শ্বশুরশাশুড়ীতে নাইকো শ্রদ্ধা
নয়কো বোদ্ধা দরদে তা'দের,
ও-ব্যাধি কিন্তু শারীরিক নয়
ব্যাধিটা কিন্তু ঐ স্বভাবের,
এমনতর দেখলেই বুঝো—
মেয়ের মনটি নাইকো ঘরে,
পরপুরুষেই প্রীতি তা'দের
তা'ই নিয়েই তা'রা ঘোরে-ফেরে,
শিষ্ট তা'রা নয় কখনও
শ্বশুরবাড়ীর করতে ঘর,

নানারকম উপভোগের
আমদানীতেই তৎপর,
এমনতর হবে যা'রা
নজর ক'রে চেয়ে দেখো—
ব্যাহত চরিত্র তা'দের কিন্তু
বেশ ক'রে তুমি বুঝে রেখো,
পরের দ্রব্য নিয়ে সুখী
যেমন যা'র পা'ক্ উপঢৌকন,—
শ্বশুরশাশুড়ী-স্বামীসেবায়
কখনই নয় বিচক্ষণ,
বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞানগরিমা
যা'-কিছু সব কুয়ের তরে,
এমন মেয়ে নয় রে ভাল
বংশকে তা'রা ম্লানই করে,
কুলের ধারা তা'দের দিয়ে
প্রায়ই কিন্তু রয় না ঠিক,
দুর্বিনীত হয়ই তা'রা
ধিক্-এর রাণী তা'রাই,—ধিক্ । ৫ ।

বর্ণাশ্রম

জাতিজন্ম ঠিক রেখে চল্
রক্তের সুষ্ঠু পুণ্যধারায়,
প্রতি ঘরই গজিয়ে উঠুক
পুণ্যদীপী সু-দাঁড়ায় । ১ ।

বোধদীপনী বিনায়নায়
বর্ণের হয় সংস্থিতি,
বর্ণবেঘোর হ'লে পরেই
ধৃষ্ট হয়ই কৃষ্টিগতি । ২ ।

বর্ণভেদ সত্তাভেদ নয়,—
প্রত্যেক সত্তার যেমন স্থিতি,
কৃষ্টিপথে তেমনি চ'লে
জাতির হয় তেমনি গতি । ৩ ।

গুণ ও কর্ম্ম—বোধের ধাতু—
কৃতিতে যেমন বিনায়িত,
তেমনতরই বর্ণ তা'দের—
ব্যবহারেও পরিষেবিত । ৪ ।

শুধুই ব্রাহ্মণজাতি হ'লে
ব্রহ্মবেত্তা কয় না,—
হাতে-কলমে কথায়-কাজে
বেত্তা না হ'লে হয় না । ৫ ।

ব্রাহ্মণসন্তান হোস্‌ই যদি
ধৃতিকৃতির যোগাবেগে,
স্তুতিদীপ্ত নিষ্ঠাকৃতিত্
ব্রাহ্মণত্ব আন্ না ডেকে । ৬ ।

বিপ্রই ছিল জাতির শিক্ষক,
কৃতিশিক্ষক ক্ষত্রিয়,
জাতিকে উছল করেছিল তা'রা—
সুরবিজ্ঞানে স্বগী'য় । ৭ ।

বিপ্রক্ষত্রিয়ে ধরে যখন
ব্যতিক্রমদুষ্ট রোগে,
কেউই তখন আসে না জেনো
জাতির কল্যাণভোগে । ৮ ।

যা'র যেখানে ক্ষত আছে
তা'দের ত্রাতা—ক্ষত্রিয়,
তাইতো তা'রা রাজার জাতি
সবই তা'দের রাজকীয় । ৯ ।

সৎ ব্যতিক্রমী যা'রা কিন্তু
ক্ষতত্রাণী হয় না,
ক্ষত্রিয়ত্ব তা'দের কিন্তু
ঊর্জী' পথে ওঠে না । ১০ ।

প্রতি ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রদ্যুতি
উঠলে ফুটে অন্তরে,
রাজকীয় হয়ই তা'রা—
ক্ষত্রদীপা তা'ই ধ'রে । ১১ ।

জন্মগত বৈশ্য তা'রা—
জনের সেবায় যা'রা রত,
ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রেও যা'রা
লোকসেবাতে উচ্ছ্বসিত,
ঐ চর্য্যায় সবার ঘরে
প্রবেশ ক'রে দীপ্ত রাখে,—
বৈশ্যত্ব তা'র অন্তরেতে
বসবাসই ক'রে থাকে । ১২ ।

সেবাপ্রধান শূদ্র যা'রা—
ভদ্র-সৎ-এর উদ্যমে,
শূদ্রত্ব সেথায় সজাগ থাকে
নিয়ত শুচির উপক্রমে । ১৩ ।

যা'দের যেমন ব্যবসা-নীতি
ছেড়ে অন্য করে যখন,
দেশের দুঃখ ক্রমেই আসে
ব্যত্যয়ই হয় বিলক্ষণ,
ব্যাঘাত-আঘাত আসলে পরে
দাঁড়িয়ে সোজা সহ্য করা—
ও-সব শক্তি ক'মে যেয়ে
বিকল-বিফল হয়ই তা'রা । ১৪ ।

বিধিবিনায়িত নয়কো বিপ্র
কৃতিবিধায়িত ক্ষত্রিয় নয়,
সে-দেশে তো রয় জঞ্জালই ভরা
প্রতি পদক্ষেপে ভীতিই রয়,
ভৃতি-উচ্ছল হয় নাকো লোক
অপকৃষ্টে তা'রা মত্ত রয়,

কলুষ-নিরয়স্রোতে তাহাদের
জীবনতরী বহিয়া যায়,
মিত্র যাহারা মৈত্রী ভুলিয়া
শত্রুতার মুখগহ্বরে—
সোজাসুজি তা'রা স্রোতলগতিতে
অশুভের কোলে ঢলিয়া পড়ে । ১৫ ।

প্রবৃত্তি

প্রবৃত্তিরই বৃত্তিগুলি
বিনায়নে সার্থক হ'লে
সত্তাটিরও অর্থ জাগে,
থাকেও সেটা কুতূহলে । ১ ।

বৃত্তিগুলির সুবিনায়ন
সঙ্গীতিরই সার্থকতায়,—
প্রবৃত্তিগুলি শিষ্ট হ'য়ে
সত্তাপালীর পথে ধায় । ২ ।

ইচ্ছা-অনিচ্ছা যা'ই কর না—
অসৎ বৃত্তি যখন,
তোমায় তা'তে ক'রে নিয়োগ
রোধে উন্নয়ন । ৩ ।

সব প্রবৃত্তির সৎ-এর টানে
একনিষ্ঠ যে-জন হয়,
ব্যক্তিত্ব তা'র ব্যাপ্তি নিয়ে
কৃতিযোগে গাহেই জয় । ৪ ।

বৃত্তিচালে চল যদি
নিষ্ঠার তালে নয়কো,
পাগলা নাচন নাচিয়ে তোমায়
করবে খতম ভেবে দেখো । ৫ ।

বিকৃত তোর মন যেখানে
কুপ্রবৃত্তি জাগে,
নিষ্ঠা কি তোর তেমন জা'গায়
চলে শিষ্ট রাগে ? ৬ ।

ব্যভিচারী দুষ্ট পুরুষ
মহৎ নিষ্ঠা নিয়ে
নিষ্ঠানিপুণ রাগকৃতিতে
ওঠেই দীপ্ত হ'য়ে । ৭ ।

তোয়াজ খেয়ে যে-সব নিষ্ঠা
আদর পেয়ে পুষ্টি পায়,
নিপট নিষ্ঠা নাইকো সেথায়
লুব্ধ মানই তা'রাই চায় । ৮ ।

ইষ্টসেবায় ভাঁওতা নিয়ে
স্বার্থসেবা করেই যে,
ব্যর্থতা তা'র হাতছানিতে
ডেকেই থাকে সত্তাকে । ৯ ।

অভিমানে যে বিরক্ত নয়কো
প্রাণনে রয় দ্যোতনা,
নিষ্টানিপুণ রাগে তা'রই
আসে অনেক বর্দ্ধনা । ১০ ।

অভিমানের দৃপ্ত রাগটি
অন্তরে যেমন ফুটবে,
নিষ্ঠাসহ জীবনদীপ্তি
প্রবৃত্তিই কিন্তু লুটবে । ১১ ।

অর্থের লালসা থাকলেই কিন্তু
না পেলেই অভিমান আসবে,
অভিমান হ'লেই আত্মম্ভরিতা
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ১২।

আত্মম্ভরি উদ্বেজনায়
অভিমান যেথায় জোটে,
স্খলনহারা অহং সেথায়
ধৃষ্ট ধাঁজেই ফোটে। ১৩।

নিষ্ঠাভাঙ্গা প্রাণে কিন্তু
শিষ্টাচার নাই-ই নাই,
আত্মম্ভরি উদ্বেলনে
ধৃষ্ট তালে চলে তাই। ১৪।

যে-কোন লালসা ব্যাহত যেথায়
অভিমান সেথা গ'র্জ্জে ওঠে,
অভিমান-প্রীতি ছিন্ন করিয়া
আবিল হইয়া উছলি' ফোটে। ১৫।

অভিমান কিংবা বন্ধুত্বত্যাগ
শয়তানেরই উর্জ্জনা,
ফুরসৎ পেলে আনেই ব্যাঘাত
আনে নিঠুর বর্জ্জনা। ১৬।

হামবড়াই যা'দের অন্তরেতে
বাসা বেঁধে বসত করে,
জ্ঞানদীপ্ত হয় না তা'রা
অসৎ পথই তা'রা ধরে। ১৭।

হিংসা যদি করবিই ত্যাগ
হিংসাবুদ্ধি ছাড়তে থাক্,
নয়তো কিন্তু বৃত্তিকণা
আনবে ক্লেশ আর বিপাক । ১৮ ।

ভ্রান্তিই যা'রা ভালবাসে—
(ঐ) ভ্রান্তিই তা'দের স্বভাবদোষ,
যায় না সেটা মুছে-ধুয়ে
সেইটিই তা'দের সত্তাপোষ । ১৯ ।

অশিষ্ট চলন যেমনতর
দুঃখকষ্ট সেই পথে,
স্রোতল ধারায় ব্যতিক্রম এনে
নষ্টে স্বস্তি বহুমতে । ২০ ।

স্থিতিকেন্দ্র না হয় যদি—
ব্যতিক্রমে থাকলে টান,
নষ্ট পায় সব চলনবোধি
সুষ্ট হ'য়ে ওঠে না প্রাণ । ২১ ।

নষ্টের সঙ্গে নষ্ট হওয়া
ব্যক্তিত্বেরই অপমান,
ঐ নষ্টামির ছোঁয়াচ লেগে
বিকৃতিই তো করে প্রাণ । ২২ ।

* পটলপ্রাণের সংহত দ্যুতি
যেথায় যেমন ভাঙ্গ্‌ল,
তেমনতরই সত্তা নিয়ে
ভঙ্গুর ধাওয়ায় চ'ল্‌ল । ২৩ ।

---

* পটলপ্রাণ = গুচ্ছীভূত জীবন ।

দৃষ্টি যা'দের বিক্ষেপী হয়
পারে না করতে সংহতি,
ব্যক্তিত্ব তা'দের সেইরকমের
পরিবেশও তা'র সেই গতি । ২৪ ।

কাম-কামনার লুব্ধ টানে
বিদ্যাবুদ্ধি অনেক গজায়—
স্বস্তিপথে যায় না তা'রা
সৎ-এর গতি তা'রা হারায়,
কূটকচালি ধৃষ্ট ব্যাভার—
ভাবে, তা'দের দীপ্তি ঐ,
উন্নতিরই নাই অবদান
বোধদীপ্তি কোথায়—কৈ ?
বড় আসন, বড় শাসন
উন্নতিরই মাত্রা তা'র,
সদ্দীপ্ত নয় চলনচালন
স্বার্থধৃষ্ট ব্যবহার,
ওতেই ভাবে, মহৎ তা'রা
ঘৃণা করে ছোটদের,
কুপথবৃত্তিই সম্বল শুধু
সদ্দীপনা নাই তা'দের । ২৫ ।

অসৎ-নিরোধ

অসৎ-নিরোধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতৎ
করতে পার যা'তে তুমি—
সেইটা কিন্তু সব জীবনের
বাঁচাবাড়ার দীপ্ত ভূমি ৷ ১ ৷

অসৎ-নিরোধী দীপ্তি তোমার
শৌর্য্য হ'য়ে জাগুক,
প্রীতির বিজলী হৃদয়ে তোমার
অটল হ'য়ে থাকুক ৷ ২ ৷

শাস্তি দিলেই অসৎ-নিরোধ
হয় না কিন্তু সব সময়,
সদ্‌বোধনার বিকাশ হ'লে
হয় তবে তা'র উপচয় ৷ ৩ ৷

নিষ্ঠার সাথে সদ্‌ব্যবহার
সৎচলন যদি নাই-ই রয়,
অসৎ-নিরোধ ঊর্জ্জনা কি
ব্যক্তিত্বে তা'দের কখনও বয় ? ৪ ৷

নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে তুই
সেবাপটুর ঊর্জ্জনায়
ইষ্টে অটুট চল্‌ র'য়ে রে—
অসৎ যা' তা'র বর্জ্জনায় ৷ ৫ ৷

অন্তরেরই অগ্নিতাপে
কুপ্রবৃত্তি পুড়িয়ে দে,

কৃতিযাগে চলন্ত থাক্
ইষ্টনিষ্ঠ প্রসাদে । ৬ ।

প্রীতি আঁধার ঘটাবে যতই
বোধধৃতিও কমবে,
জলুস বাহানা যতই সাজাও
তা'র ধারাটি দমবে । ৭ ।

হোমকাষ্ঠ যদি ব্যাহতি হয়
* ব্যাহৃতি সব হয়ই ছাই,
ছাইয়ের ব্যাহৃতি নষ্টই আনে
জ্বলনেও তা'র দীপ্তি নাই । ৮ ।

অন্তরের দিকে চেয়ে দেখিস্—
শিষ্ট-সুষ্ঠু না অশিষ্ট !
তা'ই দেখে তুই করিস্ বিচার
তোর কাছে কী প্রকৃষ্ট । ৯ ।

জীবন যা'তে ব্যর্থ করে
ব্যর্থই সেটা হ'য়ে রো'ক্,
বিকৃতিতে না টেনে নেয়
এমনতরই রাখিস্ ঝোঁক । ১০ ।

জীবনটা যা'য় ব্যর্থ হ'য়ে
ব'য়ে আনে অকৃতি,
ফিরিয়ে নিয়ে চল্ ওরে তুই
যা'তে ধরিস্ সুকৃতি । ১১ ।

---

* ব্যাহৃতি = বিস্তার ।

জীবনযজ্ঞে দে আহুতি
পাপের জাঙ্গাল নষ্ট কর্,
শ্রেয় যেটা তা'ই ধ'রে তুই
জীবনধারার ধৃতি ধর্ । ১২ ।

ইষ্টনিষ্ঠার আগুন দিয়ে
জ্বালিয়ে মার' সব পাপে,
গ'র্জ্জে উঠুক দুনিয়া তোমার
পুণ্যবিভার প্রাণনধাপে । ১৩ ।

দৃপ্ত হ'বি, দেখবি যেথায়
ধর্ষণারই উর্জ্জনা,
ধৃষ্টতাকে উড়িয়ে দিয়ে
আনিস্ শিষ্ট বর্দ্ধনা । ১৪ ।

মন্দ চিন্তা, মন্দ বুদ্ধি
যতই আসুক হরদম,
শিষ্ট-সুষ্ঠুভাবে করিস্
শুভদীপ্ত বিনায়ন । ১৫ ।

অন্যায্য যদি অন্তরেও আসে
ব'লো না, ক'রো না তা',—
নিয়ন্ত্রিত ক'রো সুষ্ঠু চলনে
ক'রে সুবিনায়না । ১৬ ।

পূতি হাওয়া যেথায় যেমন—
বুঝেসুঝে সাবধানে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল
ব্যক্তিত্বেরই বর্দ্ধনে । ১৭ ।

অসৎ কিছু করিস্ নাকো
সতের ঘরে দিয়ে হানা,
দ্যুতিবোধে অসৎকে তুই
বলবি ওরে—'না',—'না' ।১৮।

সৎ চলনে সুষ্ঠু হ'য়ে
সত্তা পুষ্ট কর,
অসৎ ধৃতি ব্যর্থ ক'রে
ঊর্জী নিষ্ঠা ধর ।১৯।

শত্রুতা যা'য় উসকে তোলে
এমন কিছু ক'রোই না,
নিরোধ-প্রস্তুতি এমনি রেখো
কেউ যেন পেরে ওঠেই না ।২০।

শত্রু তোমার থাক্ বা না-থাক্
পূর্ণ রেখো প্রস্তুতি,
আপৎকালে যা'তে হেলায়
রুখ্‌তে পার তা'র গতি ।২১।

বসতিকে শিষ্ট রেখে
দীপ্ত রেখে সংহতি
স্বস্তি যেন অটুট থাকে,—
এমনি রেখো তা'র গতি ।২২।

যে-পথেই যে যা'ক্ না কেন—
ব্যতিক্রমের বিকট ধারায়,
শুদ্ধতায় নিস্ দড় ক'রে
শুদ্ধসত্তায় যেন দাঁড়ায় ।২৩।

প্রবল-ঝঞ্ঝানিরোধশক্তি
শিষ্ট যত হয়,
দীপ্ত বোধি-সহ চলন
ততই আনে জয় । ২৪ ।

ইষ্টনিন্দা যেখানে হয়,—
শিষ্ট সুষ্ঠু রাগে
নিরোধ যদি নাই কর তো
অসৎ পাবে বাগে । ২৫ ।

আপদ্ বিপদ্ দেখবি যেথায়
বোধবিকাশে চর্য্যা করিস্,
আপদ্‌মোচন ব্যক্তিত্বটি
নিষ্ঠাভরে ধ'রে রাখিস্ । ২৬ ।

বিপদ্-আপদ্ দেখবে যেথায়
প্রতিবেশী বা দেশবাসীর—
হৃদয় দিয়ে শরীর দিয়ে
নিরস্ত ক'রো সব তিমির । ২৭ ।

আপদ্-বিপদ্ দেখবি যেথায়
যেমনতর গুরুতর,
বোধবিবেকী ব্যবস্থাকে
রাখিস্ তেমনি তীব্রতর ;
প্রয়োজন হ'লেই সরতে পারিস্
ক'রতে পারিস্ শুভ যা'—
ধীটি তেমনি কৃতী রেখে
রাখিস্ সত্তার সমতা,

যা'ই কর না যেথায় যেমন
প্রস্তুতি যদি ঠিক থাকে—
বৈধী-চলার উচ্ছলতায়
সত্তা কমই পড়বে পাকে । ২৮ ।

বিপদ্-স্ফুলিঙ্গ দেখলে পরেই
শিষ্ট বারি-বর্ষণে
নিভিয়ে দিয়ে সকল জ্বালা
আপদ্-বিধির ধর্ষণে—
সব যা'-কিছু থামিয়ে দিয়ে
বীর্য্যদীপ্ত ঊর্জ্জনায়
সংহত ক'রে করিস্ শীতল
তৃপ্ত সুধী বর্ষণায়,
অশিষ্ট যা'—শিষ্ট করিস্
দীপ্ত পটু তর্পণে,
নিটোল করিস্ সংহতি সব
তৃপ্ত কৃতি-বর্ষণে । ২৯ ।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ থাকে যা'র
কৃতির রাগে উদ্যমে,
সৎনিয়মন তা'রই থাকে
পড়ে নাকো বিভ্রমে,
অস্খলিত নিষ্ঠারাগে
বিপুল কৃতি উচ্ছলে,
অসৎ-নিরোধ শিষ্ট তালে
সুষ্ঠু হয় তা'র—কল্লোলে । ৩০ ।

শিষ্টাচারে জানলে অসৎ
সদ্বর্দ্ধনাও হবে তাজা,

জীবন দীপ্ত হবে তা'তে
সৎই হবে তোমার রাজা ;
সদ্‌বিনায়ন পাকা হ'লেই
ধৃতি যদি শক্ত হয়—
সৎ কিন্তু তখন জেনো
উচ্ছলতায় বৃদ্ধি পায়,
কী ক'রে কোথায় কেমনতর
অসৎ-নিরোধ করতে হয়—
বোধই তখন ব'লে দেবে
কোন্‌টায় কী সিদ্ধ হয় ! ৩১।

ভালমন্দ চিন্তা যেমন
আসুক তোমার জীবনপটে,
ভাল যা'-সব কাজে ক'রো
মন্দে ধ'রে রেখো ঘটে,
অসৎ তুমি নিরোধ ক'রো
শিষ্ট-সুধী তীব্রতায়,
সৎকে তুমি কৃতিসোহাগে
পেলো' পুষ্টিপ্রবণতায় ;
অসৎ যা'-সব সংগ্রহ ক'রে
মরণটারে পাড়ি দাও,
সৎ-এর অধিষ্ঠীতি দিয়ে
অমৃতকে সেধে নাও। ৩২।

অসৎ যা'-সব ধীর সমীক্ষায়
শিষ্ট সুবোধ অন্তরে—
দেখেশুনে শক্ত হ'য়ে
রেখো মগজ-কন্দরে,

বিহিত যেথা—ব্যাভার ক'রো—
অসৎ-নিরোধ করবে যা'তে—
মরণপারের তরণ এনে
সুষ্ঠু দীপ্ত হ'য়ো তা'তে,
সৎ যা' পাবে, বেশ বুঝে তা'র
বোধদ্যুতি নিয়ে চ'লো,—
অমর নেশা এমনি ক'রেই
অন্তরেতে সবার ঢেলো,
নিষ্ঠাদ্যুতি অটুট রেখে
চলবে তুমি সতের পথে,
অসৎ-নিরোধ ক'রে চ'লো
বিহিত নজর রেখে তা'তে । ৩৩ ।

অসৎ প্রবৃত্তি বলবে যখন—
'আয় না, চল্, ওদিকে যাই',
বলবি তখন শক্ত হ'য়ে—
'উঁহু, ইষ্টকাজে ধাই',
এমনতর ব'লেই ও-তুই
ইষ্টকাজে লেগে পড়িস্,
এমনি ক'রে ক্রমে-ক্রমে
সৎ-এর পাল্লা কায়েম করিস্,
বাস্তব করার বিভূতিতে
কায়েম হবে সদ্দীপনা,
দেখবি ক্রমে উতরোলে
আসছে সৎ-এর সন্দীপনা ;
অসৎ ছেড়ে সৎ কথাতে
সৎ কাজেতে হ'লে কায়াম,—

দেখবি ক্রমে সদ্ বাস্তবে
ধীরে-ধীরে বাড়ছে আয়াম ;
সৎ ভেবে তুই ক'রলে অসৎ
বাড়বে অসৎ দিনে-দিন,
হ'বি ক্রমে নষ্টে বিলয়
ক্রমেই হ'বি দৈন্যে হীন ;
এইতো হ'চ্ছে চলবার তুক
সৎপথে যদি যেতেই চাও—
ধৃতিসহ আসবে কৃতি
পালাবে অসৎ হ'য়ে উধাও । ৩৪ ।

ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতের
অনুকম্পী অনুবেদনায়
অস্তিত্বকে রক্ষা ক'রে
সম্বেদনী সার্থকতায়,—
আপদ্-বিপদ্ তাড়িয়ে দিয়ে
সার্থকতার সম্বেদনায়
জীবনদ্যুতি দাও ছড়িয়ে
অনুকম্পী সন্দীপনায় ;
অনুকম্পী অনুবেদনার
নাইকো যেথায় শিষ্ট ক্রম,
পরাক্রম তা'র নষ্ট হ'য়ে
ব্যক্তিত্বটার রয় না দম,
স্বার্থসেবী বিভ্রান্তিতে
ঘুরে বেড়ায় প্রায়ই সব,—
অধঃপাতে খুঁজতে নিজের
শিষ্টহারা অভিভব ;
বুঝে দেখ, তোমার তালে
অস্তিত্বেরই অমোঘ টানে—

বাঁচার হাওয়া উঠছে কিনা
তোমার কিংবা পরের প্রাণে !
চাও তো চল সেই পথেতেই
সত্তা যা'তে শিষ্ট রয়,
নইলে কিন্তু আসেই ক্রমে
সবার প্রাণে মৃত্যুভয়,
তোমার বাঁচা পরকে যদি
বাঁচার পথে না করে চালু—
আসবে বিপদ্ আঘাত নিয়ে
যমের পথেই করতে ঢালু ।৩৫।

কর্ম্ম

ব্যক্তিত্ব কিন্তু তা'দেরই হয়—
কৃতিবন্ধ হৃদয়ে যা'দের
অনুকম্পা উথলে রয় । ১ ।

রেতঃসত্তার অস্তিত্বটা
ব্যক্তিত্ব যা'য় ফুটিয়ে তোলে—
ইষ্টদেবের নিদেশশিষ্ট
কৃতি যেমন তা'য় উছলে । ২ ।

ইষ্টনিষ্ঠ ধী নিয়ে তুই
শিষ্ট বোধটি নিয়ে—
সব কাজেতেই চলবি অমন
মানসদীপ্তি নিয়ে । ৩ ।

ইষ্টনিষ্ঠায় চললে অটুট
নিবিষ্ট নিপুণ রাগ দিয়ে —
কৃতিসৌধ উচ্ছলই হয়
সার্থকতার দীপ নিয়ে । ৪ ।

নিষ্ঠা যেথায় ভঙ্গপ্রবণ—
রাগও সেথায় বিরাগশীল,
জীবনও বয় তেমনতর,
ধৃতি-কৃতির তেমনি মিল । ৫ ।

নিষ্টাদ্যুতি নিয়ে যা'রা
কৃতিতে হয় উচ্ছলা,

দক্ষ বোধবিদ্যায় তা'রা
হ'য়েই থাকে সচ্ছলা ।৬।

ধৃতি-কৃতি নাইকো যা'দের
নাইকো শুভে ঊর্জ্জনা,—
এমনতর যা'রাই আছে
কোথায় তা'দের বর্দ্ধনা ? ৭।

কৃতি যা'দের যেমনতর
প্রকৃতিও চলে তেমনি তালে,
সুখদুঃখ তেমনতরই
ঘ'টে থাকে তা'দের ভালে ।৮।

বোধিদীপ্ত সুকৃতি করে
অপকৃষ্টে অপঘাত,
শিষ্ট সুধী কৃতিপ্রীতি
করেই সুষ্ঠু আলোকপাত ।৯।

মাহাত্ম্য বাড়ায় কৃতিই তোমার
শিষ্ট সুষ্ঠু ব্যবহারে,
কৃতির পূজারী যেজন সুষ্ঠু
গৌরব তা'রই পূজা করে ।১০।

ধৃতিহারা কৃতি কিন্তু
জীবনেরই অপমান,
ব্যর্থ করে জীবনচলন
ব্যর্থ করে সত্তামান ।১১।

ব্যতিক্রম তোমার যেমন হবে
কৃতিও হবে তেমনি,
সিদ্ধিও হবে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা
ব্যক্তিত্বও হবে সেমনি । ১২ ।

বিধিদীপ্ত কৃতিযাগটি
বোধিসহ যেথায় জাগে,
অবস্থাও তা'র তেমনি তো হয়—
রাখবি তা'রে যেমন রাগে । ১৩ ।

নিষ্টাদেবী হৃদয়ে রেখে
উছল প্রাণে ধী নিয়ে
চলে যেজন, পারেই সেজন
সার্থকতার হৃদয় দিয়ে । ১৪ ।

শিষ্ট সত্তায় ধৈর্য্য বাড়ে
কর্ম্ম বাড়ে ধী নিয়ে,
বিবেকদীপ্ত হৃদয় হ'য়ে
চলার পথে চলে ধেয়ে । ১৫ ।

বোধি যদি শিষ্ট হয় তোর
নিষ্ঠানিপুণ রাগে,
কৌশলটাও কুশল হবে
সুবীক্ষণা জেগে । ১৬ ।

নিটোল চেষ্টায় তেষ্টা মেটে
সফলে আসে সার্থকতা,
নিষ্ঠানিপুণ রাগে চললে
কমই আসে তা'য় ব্যর্থতা । ১৭ ।

নিষ্ঠাসেবা যেমনতর
　　কৃতীও হয় তেমনি,
রাগদীপনাও ঊর্জ্জনা নিয়ে
　　উচ্ছলে ধায় সেমনি । ১৮ ।

উতল চলায় নিষ্ঠা যখন
　　উছল হ'য়ে চলতে থাকে,
সেই চলনের কৃতি আনে
　　ঈপ্সিতকে—উছল রাগে । ১৯ ।

কর্ম্মফলের যেমন কৃতি
　　কপালও হয় তা'র তেমন,
তেমনি ক'রে চলে-ফেরে
　　নিষ্ঠা-আচার যা'র যেমন । ২০ ।

নিষ্ঠাবিহীন কোন কাজেই
　　আসে না কৃতিবল,
অটুট নিষ্ঠা রেখে হৃদয়ে
　　ধৃতি নিয়ে চল্ । ২১ ।

কৃপা মানেই ক'রে পাওয়া
　　ক'রবি যেমন হবে তেমন,
ইষ্টসেবার কৃতি নিয়ে
　　চলায় আসে সু-উন্নয়ন । ২২ ।

সুধী করায় কৃপণ হ'লে
　　কৃতী হওয়া চ'লবে না,
সুষ্ঠু করা খতম হ'লে
　　উন্নতিও ঘটবে না । ২৩ ।

সময় কিন্তু রয় না ব'সে
চলছে কেবল অবিরল,
করণীয় যা' এখনই কর
ভবিষ্যে যদি চা'স্ সুফল । ২৪ ।

করণীয় যা' যেখানে
সাধ্যমত ক'রে যেও,
প্রীতির আশিস্-অবদানে
প্রীতিভরেই কোলে নিও । ২৫ ।

ঊর্জ্জী ভক্তি নিয়ে চলিস্
বুদ্ধিবৃত্তি সব নিয়ে,
যেখানে যেটা করতে হবে
করিস্ সেটা মন দিয়ে । ২৬ ।

করার প্রার্থনা যা'র যেমনটি
প্রীতিও হয় তেমনি তা'র,
ধৃতি-কৃতি যেমনতর
প্রাপ্তিও তা'র তেমনি সার । ২৭ ।

যেথায় তুমি যে-কাজ কর
সাবধানেতে শিষ্ট থেকো,
লক্ষ্য রেখে তা'রপরেতে
কৃতিকে তুমি নিপুণ রেখো । ২৮ ।

করছ যা'-সব, করবে যেসব—
সাবধানতায় ক'রে বরণ
ভালমন্দ বুঝে ক'রো
শিষ্ট থেকে অনুক্ষণ । ২৯ ।

যে-কর্ম্ম তোর সৎ জীবনটা
প্রতিষ্ঠায় আনে নিষ্ঠাভরে—
সৎকর্ম্ম তাই-ই কিন্তু
সদ্‌দীপনায় তোরে ধরে । ৩০ ।

সৎ যা'-সব গজিয়ে উঠুক
সৎ-এ দাঁড়িয়ে রও,
কৃতি তোমার তেমনি হোক্
অসৎ বিদায় দাও । ৩১ ।

যা'রা অসৎকৃতিদীপ্ত
ক্ষতির দিকে বুদ্ধি যা'র,
অসৎ কর্ম্মে সিদ্ধ হ'য়ে
কুড়িয়ে আনে অপকার । ৩২ ।

সার্থকতার তুক শিখিস্ তুই
ব্যর্থতাকে বিলয় ক'রে,
ব্যর্থ যা' তা'ও সার্থকে আসে—
রাখিস্ সেটা মাথায় ধ'রে । ৩৩ ।

লক্ষ্যটাকে নিটোল রাখিস্—
করবি যা' তা'র ক্রমকে,
করায় নিরোধ করে যা' সব—
রুখবি মানস-ধমকে,
করার আবৃত্তি এমনি ক'রেই
ফুটন্ত হোক নিটোল প্রাণে,
শিষ্ট সাবাস্ পারগতায়
চলতে থাক তুই ইষ্টপানে । ৩৪ ।

ইষ্টার্থে তুমি করবে যে-কাজ
দক্ষনিপুণ ভাবে—
সেই বোধনায় দীপ্ত হ'য়ে
প্রজ্ঞায় সুষ্ঠু র'বে,
সব কাজেরই দক্ষনিপুণ
প্রাজ্ঞ বোধই ঐ চেতনা,
তোমার প্রজ্ঞায় দীপ্ত হ'য়ে
আনবে তাহার সুবোধনা । ৩৫ ।

ভাল করার বুদ্ধি নিয়ে
যেমন ধাপে দিবি ঝাঁপ—
অশিষ্ট তা' হ'লেই কিন্তু
সেই-ই তোকে দেবে চাপ,
বুঝে-সুঝে চলতে হবে,
নয়তো তা'কে দিয়ে বাদ—
করণীয় যা' সেধেশুধে
শিষ্ট হ'য়ে আরো সাধ্ । ৩৬ ।

যাহার যে-কাজ নাও না হাতে
ঠিক জেনো, তা'তে তুমিই দায়ী,
নিষ্পাদনে সুষ্ঠু ক'রে
ক'রো তাহার সত্তা স্থায়ী,
নিটোলভাবে ক'রো সে-সব
স্বস্তি আসে তাহার যা'তে,
স্বস্তি বিনা অস্তি কোথায় ?
সুষ্ঠু হৃদয় হয় কি তা'তে ? ৩৭ ।

যে-পথে তুই যাস্ না কেন
　　যেমনভাবে থাকিস্ না—
নিষ্ঠাকৃতি দড় রাখিস্
　　ব্যত্যয়ী যা' ধরিস্ না ;
দ্যুতির রথে চ'ড়ে ও-তুই
　　কৃতির পথে যা চ'লে,
ইষ্টদীপন দণ্ডে যেন
　　দীপন চলন উচ্ছলে । ৩৮ ।

হাতে-কলমে সিদ্ধ হ'য়ে
　　বোধিকে ও-তুই কর্ তাজা,
কৃতিযোগে সিদ্ধ বোধি
　　ব্যক্তিত্বকে করে রাজা ;
রঞ্জনা তোর সিদ্ধ হ'লে
　　বঞ্চনা যাবে ক'মে,
রঞ্জনারই গতি নিয়ে
　　উঠবে ফুটে দমে । ৩৯ ।

ব্যবহার

উল্টো পথে করলে ভাব
উল্টো ফলই হয়ই লাভ । ১ ।

শিষ্ট যেমন অনুচলন
সুষ্ঠু যেমন ব্যবহার,
প্রীতিভরা আপ্যায়না
আনেই দিব্য উপহার । ২ ।

শিষ্ট রীতি বংশে যেমন
ব্যবহারে চ'লো তেমনি,
নেওয়া-দেওয়ায় সুষ্ঠুভাবে
ক'রো চ'লো সেমনি । ৩ ।

শিষ্ট সুষ্ঠু কৃতী চলন
কখনই তা' ভুলিস্ না,
বোধিদীপ্ত শিষ্ট রাগের
চলন কিন্তু ছাড়িস্ না । ৪ ।

শ্রেয় সুষ্ঠু ব্যবহারে
বোধকৃতি যেথায় রয়,
উন্নতিও যুক্তি নিয়ে
প্রীতি-উচ্ছল হ'য়ে দাঁড়ায় । ৫ ।

ব্যবহার সব সুষ্ঠু রেখো
তুষ্টি দিও অন্তরে,
আঁধারগুলি বিদায় দিও
অন্ধকারের কন্দরে । ৬ ।

চলন-লক্ষণে বুঝে নিও—
অন্তর কা'র কেমনতর,
তেমনি ক'রেই ব্যাভার ক'রো
শিষ্ট থেকে, থেকে দড় ।৭।

দুষ্ট ব্যাভার, রুষ্ট কথায়
তুষ্টি কা'রো হ'য়ে থাকে ?
স্বতঃই কিন্তু হনন করে
রোষ তাহাদের শিষ্টতাকে ।৮।

শিষ্ট ব্যাভার ক'রেও যদি
সুষ্ঠু না হয় কেউ,
ভদ্র বিধি বজায় রেখে
মারিস্ ঊর্জ্জী ঢেউ ;
তপন-তাপে দগ্ধ হ'লে
ছায়ার প্রয়োজন,
তেমনতরই শিষ্ট তালে
করিস্ নিয়োজন ।৯।

কৃতজ্ঞতা থাকেই যদি
আচার-ব্যাভার তেমনি হয়,
অপ্রিয় কেউ হয় না কা'রো
করেই সবার হৃদয় জয় ।১০।

নিন্দা-ঠাট্টা যেই করুক না
শেলষ-মস্কারি যেই করুক,—
শিষ্ট সুষ্ঠু ব্যাভার ক'রো—
হৃদয় তা'দের তা'ই ধরুক ।১১।

ঠাট্টা যদি করতে চাও কা'কে—
মনে রেখো, ঠাট্টা দিয়ে
খুশি করা চাই তা'কে,
খোঁচামারা ঠাট্টায় কি রে
তৃপ্তি দেয় কা'কে ? ১২।

বোধিসত্তা জাগ্রত যা'র
জ্ঞানদীপনা সেথায় রয়,
তৃপ্তিভরা দীপ্তি দিয়ে
লোকহৃদয় উচ্ছলয়। ১৩।

বিবেকদীপ্ত দৃষ্টি নিয়ে
বিচার ক'রে সব দেখিস্,
লোকের সাথে আপ্যায়না
বিহিতভাবে বজায় রাখিস্। ১৪।

অবদান যদি ব্যথায় বিভোর
হ'য়ে চলে সবার কাছে,
উৎসর্জ্জনা নয়কো সেটা—
তা'তে কিন্তু ব্যথা আছে। ১৫।

আত্মম্ভরিতা ছেড়ে দিয়ে
সবার তুমি আপ্ত রও,
এমনি ক'রেই ধৃতিকৃতির
বর্দ্ধনাতে এগিয়ে যাও। ১৬।

আত্মম্ভরি উদ্বেজনা
যেথায় যেমন দেখতে পাবি,
তেমন ধাঁজেই বলবি কথা,—
দীপ্তিতে পাবি অন্তর-ছবি। ১৭।

রাগনিষ্ঠার ভঙ্গী ক'রে
আত্মম্ভরিতায় ফুলিয়ে বুক
যা'রাই চলে,—প্রীতি হারায়,
পায় না পরিবেশে সুখ। ১৮।

প্রাণমাতানো কথা ব'লো
শিষ্ট সুধীভাবে,
তৃপ্তি আসবে হৃদয়েতে
সার্থকতাও পাবে। ১৯।

যেখানে যেমন বলতে হবে—
বোধ ও বিবেক দিয়ে
বলবি তেমন তৃপ্তিভরা
ধীদীপনা নিয়ে। ২০।

শিষ্ট-সুষ্ঠু কথা ব'লো
মিষ্টি ব্যবহারে,
চলন-বলন এমনি ক'রো
ক্রূরতা যা'য় হারে। ২১।

খেয়াল রাখিস্ অন্তরে তুই
কী-অবস্থায় বলবি কী?
বলায় যেন ওঠেই ফুটে
কূটনীতি আর ব্যক্ত ধী। ২২।

অনুরাগ যা'র যেথায় যেমন
তা'ই দেখে নে আগে,
তা'র উপরে লক্ষ্য রেখে
বলিস্ শিষ্ট বাক্-এ। ২৩।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
উচ্ছলতায় যেমন প্রাণ
দরদী হ'য়ে লোকচর্য্যায়—
বাড়েও মনে আকুল টান,
সঙ্গতি সব সংহত হ'য়ে
উথলে ওঠে প্রাণের প্রীতি,
দীপন ধৃতি-প্রীতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বেরই বাড়ে দ্যুতি। ২৪।

শিষ্ট কথা সবসময়ে
সুষ্ঠুতা কিন্তু আনে না,
চলনচালন কথাবার্ত্তার
গঠন ছাড়া হয় না। ২৫।

কূটকচালে' তর্ক শুধু
ব্যবস্থিতিতে নাই হিতী,
এমনতর বিকৃতি-ভাবের
বাস্তবে নাই সংস্থিতি। ২৬।

মিষ্টি কথা, দৃষ্টি মধু
মাতানো ব্যবহার,—
হৃষ্ট হয় সে সপরিবেশ
হৃদয় দীপ্ত তা'র। ২৭।

শুধু কথায় চলে নাকো—
ভালমন্দ হোক্ না যা',
কাজে ফুটলে তেমন তুমি
তেমনতরই হবে তা'। ২৮।

তোষণভরে চ'লো তুমি
পোষণ দিয়ে চ'লো,
শাসন-পোষণ যেমন যা' পাও—
শিষ্টনিষ্ঠায় ব'লো । ২৯ ।

বিজ্ঞ বিধির বোধ নিয়ে তুই
কথাবার্ত্তা বলিস্ বল্,
ভ্রষ্ট ছলে-বলে কিন্তু
জোটেই এসে হলাহল । ৩০ ।

যা'কে যেটা বলবে তুমি
বিনিয়ে নিও মনে,
বিনিয়ে সেটা সুষ্ঠু ক'রো
বিহিত বিধায়নে,
কেমন ক'রে বললে সে-সব
তৃপ্তি কে পায় মনে—
সেমনি ক'রেই কথা ব'লো
প্রীতিদীপ্ত প্রাণে । ৩১ ।

অন্যের সঙ্গ মিষ্টি যেমন
তুমি তেমন নওকো তা'র,
এমনতর চালচলনে
লুকিয়ে থাকে ব্যাভিচার । ৩২ ।

শ্রেয়ের পথে উপায় কর
প্রেয়দীপ্ত কর প্রাণ,
যত করবে এমনতর
প্রায়ই বাড়বে হৃদয়টান । ৩৩ ।

ধৃতি-কৃতি যেমনতর
নিষ্ঠাও হয় সেমনি,
ব্যবহার যা'র যেমনতর
হৃদয়ও তা'র তেমনি । ৩৪ ।

নিষ্ঠা পরখ করতে হ'লে
রুষ্টের ভান সহজ পরখ,
বিহিত মতন ব্যবহারে
হয়ই তাহার শিষ্ট নিরখ । ৩৫ ।

দেখবি যেথায় ব্যর্থ হ'লি
কী পথে আর কোন্ দিকে—
শিষ্ট চলন নিয়ে চলিস্
ভেবেচিন্তে সেই তাকে,
শুধরে নিবি চলন রে তোর
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে,
লোকের সাথে ব্যাভার করিস্
তেমনতরই তুকে-তাকে । ৩৬ ।

অসৎ যা'-সব ছেড়ে দিয়ে
চল লোকের মঙ্গলে,
নিষ্ঠাকৃতির অনুরাগে
থাক ওরই দঙ্গলে,
বোধের দীপ্তি জ্ব'লবে ক্রমে
স্বস্তিও নেমে আসবে,
তুমি হবে একটি মানুষ
যেমন করতে পারবে । ৩৭ ।

ভাল যা'তে থাকতে পার
অন্যেও যা'তে ভাল থাকে—
তেমনি ক'রে চ'লো—ব'লো
শিষ্ট রেখো সুস্থতাকে,
শিষ্ট যা' তা' সঞ্চার ক'রো
যেন সুষ্ঠু হ'য়ে থাকে,
তৃপ্তি দিয়ে আপন হ'য়ো
শুভ উচ্ছলায় রেখে তা'কে । ৩৮ ।

তোমার কথা, তোমার কৃতি
তোমার ধৃতি-উর্জ্জনা
লোকের বুকে তৃপ্তি আনুক
আনুক শিষ্ট বর্দ্ধনা,
তবে তো তুমি তৃপ্তি পাবে
তৃপ্ত ক'রে অন্যকে !
দীপ্তিও তেমনি উঠবে বেড়ে
করলে উছল সত্তাকে । ৩৯ ।

ভ্রান্তিভরা যা'রা আছে
শান্তি এনে তা'দের দে,
বিদ্যা আসুক, বুদ্ধি আসুক,
চরিত্রে প্রীতি ঢেলে দে,
শুদ্ধসেবী প্রাণে-মনে
তা'দের ভাল যা' পারিস্—
করতে কসুর করিস্ না কো,
শুভ'র পথে তা'দের ধরিস্ । ৪০ ।

দেওয়ার আগ্রহ বাড়বে যত
অর্জ্জনও তোমার বাড়বে,
শিষ্ট অর্জ্জন যতই হবে
বর্দ্ধনাতে উঠবে ;
শাসনসুষ্ঠু অর্জ্জন যেথায়—
অবদানও তৃপ্তি আনে,
সঙ্গতিতে সংহত হয়
প্রায় সবই সুষ্ঠু প্রাণে । ৪১ ।

দেওয়া-নেওয়ার প্রীতিপ্রসাদ
বিলিয়ে দিচ্ছে সব জনায়—
প্রীতিদীপালী দেওয়া-নেওয়ায়
হৃদয়েরই উৎসর্জ্জনায়,
শিষ্টদীপী তৃপ্তি নিয়ে
ক'রলে অমন অবদান
তৃপ্ত কিন্তু হয় সকলে,
জীবনও হয় দ্যুতিমান । ৪২ ।

পাওয়ার বেলায় প্রীতিকথা
দেওয়ার বেলায় দুষ্ট বাক্,
দরদী বান্ধব কমই তা'রা
তা'রাই জেনো মন্দভাক্,
অমনতর রকম হ'লে
বান্ধবতা হয়ই কম,
ফাঁকিবাজির মহড়াতে
রিক্তই হয় হৃদয়-দম ;
দেওয়া-নেওয়ার বাঁধন ছিঁড়ে
ধাপ্পার দমে না প'ড়ে
শিষ্টচর্য্যায় যা' পার কর—
ব্যর্থতাকে না ধ'রে । ৪৩ ।

যে-মতেই যা'রা দীক্ষিত হোক্
সৎ-শিষ্ট যা'রা সঙ্গীতত্,
আত্মীয় ব'লে তা'দের জেনো
হয় না ব্যাভারে তা'রা পতিত। ৪৪।

নিজস্বার্থের সঙ্কোচনে
পরিচর্য্যায় যত পারিস্,
সবায় উচ্ছ্বসিত ক'রে
উন্নতিতে তুলে ধরিস্—
যা'র যা' জগৎ উথলে উঠে
পরিচর্য্যাও প্রসার পাবে,
পরিচর্য্যার সুপ্রসারে
বিভবও তোর সুষ্ঠু হবে। ৪৫।

ধাপ্‌কি দিয়ে মিথ্যা কথার
অবতারণা করলে পরে—
বান্ধবতা হয়ই শিথিল
বন্ধুত্ব নাই তাহার ঘরে,
বুঝেসুঝে দেখেশুনে
মানস-সঙ্গতি যা'র যেমন—
তেমনিভাবেই নজর রেখো
কোথায় তা'র হয় ধৃতি কেমন!
বুঝেসুঝে চলতে গেলেই
সবার সাথে প্রীতি রেখেও
চল যদি বিহিতভাবে—
পারবে রুখতে কমই কেও। ৪৬।

সুষ্ঠু কৃতী হ'তে গেলেই
শিষ্ট সুষ্ঠু ব্যাভার নিয়ে
করতে হবে জীবনটাকে
তেমনি রঙে রঙ লাগিয়ে ;
করবি যেমন পারবি তেমন
কৃতি-আবেগও তেমনি হবে,
আচার-ব্যাভার চালচলনও
সেই তালেতেই চলতে র'বে,
বোধবিদ্যা আসবে তেমনি
জ্ঞানদীপনী আবেগ নিয়ে,
চলনপথের জ্ঞান নিয়ে তোর
চলবি তা'তেই নিষ্ঠ হ'য়ে । ৪৭ ।

প্রীতিরাগ

প্রীতিচর্য্যা যা'র যেমন
আয়ও হয় তা'র তেমন । ১ ।

স্বার্থপ্রসূ কৃতি যেথায়
পুষ্ট প্রীতি নাই সেথায় । ২ ।

প্রীতিই বলে তা'য়—
অনুচর্য্যী আপ্যায়নী
সেবাকৃতি যা'য় । ৩ ।

দীপ্তি তোমার সেইখানে—
কৃতির বিভব উথলে উঠে
প্রীতি জাগে যেইখানে । ৪ ।

দরদীর প্রতি দরদ যখন
নিজেকে ছাপিয়া ওঠে,
প্রণয় সেখানে তৃপ্তিদীপনে
র'য়েছে অন্তরে বটে । ৫ ।

কামের নেশা যেখানে কঠোর
কামুক তা'রাই তেমনি,
প্রীতি যেথায় দীপ্ত সেবায়—
প্রেমও সেথায় সেমনি । ৬ ।

প্রীতির সাথে তেজস্ক্রিয়
ব্যাভার করবে ঠিক,

তোমার গতি কখনও যেন
না হয় বেঠিক । ৭ ।

ভক্তিপ্রীতি বিহিত যেখানে
যেমনতর—তেমনি ক'রো,
সেই সুরেতে, প্রিয় যে-জন—
প্রীতির তালে তেমনি ধ'রো । ৮ ।

প্রীতি যেথায় অস্খলিত
নিষ্ঠা তা'দের স্খলনহারা,
সেবাদীপ্ত স্বার্থ তা'দের
লোকসেবাতে পাগলপারা । ৯ ।

প্রিয়প্রীতি-হোমের আগুন
অন্তরে যদি টিঁক্‌ল না,
নিরোধি' তাঁ'র আপদ্‌-বিপদ্‌
আন্‌বি কিসে বর্দ্ধনা ? ১০ ।

ভজনজীবন যেমন তোমার
নিষ্ঠা হবে যেমনতর,
রাগবিরাগের মাধুর্য্যটাও
তেমনতরই হবে দড় । ১১ ।

ভালমন্দ যা'ই কর না
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে—
গতিও কিন্তু তেমনতর
তেমনতরই হৃদয় জাগে । ১২ ।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ যদি তোর
ভেস্তেই যেয়ে রয়,

কেমন ক'রে উর্জ্জী-নিপুণ
রাগের ধৃতি বয় ? ১৩।

প্রেয় যদি ঠিক থাকে তোর
নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে,
শ্রেয়ও ফুটে উঠবে তেমন
কৃতিপথে ফিনিক্ দিয়ে। ১৪।

দীপ্ত হোক তোর প্রীতিপ্রভা
শিষ্ট সুষ্ঠু আভা নিয়ে,
জাগুক কৃতি, জাগুক ধৃতি—
কৃতি দীপ্ত বোধি দিয়ে। ১৫।

প্রীতি যেথায় যেমন অটুট
ধৃতিসহ উচ্ছলা,
তা'র আবির্ভাব সেই হৃদয়ে
তেমনতর উর্জ্জ্বলা। ১৬।

প্রীতির পথটি ভাঙ্গিস্ নেকো
জোড়ায় সুজোড় ক'রে তোল,
কৃতিপ্রীতির সঙ্গতিটা
উছলদ্যুতিত্ কর নিটোল। ১৭।

প্রার্থনা তোর যেমনতর
কৃতিও রে তোর যে-পথে,
গতিও তোর তেমনতর
প্রীতিও তেমনি তা'র সাথে। ১৮।

পরস্পর হ'লে প্রীতি
কৃতিও হবে তেমনতর,
উভয়েরই পরিচর্য্যায়
উভয়েই কিন্তু হবে দড় । ১৯ ।

ঝগড়া-বিবাদ যতই থাকুক
প্রীতিসিক্ত হৃদয় যা'র—
পরস্পরের স্বার্থসেবার
ঝঙ্কারে বয় হৃদয় তার,
কৃতির সুরে এমনি ক'রে
হয়ই ধৃতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত,
প্রীতিনিবন্ধ যা'রাই হয়
তা'দের সত্তাই ধৃতিমূর্ত্ত । ২০ ।

কৃতি যেথায় চলনহারা—
ব্যাহত হয় হামেহাল,
উর্জ্জনাহীন তেমন প্রীতি
করেই জীবন হালবেহাল । ২১ ।

যে-জন তোমায় দিয়ে চালায়
তা'কে দিও স্বতঃস্বেচ্ছায়,
প্রীতির প্রাপ্তি এমনি আসে
ধাতা যিনি তাঁ'রই ইচ্ছায় । ২২ ।

প্রীতি-প্রসিত অন্তর যা'র
ফুল্ল সুষ্ঠু রাগে,
ধৃতি-কৃতি অন্তরে তা'র
শিষ্ট সম্বেগে জাগে । ২৩ ।

আচার-ব্যাভার শিষ্ট যা'র যা'—
এতেই ফোটে প্রীতির চর্য্যা,
আপদে-বিপদে বুক পেতে রয়—
সেথায় কিন্তু কমই ভয় । ২৪ ।

লোকের কথা শুনেই যা'দের
প্রীতির বাঁধন যায় ছিঁড়ে,
নিষ্ঠাহারা প্রীতি তা'দের
স্বার্থ খুঁজে বেড়ায় ঘুরে । ২৫ ।

ছেলের প্রতি তোমার প্রীতি
তোমার প্রতি নাই ছেলের,
বুঝো, সে বিনীত হয়নি-কো
ধার ধারে না তোমার স্নেহের । ২৬ ।

রুক্ষ রাগেও মিষ্টি কথা
প্রীতি-আনতিদীপ্ত প্রাণ—
এমনতর নিয়ন্ত্রণে
জাগ্রত রয় বোধিপ্রাণ । ২৭ ।

দেওয়ার আক্কেল যা'দের কম,
শিথিল সেথায় প্রীতির দম । ২৮ ।

প্রীতির আবেগে দেওয়া বাড়ায়
প্রীতিহীন নেওয়ায় দ্বেষ,
প্রীতির উর্জ্জনা বৃদ্ধি আনে
প্রীতিহীন দেওয়ায় ক্লেশ । ২৯ ।

কা'রো প্রতি ভালবাসায়
যেমন স্থিতি, যেমন কর্ম্ম,—
আগলহারা সেমনি চলায়
ফুটেই ওঠে প্রীতির মর্ম্ম ।৩০।

ভালবাসা নয়কো কিন্তু
অশুভতে এগিয়ে দেওয়া,—
অশুভকে নিরোধ ক'রে
শুভের পথে এগিয়ে নেওয়া,
ভালবাসবি যা'রে ও-তুই
ভজবিও তা'রে তেমনতর,
ঐ তালেতেই চলুক হৃদয়
কৃতিও হো'ক তেমন দড় ।৩১।

ভালবাস কা'কে কত—
সমাচর্য্যাই তা'র ঠিকানা,
তাই-ই কিন্তু দিচ্ছে ব'লে
কোথায় তোমার আনাগোনা ।৩২।

ভালবাসার আবেগ যেথা
কৃতিসোহাগ-উর্জ্জনায়,
ঈশ্বরেরই সম্বেগ সেথা
স্বতঃ-দীপ্ত বর্দ্ধনায় ।৩৩।

ভালবাসতেই যদি চাও—
মান-অপমান খতম ক'রে
প্রিয়'র সেবায় ধাও,

নিজের স্বার্থ ব্যর্থ ক'রেও
প্রিয়'র দিকে চাও,
প্রিয়'র কথা ভেবে মনে
সার্থকতায় ধাও । ৩৪ ।

কুটিল লোভে প্রীতি করা
উপরসারা ভাব রাখা,
বাগিয়ে নেওয়ার ঠকামি সেথায়
ঠগী ব্যাপারে সজাগ থাকা । ৩৫ ।

প্রীতির সেবা রয় না যেথায়
পাওয়ার লোভে ক্ষুধাতুর,
শিষ্ট,—তা'দের ঠকিয়ে নিতে
দক্ষবুদ্ধি সুচতুর । ৩৬ ।

লোকের কাছে প্রীতিকর হও
স্বার্থলোভী হ'য়ো না,
ইষ্টনিষ্ঠ লোকপ্রীতি
নিয়ে চলতে ভুলো না । ৩৭ ।

স্বার্থ কাবেজ রাখার জন্য
যেথায় শুধু প্রীতির ঢং,
প্রীতি কিন্তু নাইকো সেথায়
অন্তরে প্রীতি ঠনাৎ ঠং । ৩৮ ।

প্রীতিতে নাই আত্মস্বার্থ,—
অনুকম্পী কৃতি থাকে,
এমনতর দেখলে প্রীতি
প্রীতি ব'লে জেনোই তা'কে । ৩৯ ।

সে-প্রীতি কিন্তু নয়ই প্রীতি
যা'তে স্বার্থ-উৎসেচনা,
প্রীতি সেথা অন্তরে নাই
আছে কেবল তা'র বাহানা । ৪০ ।

প্রেম করা কি সোজা ?—
প্রেয়কে যে বহন করে
না হ'য়ে তাঁ'র বোঝা,
সেবানুশাসনে শাসিত যে-জন
তা'রই প্রণয় সোজা । ৪১ ।

শিষ্ট প্রীতির প্রণয় নিয়ে
চর্য্যারত থাক তুমি,
দীপ্ত হ'য়ে উঠুক ফুটে
সৌষ্ঠবেতে পুণ্যভূমি । ৪২ ।

প্রীতি-অর্ঘ্য যে যা' দিয়ে
তৃপ্তিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
অন্তরেরই শিষ্ট সাধা
সার্থক তা'দের হয়ই বটে । ৪৩ ।

প্রেয়রাগের নমুনাই কিন্তু
প্রেয় যেমন চান তা'ই হওয়া,
তেমনি চলা-বলা-করা
সেই কৃতিতেই জীবন বওয়া ;
এমনি ক'রেই ক্রমে-ক্রমে
নিষ্ঠারাগের রঙ ধ'রে
চলে, বলে, করে তেমনি,
যেমন প্রীতি তেমনি পারে । ৪৪ ।

হিংসাবিহীন প্রীতি যেমন
চর্য্যারীতি নিয়ে
হৃদয়টাকে সুষ্ঠু করে
প্রীতির দীপ্তি দিয়ে,
স্বস্তি আনে, তুষ্টি আনে,
আনে ধৃতি-জ্ঞান,
সবার চাইতে তেমন প্রীতিই
শ্রেয়,—রেখো ধ্যান । ৪৫ ।

ইষ্টের প্রীতি তোমার প্রতি
থাকলে তাতে কী ?—
অচ্ছেদ্য টান থাকলে ইষ্টে
কৃতি বাড়ায় ধী,
শিষ্টসুন্দর সদ্‌বিনায়ন
তেমনি তত জাগে,
নিষ্ঠাদীপক সম্বেদনায়
বোধি জাগে বেগে । ৪৬ ।

ঊষার মত ওঠ্ জেগে তুই
সদ্‌দীপনার বিকাশ নিয়ে,
লোকের ভাল করবি বুঝে
তেমনতরই হৃদয় দিয়ে,
দেখবি ক্রমে, দুষ্ট কপাল
শিষ্ট হ'য়ে উদাম ধাপে—
বিভব-সম্পদ্ নিয়ে তোকে
ফুটিয়ে তুলবে সতের দীপে,
তোর জীবনে পুণ্যধারা
প্রীতিরাগের ফোয়ারা তুলে'—
উচ্ছলিত করবে সবায়
প্রীতির রাগে নেচে-দুলে' ;

স্বর্গবীণা সৎ-ঝঙ্কারে
নাচিয়ে তুলে জীবনদোল
আগুলে ধরবে হৃদয়টি তোর
তুলে সুষ্ঠু কৃতির রোল। ৪৭।

মানবতার খাতিরে প্রীতি
দেখবে তুমি যা'দের যেমন,—
প্রীতিবন্ধ উভয়ে হ'লে
কৃতিও তা'দের হয় তেমন,
যেখানে নাই তেমন প্রীতি
কথায়-কাজে নাইকো মিল,
ভালবাসার ভাঁওতা নিয়ে
বেঘোর পথে চলেই ঢিল,
ক্ষতি করার আগ্রহ নিয়ে
অমন প্রীতি যা'রাই ধরে,—
সর্ব্বনাশা হৃদয় তা'দের
প্রীতির ভাঁওতায় নষ্টই করে,
প্রীতি কিনা খতিয়ে নিও
সাবধান হ'য়ো তেমনি,
কৃতির রূপটি দেখে তাহার
ক'রবে যা' হয় সেমনি। ৪৮।

শিক্ষা

শিখবে তুমি যা'—
তদ্‌বেত্তাকে সামনে রেখে
মক্‌স কর তা' । ১ ।

চক্ষু যদি রুদ্ধ করিস
দৃষ্টি তখন রয় কি রে ?
প্রাণনগতির আচার্য্য নইলে
ধী-এর প্রসাদ পায় কি রে ? ২ ।

আচার্য্যসেবার নেশা নিয়ে
লেখাপড়ার অধিকৃতি,—
ঠিক জেনো তা'র অন্তরে রয়
বাগ্‌দেবীরই সংবসতি । ৩ ।

জাতীয় শিক্ষা প্রাণপণে সাধ'
সব শিক্ষার সাথে,
বোধিটাকে সুষ্ঠু ক'রো—
বাস্তব বিভব যা'তে । ৪ ।

সঙ্গতিশীল বোধি আসে
নিষ্ঠানিপুণ রাগে,
সার্থকতার বিনায়নে
ধীই ওঠে জেগে । ৫ ।

বোধি ও-তোর যেমন থাক্ না
নিষ্ঠানিপুণ তুই কিনা !
নিষ্ঠানিপুণ হ'লেই কিন্তু
সজ্জিতও হবে বোধনা । ৬ ।

তাড়ন-পীড়ন স'য়েও যদি—
নিষ্ঠানিপুণ হ'লে,
শিষ্ট তালে অটুট হ'য়ে
বোধিদীপ্তি পেলে । ৭ ।

তাড়ন-পীড়ন-শাসনেও যা'র
হয় না নিষ্ঠা প্রকম্পিত,
শিষ্ট ব'লে তা'রেই নিও
ব্যক্তিত্ব তা'র নয় স্খলিত । ৮ ।

নিষ্ঠার পরখ জানিস কিন্তু
তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনায়,
সেটা দেখেই গতি বুঝিস্—
ঊর্জ্জনায় কি বর্জ্জনায় । ৯ ।

আচার্য্যেরই ভর্ৎসনাতে
রুচিবিকার ঘটে,—
বুঝে নিও, নিষ্ঠা নাইকো
অমন হৃদয়পটে । ১০ ।

তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনাতে
হয় না যা'দের হৃদয় ম্লান,
সত্তা তা'দের স্বতঃই শিষ্ট
কৃতি-উচ্ছল হয়ই প্রাণ,

গুরুর পোষণ-সেবা-তোষণ
তা'রাই করতে দক্ষ হয় ;
সাধন-ভড়ং-ভজন-বাবু
এমন যা'রা—কিছুই নয় । ১১ ।

শত আঘাত কিংবা লোভে
নিষ্ঠা যা'দের ভাঙ্গে না,—
শিষ্ট নেশা জেগেই থাকে
ব্যর্থ তেমন হয়ই না । ১২ ।

নিষ্ঠায় যেথায় গলদ থাকে
বোধনারও হয় ব্যতিক্রম,
শিষ্ট যা' তা' অশিষ্ট হয়
বিকৃত হয় মানসদম । ১৩ ।

যেমনতর নিষ্ঠা তোমার
যেমনতর অধিকৃতি,
তেমনতরই স্বভাবটি হয়
আনেও তেমনি বোধধৃতি । ১৪ ।

ক্রমে-ক্রমেই এগিয়ে যাও
নিষ্ঠানিপুণ রাগে,
এমনতর ক্রমচলনায়
আসবে প্রজ্ঞা বাগে । ১৫ ।

শোন্ ওরে তুই শোন্—
নিষ্ঠাহারা সত্তায় কি হয়
বোধ-সংকলন ?
বিকৃতিরই ব্যাপন বেগে
বিক্ষুব্ধই রয় মন । ১৬ ।

বোধবিচার আর মানসদীপ্তি—
সঙ্গতিশীল সন্দীপনায়
নিটোলভাবে রাখবি এমন
সিদ্ধ হয় যা' উচ্ছলায় । ১৭ ।

ভালভাবে করলে ভাল
ভাল'র সূত্র গ'ড়ে নেয়,
বোধেও তখন তেমনি ক'রে
সার্থকতা দীপ্তি দেয় । ১৮ ।

নিষ্ঠাহারা ভাল কিন্তু
ভাল'র বোধটি কমই আনে,
ভালটার কী সার্থকতা
তাও-ও কিন্তু কমই জানে । ১৯ ।

সৎকে জানার শিকড়টিকে
পাকাপাকি রেখো ধ'রে,
অসৎ জানার ঔচিত্য তখন
উঠবে ক্রমে বোধি ফুঁড়ে । ২০ ।

সৎকে যেমন জানতে হবে
অসৎকেও তুমি তেমনি জেনো,
বেকুব বোধের বিশ্বাস নিয়ে
পদে-পদে ঠ'কো না যেন । ২১ ।

পরখ ক'রে নিরীখ কর
কেন্দ্রে আসুক সে-নিরীখ,
সংহতিতে তা'কে এনে
ঠিক রেখে হও সুকেন্দ্রিক । ২২ ।

উৰ্জ্জনাই যদি না থাকে
বৰ্দ্ধনাই তা'র কী ?
জ্ঞান-বিজ্ঞান যা'ই না থাকুক
* মৰ্ষা-ধরা ধী । ২৩ ।

জ্ঞানের কথা বললেই কিন্তু
বিজ্ঞতা কা'রো বাড়বে না,
বুঝিয়ে দেখিয়ে না দিলে কিন্তু
বাড়বে না তা'র বৰ্দ্ধনা । ২৪ ।

বিদ্যা যত জান বা না-জান
বাকী আছে ঢের,
শিক্ষার্থী রও সব সময়েই
ফাঁকি পাবে টের । ২৫ ।

শুধু পড়াতেই হয় নাকো পাঠ
হাতে-কলমে করা চাই,
হাতে-কলমে করবে যত
সত্তায়ও ফুটবে তেমনি তা'ই । ২৬ ।

বেদ প'ড়ে কী হবে রে তোর
বোধ যদি নাই জাগে ?
বেদের তত্ত্ব বাস্তবেতে
বিকাশে আন্ আগে । ২৭ ।

বোধ ও ভাবের ধৃতিবিকাশ
হয় যাহাতে যেমন ভাষায়,
সেই বিষয়ে বোধিদীপ্ত
শিক্ষাসেবী,—জেনো তথায় । ২৮ ।

---

* মৰ্ষা=নাশ, 'মরচে' অর্থ।

বিষয়ের অস্তিত্ব না-ই যদি রয়
কোথায় রাখবি লক্ষ্য ?
কোন্ নিশানায় লক্ষ্য রেখে
হবি রে তুই দক্ষ । ২৯ ।

শিক্ষা দেওয়া যা'দের নেশা
শিক্ষা করা যা'দের রীতি,
এমন যা'রা—প্রায়ই তা'দের
শিষ্ট থাকে ধৃতি-কৃতি । ৩০ ।

কর, বল, শোন তুমি
ভাব দিয়ে মন—
ঐ পথেতেই চলতে থাক
জানতে বিলক্ষণ,
ভাব ও বোধের সঙ্গতি যা'
সুধী পথে কর,
এমনি ক'রেই জ্ঞানবোধনায়
শিষ্টভাবে ধর । ৩১ ।

কর, বোঝ, জান যা'-কিছু
সঙ্গতিসার্থক রাগে—
নিষ্ঠানিবেশ নিয়ে সবই
রাখ সার্থক বাগে,
কোনটারই ছেড়ো না একটু
সৎ সিদ্ধির টানে,
উথলে উঠুক প্রজ্ঞা তোমার
উছল দীপ্ত প্রাণে । ৩২ ।

অনুশীলন কিছু করতে গেলেই
শিল্পীচোখে সবটি দেখ,
সব নিয়ে তা'র মানসবোধি,
মানসপটেই এঁকে রাখ,
তা'রপরে তা' শিখে-লিখে
বেশ ক'রে তা' পরখ ক'রো,
ফস্‌কে না যায় এমনভাবে
সেগুলি তোমার মাথায় ধ'রো । ৩৩ ।

কিসে কাহার মিলন হ'য়ে
উৎসৃজনা কেমন বয়—
শিষ্ট কিংবা অপকৃষ্ট !—
বুঝেসুঝে জানতে হয়,
বিদ্যা তোমার যেমনই থাকুক
নিটোলভাবে ঐটি জান,
দেখেবুঝে তেমনি ক'রে
তেমনি চল, তেমনি আন ;
জানার বহর কম যা'র যত
ভ্রান্তিও তা'র তেমনি আসে,
ভ্রান্তি-আঁধার ঘনিয়ে তা'দের
জীবনতম'য় তেমনি গ্রাসে । ৩৪ ।

ইষ্টনিষ্ঠা আবেগসিদ্ধ
ক্রিয়াদীপ্ত যতই হয়,
বোধিদীপ্ত সক্রিয়তায়
ইষ্টার্থও তা'র বেড়েই যায়,
ধৃতি-কৃতি তেমনি বাড়ে
তেমনি হয় তা'র বোধি উজান,

সংস্কৃতির দীপ্তি নিয়ে
তেমনি হয় তা'র বোধবিধান,
দীপ্ত কৃতি তৃপ্ত তালে
উছল চলে নিয়ত তা'য়,
বোধিসত্ত্বাও সাথে সাথে
অন্তরে তা'র উজান ধায় ।৩৫।

চরিত্র

ভাব হ'য়েও যা'রা ভাঙ্গে—
　　ব্যর্থতাতেই রঙে ।১।

নিষ্ঠাকৃতি দীপ্ত যেথায়
　　বাজে বকা কম,
এমনতর চলন যা'দের—
　　বাড়েই হৃদয়-দম ।২।

বিশ্বাসঘাতক বোধি যা'দের
　　নিষ্ঠায় ভাঙ্গন হয়ই তা'দের ।৩।

বিশ্বাসঘাতী প্রিয় যেজন
　　নরক কিন্তু ঐখানে,
ভাঁওতা দিয়ে আপদে ডাকে
　　ব্যথাও দেয় সে সব প্রাণে ।৪।

দুষ্ট যা'রা শিষ্ট নয়—
　　আপ্যায়নায় দক্ষ শুধু
　　　　সুষ্ঠু রূপে, গুণে নয় ।৫।

অকৃতজ্ঞ আর বিশ্বাসঘাতক—
　　তা'দের দুষ্ট জীবনধারা
করেই ক্ষুণ্ণ দুর্ব্বল সত্তায়,—
　　দুষ্টবোধি হয়ই তা'রা ।৬।

অল্পেই যা'রা চটে—
শিষ্টাচারী নয়কো তা'রা
সুষ্ঠু তো নয় বটে ।৭।

শাসনদীপ্ত চলন যা'দের
'শিষ্ট' খ্যাতি তা'রাই পায়,
শাসিত জীবন নিয়ে চলে
উচ্ছলাতে ধায়ই ধায় ।৮।

গুণে-জ্ঞানে দীপ্ত যা'রা
ব্যবহারে হয় সুষ্ঠু,
এমন লোকই বড় হ'য়ে থাকে
সত্তাও তেমনি পুষ্টু ।৯।

সুষ্ঠু যাহার জীবনসত্তা
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট যে,
দীপ্ত ব্যক্তি হয়ই সেজন
দৃপ্ত বাস্তব বিশ্বাসে ।১০।

ব্যর্থ যাহার প্রীতিদীপনা
নিষ্ঠাতে যা'র ব্যতিক্রম,
শিষ্ট নয়কো তেমন মানুষ
সুষ্ঠুও নয় তাহার দম ।১১।

নিষ্ঠাবিহীন, হৃদয় খাঁটি—
আর কিছু নয়, ধোঁকার টাটী ।১২।

নিষ্ঠাই যদি না থাকে তোর
না হোস্ যদি সৎকৃতী,

কেমন ক'রে বাড়বে ও-তোর
হৃদয়দ্যুতি আর ধৃতি ? ১৩।

সত্তাচর্য্যায় যা'রা গোঁড়া
সদ্‌দীপনী চলন যা'দের,
অসৎগুলি ছেঁটেছুটে
সতেই থাকে নিষ্ঠা তা'দের । ১৪।

সৎ-সিদ্ধ মানুষ যা'রা--
সাত্বত বৃদ্ধির উচ্ছলায়
বড় হ'য়ে স্বস্তি বিলায়,
চলেও তা'রা সেই ধারায় । ১৫।

উর্জ্জী নিষ্ঠা যা'দের থাকে—
তীব্রতা হয় জীবনের,
কৃতি প্রীতিদীপ্ত হ'য়ে
ধ্বংস করে অসতের । ১৬।

অসতে মানা শোনে না যেজন
দুষ্কৃতিতে নিষ্ঠা যা'র,
প্রজ্ঞাহারা হয়ই সেজন
দুঃখে সেজন হয় না পার । ১৭।

সুনিষ্ঠ নয়কো যে—
শিষ্ট কি হয় সে ?
মিথ্যা প্রীতির গা ঢাকা দিয়ে
ঠকিয়ে চলে সে । ১৮।

একনিষ্ঠ কৃতী যা'রা—
শিষ্ট সুষ্ঠু ব্যবহারে,
বীর্য্যে যা'রা দীপ্ত সৎ—
ভাগ্য পূজে ঠিক তা'দেরে ।১৯।

নিষ্ঠানিপুণ রাগে যা'রা
ইষ্টার্থে দীপ্ত হয়,
ধৃতিবোধও তা'দের কিন্তু
ক্রমেই বৃদ্ধি পায় ।২০।

নিষ্ঠানিপুণ নয়কো যেজন
ভ্রান্তি তাহার যায় কোথায় ?
ভ্রান্তিবিহ্বল হ'য়েই যে সে
বেতাল তালে দিন কাটায় ।২১।

মান-অপমান-দম্ভ-দর্প
টলাতে যখন পারবে না,—
নিষ্ঠানিপুণ কৃতিরাগও
ছাড়বে না তোমায় ছাড়বে না ।২২।

হৃদয়েতে নাইকো প্রীতি
ধৃতি কোথায় অন্তরে,
সঙ্কুচিত হৃদয় তা'দের
স্বার্থসত্তা কন্দরে ।২৩।

শিষ্টপথে যা'কে তুমি
যেমন ক'রে যা' করাও,
তেমনতরই তোমাকেও তুমি
ঐ পথেতেই তা'ই ধরাও ।২৪।

স্ব-এর ভাবেই স্বভাব আসে
উচ্ছলও হয় নিষ্ঠারাগে,
শক্তিও হয় তেমনতর
সত্তাও ফোটে তেমনি বাগে ।২৫।

চলন-বলন যেমনতর
বোধকৃতি নিয়ে,
তেমনতরই তুমি মানুষ
স্বভাব ও ভাব দিয়ে ।২৬।

কূটকচালী যা'রাই থাকে—
সোজা পথটি বাঁকায় টানে,
সৎস্বভাবের যা'রাই থাকে—
বাঁকা পথটি সোজায় আনে ।২৭।

কূটকচালী কলুষ যা'রা
তা'দের স্বভাব যেমনতর,
সেই স্বভাবেই বুঝে রাখিস্
তা'দের চলন তেমনি দড় ।২৮।

নিষ্ঠাবিহীন ভড়ং নিয়ে
সাধক চালে বেড়ায় যা'রা—
নিজে ঠকে, অন্যে ঠকায়,
দুঃখদশায় হয়ই সারা ।২৯।

বাহাদুরবাদী নিষ্ঠাবিহীন
যা'রাই হ'য়ে থাকে ভবে,
স্বভাব তা'দের উঠবে ফুটে
যেথায় তা'রা যেমন ভাবে ।৩০।

নিষ্ঠাই কিন্তু যোগের দীপ্তি
নিষ্ঠাই কিন্তু যোগের টান,
অস্খলিত নিষ্ঠা যাহার
থাকেই তাহার দীপ্ত প্রাণ ।৩১।

নিষ্ঠাই যদি থাকে তোমার
অন্তরেতে অটলভাবে,
চরিত্রেও সেটা উঠবে ফুটে
যেথায় যেমনভাবে যাবে ।৩২।

মদ্য-মৎস্য-মাংসেতে লোভ
অন্তরে যা'র নিষ্ঠা ভাঙ্গা,
কিংবা প্রবৃত্তি উছল যেথায়,—
ব্যতিক্রমেই জীবন রাঙা ।৩৩।

নিষ্ঠাভাঙ্গা হৃদয় যাহার
শিষ্ট চলন কোথায় তা'র ?
যেমনতর যা'ই না সাধুক,—
ব্যতিক্রমদুষ্ট জীবনদ্বার ।৩৪।

কাজ দিয়েই হয় নামের প্রতিষ্ঠা,
কৃতি যেমন নিষ্ঠা তেমন,
জীবনটা হয় তেমনি উছল
দীপন চরিত্র হবে যেমন ।৩৫।

কথা ও কাজে ফাঁকাফাঁকি
যেমনতর যতখানি,
বুঝে নিও তেমন জা'গায়
বিভেদ আছে ততখানি ।৩৬।

লোককে দেখে বুঝে নিও—
স্বার্থসেবী লোলুপ কেমন !
সেইটি দেখে বোধে এনো—
কেমন ধাত তা'র কেমন চলন ! ৩৭।

আত্মসেবাই প্রার্থনা যা'র
স্বার্থই যা'র অর্থ,
তা'রাই কিন্তু যেমনই হোক্—
ইষ্টনিষ্ঠায় ব্যর্থ । ৩৮।

অবৈধ স্বার্থের কারচুপিতে
বান্ধবতার স্থিতি যা'দের—
সর্ব্বনাশের লোলদৃষ্টি
অন্তরেতে সিদ্ধ তা'দের,
বুঝেসুঝে চলতে থেকো,
পিচ্ছিল প্রীতিতে প'ড়ো নাকো,
অবস্থা ও বোধের সঙ্গতি নিয়ে
দূরদৃষ্টি রেখো বজায়,
সেমনি ক'রেই চলতে থেকো
স্বস্তি-চলন যা'য় না হারায় । ৩৯।

অর্থলোভে করলে সেবা
সুনিয়মন হয় না তা'র,
ব্যর্থ হ'য়ে স্বার্থ তা'দের
পায় না শিষ্ট উপহার । ৪০।

অর্থলোভে যা'রাই ঘোরে—
লোকচর্য্যাহারা,
ব্যর্থ তা'দের ভাগ্যদেবী
হয় না সার্থক তা'রা,

ক্বতিও তা'দের তেমনতরই
বিক্বতি নিয়ে চলে,
অন্তরেরই অসৎ বৃত্তি
তেমনি তা'দের দলে । ৪১ ।

নেওয়াই যা'দের কাম্য চলন
দেওয়ায় কৃপণ হাত,
আপ্যায়নার ভাঁওতা সেথায়
প্রীতি তো বরবাদ । ৪২ ।

যা' হ'তে চাও—নিবিষ্ট হ'য়ে—
প্রীতি-আহরণে,—তাইতো বিভব,
ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগে
সেবার টানে আসেই সে-সব । ৪৩ ।

জাতপদবী ভাঁড়িয়ে যা'রা
শ্রেয়-জাতের ভাঁওতা করে,—
ভাগ্য তা'দের ভজনহারা
অপগতির ধৃতিই ধরে । ৪৪ ।

এক বংশে জন্ম নিয়ে
অন্য নামে ভাঁড়িয়ে চলে,
তা'দের সত্তার শিষ্ট চলন
দুর্ভাগ্যেতেই পড়ে ঢ'লে ;
লোকসমাজ আর ভগবানের
শিষ্ট দানটি যা'রা হারায়,—
সাত্বত যা' উদ্দীপনা
ভাগ্য হ'তে তা'রাই তাড়ায় । ৪৫ ।

ব্যতিক্রমে দুষ্ট হ'লে
পুষ্টি পায় না জীবনদ্যুতি,
অসীম সম্পদ্ থাকলেও তা'র
অন্তরে রয় দুষ্ট মতি,
তা'দের হাতে জল খেলেও
ভাঙ্গে নিষ্ঠা-সংহতি,
ব্যর্থ করে জীবনদ্যোতন
অন্তরে বাড়ে দুষ্ট গতি । ৪৬ ।

দেবমানব তা'রাই জানিস্
সদ্দ্যুতি যা'র জীবনে রয়,
ভালমন্দ হোক না যাহাই—
ভালর পথেই তা'কে বয় ;
ইষ্টার্থে যা' শিষ্ট তাহাই
ভাল ব'লে ঠিক জানিস্,
ইষ্টার্থে যা' অপকৃষ্ট
মন্দ ব'লে তা'য় মানিস্ । ৪৭ ।

সদ্গুরুতে নিষ্ঠা ভেঙ্গে
অকৃতজ্ঞ যা'রাই হয়,
যতই বড় হোক না তা'রা
ক্রমে-ক্রমে পায়ই ক্ষয়,
অকৃতজ্ঞের সংস্পর্শ
নয়কো ভাল কিছুতেই,
নষ্ট করে ব্যক্তিত্বটা
সাত্বত চলায় রয় না খেই । ৪৮ ।

আচার্য্যপ্রাণ যা'রাই, তা'রা
চর্য্যাবিশারদ হয়ই হয়,
ধৃতি-কৃতি তা'দের জেনো
পায়ে-পায়ে গাহে জয়,
কর্ম্ম তা'দের ধৃতিপোষা
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে রয়,
কৃতিচর্য্যায় স্বাভাবিকই
স্খলনদুষ্ট নয়ই নয় । ৪৯ ।

শিষ্টনিপুণ সদ্‌বোধনায়
এমন যদি কেউ থাকে,
ব্যাভারের টোকায় বুঝে নিও—
অন্তরে কী তা'র জাগে !
তা'ও যদি তুমি শুভই দেখ
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে ;
কর্ম্মভারও তেমান দিও
সুষ্ঠু কর্ম্ম যা'য় জাগে । ৫০ ।

বীর্য্য যাহার শৌর্য্যসম
প্রীতি নিয়ে চলৎশীল,
ধৃতি যাহার ব্যক্তিত্বতে
উছল চলে অনাবিল,
কৃটচলনটি উদ্দীপনায়
শ্রেয়দীপী উচ্ছলায়,—
ঐ তো মানুষ, পরম মানুষ
হৃদয় তাহার সৎচলায় । ৫১ ।

কৃতিদীপ্ত উর্জ্জনা যা'র
অন্তরেতে সহজ বয়,

শিষ্টদীপী নিষ্ঠা যা'দের
স্বস্তিচলায় ব'য়েই যায়,
একনিষ্ঠ হ'য়ে যা'রা
সেবাকৃতির ধৃতি ধরে,
চলনবলন তেমনিতর
ইষ্টপথে গতি করে,
স্বার্থ যাহার ইষ্টার্থটি
উজান বেগে চলৎশীল,
এমনতর স্বভাব যাহার—
উজিয়ে চলায় নয় শিথিল । ৫২ ।

যে-পল্লীতে বাস করে যা'রা
নিষ্ঠানিপুণ অনুকম্পায়,
পল্লীবাসীর খোঁজখবরে
চর্য্যা ক'রে তৃপ্তি পায়,
এমনতর যা'রাই থাকে
দরদদীপ্ত হৃদয়বান্—
অন্যের চর্য্যা ক'রে নিজে
উন্নতিতে রাখে প্রাণ,
লোকচর্য্যা—মহাতীর্থ,
অনুকম্পী পরিক্রমায়
সেবাদীপ্ত হৃদয় নিয়ে
শিষ্ট পথে তা'রাই ধায় । ৫৩ ।

বল-বিস্তার-বোধির-উন্নতিতে
অস্খলিত তোমার যে-জন,
সেই তো তোমার আপনার লোক
সিদ্ধ তাহার শুভ ভজন,
ব্যক্তিত্ব যা'র অমনি গড়া
নিয়মনী উচ্ছলাতে—

নেহাৎ আপন সেই তো তোমার
সেই তো শ্রেয় ধরিত্রীতে,
বিশাল হ'য়ে সেই তো শুভ
শুভই তো তা'র অবদান,
সুনিষ্ঠ হ'য়ে ধরলে তা'কে
তেমনি হবে তোমার প্রাণ,
সুষ্ঠু দিব্য শিষ্ট সে-জন
সহজ হ'য়েও দিব্য তাপস,
সৎই তাহার অভিদীপনা
সৎ জীবনই তাহার মানস। ৫৪।

খিন্ন যা'দের নিষ্ঠাধারা
একনিষ্ঠ হয়ই কম,
লোভের টোকা একটু পেলেই
ভাঙ্গেই তা'দের সত্তাদম,
বস্তুকে সে বিচার ক'রে
নিতে পারে না শিষ্ট যা',
যেদিকে বাঁকে সেইটি ধরে—
এমনি তা'দের বিকলতা,
আজকে যেটা ভাল হ'ল
অবস্থায় প'ড়ে মন্দ তা',
শুদ্ধধারা নয়কো তা'রা
খিন্ন তা'দের সততা। ৫৫।

বিরোধ-কৃতি রয় যাহাতে
যতই শিষ্ট হোক্ তা'রা,
শিষ্টত্বে তা'র নষ্টামি রয়
সঙ্গীতি নাই বুকভরা। ৫৬।

শিষ্য-ছাত্র যেই হোক্-না
নিষ্ঠা পরখ ক'রে দেখিস,
মাঝে-মাঝে এমন ক'রে
তালিম কেমন বুঝে রাখিস্ ;
আত্মম্ভরি অভিমানে
তা'দের নিষ্ঠা হয় না পাকা,
অন্তরেরই অভিমানে
অনেক কিছু রয়ই ঢাকা ;
ভালমন্দ সব নিয়ে যে
ইষ্টকেই তো ভালবাসে—
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
সে-ই থাকে আত্মবশে ;
শুধু সোহাগে হয় না প্রীতি
দোষদুষ্ট থাকলে হৃদয়,
সওয়া-বওয়ার নিষ্ঠা নিয়ে
অনেক রিপু করেই সে জয় । ৫৭ ।

নিন্দা-কুৎসা যা'ই কর না—
সুনিষ্ঠদের নাইকো ভয়,
শিষ্ট চলায় চ'লেই থাকে
ক্ষতিপথেও হয়ই জয়,
জীবনস্রোতটি এমনি দড়
কৃতিদীপ্ত সদাই রয়,
অসাধ্যও সে সাধ্যে আনে
সদ্দীপনী ঘোষে জয়,
বোধিবিবেকে এমনি দড়
কুৎসিত চিন্তায় দেয় না স্থান,
অমোঘ তাহার জীবনগতি
অমোঘ তাহার প্রাণের টান,

কুৎসিত যা' তা'ও বুঝে-জেনে
নিরোধ করে তা' যেমন,
অসৎ-নিরোধে তেমনি করে
পরাক্রমেও অনমন,
কৃতিই তাহার প্রীতিপ্রবণ
উচ্ছলায় সে ধায়ই ধায়,
ব্যাপ্তি আসে ক্রমে-ক্রমে
দুনিয়াই ক্রমে ছেয়ে যায় । ৫৮ ।

অস্খলিত নয় যা'র নিষ্ঠা—
বিশ্বস্ত তা'র নয়কো তপ,
বিশ্বস্ত তা'র নয়কো পূজা
বিশ্বস্ত নয় তাহার জপ,
স্বার্থসেবায় করে পূজা
ইষ্টকে দেয় কেবল ঘুষ,
সাধাই তাহার হয় না কখন
বিকৃতই তা'র থাকে হুঁশ,
ঠগ্‌বাজিই তা'র ভদ্র আচার
নাইকো নিষ্ঠার সার্থকতা,
আত্মাভিমানী তাহার স্বভাব
বিকৃতই তা'র হয় সততা,
সাজেগোজে ভদ্র থাকলেও
চালচলনে নয়কো তা',
চোরা চালাকি সর্ব্বস্ব তা'র
ভাণদুষ্ট সততা,
স্খলনভরা চালচলন তা'র
একটুতেই সে বেশী বলে,
স্বার্থ ছাড়া নাইকো ন্যায়
বিকৃতি চলে নানা ছলে ;

দু'টি পয়সা করলেও দান
দাবী তাহার কিনে ফেলা,
ব্যতিক্রম একটু হ'লে যে তা'র
ভঙ্গুর নিষ্ঠায় হেলাফেলা ;
হীনম্মন্য চৌর্য্যবৃত্তি
লুকিয়ে শুধু অকাম করা,—
তা'তে কিন্তু কায়েম থাকার
নিষ্ঠা তা'দের কঠোর কড়া ;
ঈশ্বরেরই ভয় দেখিয়ে
করে অসৎ যেমন পারে,
ইষ্টার্থেরই ভাঁওতা নিয়ে
ইষ্ট-অর্ঘ্য চুরি করে । ৫৯ ।

আত্মনিয়ন্ত্রণ

ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট থেকো—
আত্মনিয়ন্ত্রণে তৎপর,
শিষ্ট সুষ্ঠু চরিত্র রেখো
লোকচর্য্যায় দিয়ে ভর । ১ ।

ইষ্টশাসনে শাসিত হ'য়ে
বিহিত চলায় চলতে থাক,
দেখবে—আশিস্ আসবে নেমে
না-পারায় নাকাল হবে নাকো । ২ ।

নিষ্ঠা যদি জাগে তোমার
কৃতির হোমযাগে,
আত্মনিয়মন ক্রমেই জাগে
সুষ্ঠু দীপক রাগে । ৩ ।

বোধিদীপ্ত রঞ্জনাটি
ধৃতিপথে নিয়ন্ত্রণ
করবে যেমন বিহিতভাবে,—
পাবেও তেমনি তা'র বরণ । ৪ ।

ব্যভিচারকে সদাচারে
করলে নিয়ন্ত্রণ,
ভাবশুদ্ধ কৃতির হবে
শুভ সম্বর্দ্ধন । ৫ ।

অলস বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে
ধর শুভ কর্ম্ম,
নিষ্ঠাভক্তি-উর্জ্জনাতে
সাধ' শুভ ধর্ম্ম । ৬ ।

হওন-চলন বিহিত হ'লেই
বিভবও হয় তেমনি,
লোকহৃদয়ে তৃপ্তি-উছল
ধৃতিও ওঠে সেমনি । ৭ ।

একই ধাঁচে জীবনস্রোতটি
বয় না কা'রো কোনকালে,
গড়াপেটা যেমনতর
চলনও তা'র তেমনি তালে । ৮ ।

গড়াপেটার শিষ্ট তালে
যাহার যেমন গঠনদ্যুতি,
সাধ্যও তাহার তেমনতর
সাধনায়ও তা'র তেমনি রতি । ৯ ।

বোধকে বাড়াও বিশাল ক'রে
শিষ্ট-নিপুণ দর্শনে,
কুবোধগুলি তাড়িয়ে দাও
আত্মশাসনী উর্জ্জনে । ১০ ।

উন্নতি কি হওয়া সোজা ?
উন্নতে নত না হও যদি—
হামবড়াইয়ের অধিকৃতি
ফাঁকিই দেবে নিরবধি । ১১ ।

দীপন লেখা তৃপণ-তালে
ইষ্টার্থে ক'রো সমাহিত,
চিন্তাচলন অনুরাগে
অমনি ক'রো নিয়ন্ত্রিত । ১২ ।

মান-অভিমান খতম ক'রে
খতম ক'রে প্রতিষ্ঠারাগ
ইষ্টার্থে যদি সুনিষ্ঠ হোস্‌—
দেবতাও মানবে তোদের বাগ । ১৩ ।

যতই রুষ্ট হও না তুমি
বাসবেই ভাল তাঁকে,
চলার পথে দোষ যা' দেখ—
শুদ্ধ হও তাঁ'য় দেখে । ১৪ ।

তোমার চোখের নিরীখ দিয়ে
ভেতর ও বা'রটি দেখে তোমার,
বিনায়িত ক'রে চ'লো
আত্মদর্শনে রেখে সুতার,
তেমনি ক'রে চ'লো-ফিরো
অশিষ্টকে শিষ্ট ক'রে,—
শিষ্টসেবী যা'-কিছু সব
অস্তিত্বকে রেখে ধ'রে । ১৫ ।

শিষ্ট পথে চলতে গেলেই
নিজেকে শাসন কর আগে,
বি-সিদ্ধ হও ব্যবহারে
বিধায়নার সুপ্রয়োগে ;

বিহিত সিদ্ধ হ'তে হ'লেই
নিজেকে শুদ্ধ করাই প্রধান,
বিহিত কৃতির সৎ-উপাদান
শুদ্ধ ক'রে তোলে আধান ;
নিজের আধান শুদ্ধ না হ'লে
সত্তাশুদ্ধি হয় কি কভু ?
শুদ্ধ সত্তায় জাগেই জেনো
সব সত্তারই দীপ্ত বিভু । ১৬ ।

ইষ্টপূজা ক'রতিস্ যদি
প্রাণে-প্রাণে ডাক ছেড়ে—
স্বভাব তেমনি উঠত ফুটে
উন্নতিটাও উঠত বেড়ে,
আচার-ব্যাভার, চালচলন সব
ইষ্টার্থে তুই করিস্ যা'—
স্বভাবটিও তেমনি হবে
কৃতিপথেও ফুটবে তা',
বোধবিবেকের নিয়মনা
উঠবে ক্রমেই দক্ষ হ'য়ে,
ইষ্টপূজায় রাখলে রে মন
বাড়বে সু-বোধ ক্রমে বিনিয়ে । ১৭ ।

আরম্ভ যা' করবি সে-সব
ধীরে ধীরে করতে থাক্,
ক্রমে-ক্রমে আবেগ বাড়া
ক্রমে সেটি দীপ্ত রাখ্,
এমনি ক'রে ক্রম বাড়িয়ে
দীপ্ত ধৃতির আবেগ বাড়া,
ঐ আবেগের বিনায়নে
উছল করিস্ কৃতিধারা,

যেখানে যেমন প্রয়োজন হয়
বিবেচনায় করিস্ তেমন,
বিশিষ্টতায় শিষ্ট হ'য়ে
রাখিস্ ধৃতি, রাখিস্ চলন ;
এগিয়ে চল্ এমনি—নিয়ে
নিষ্ঠাধৃতির কৃতিরাগ,
শক্তি আসুক, বীর্য্য আসুক,
ফুটে উঠুক প্রীতিরাগ,
এমনি ক'রে তালে-তালে
ক্রমে বেড়ে উছল হ',
স্বস্তিদীপা তৃপ্তি নিয়ে
সব রকমে শিষ্ট র' ;
উচ্ছলতার কৃতি-আবেগ
যেথায় যেমন বাড়িয়ে দিবি,—
সহন-পোষণরাগে তা'কে
আয়ত্তশীল ক'রে নিবি,
বিনয়টাকে সেধেসুধে
চরিত্রেরই ঊর্জ্জনায়
শিষ্ট সুষ্ঠু ধৃতি নিয়ে
ওঠ্ না ওরে ! পরিচর্য্যায়,
ধৃতি বাড়ুক, স্থিতি বাড়ুক,
বাড়ুক বিক্রম, বাড়ুক জয়,
তৃপ্তিপোষা হৃদয়টানে
জয় করবি সব হৃদয়,
মানুষ হ' রে, মানুষ হ' রে,
দেবপ্রভ হ'য়ে ওঠ্,
দ্যুতি নিয়ে কৃতি-সহ
ধৃতিদীপ্ত হ'য়ে ফোট্ । ১৮ ।

জীবনবাদ

গ্রহণ করলি যা'কে—
জীবনযাগের অর্চ্চনাতে
সেই যেন তোর জাগে । ১ ।

ধরার জাঙ্গাল ভাঙ্গবে যত—
স্থিতি র'বে না, ভেঙ্গে যাবে,
শিষ্ট নেশায় সুষ্ঠুভাবে
করলে চললে তা'কে পাবে । ২ ।

ইষ্টনিষ্ঠ মতিগতি
সদ্‌দীপনীই হয়,
নিষ্ঠা ভেঙ্গে গেলে তাহার
এনেই থাকে ক্ষয় । ৩ ।

ইষ্টনিষ্ঠা দীপ্ত নয় যা'র
যাজনদীপ্ত হয় কি সে ?
প্রীতি তাহার মন্থর চলে
স্ফোটন-জীবন পায় কি সে ? ৪ ।

স্ফোটন যা'-সব ফুটন্ত থাক্
গন্ধে-বরণে-গানে,
দীপালী যা'-সব দীপ্ত রহুক্
নিষ্ঠা-বিদ্যমানে । ৫ ।

যেমনে যা' করবে গ্রহণ
বহন ক'রে নিষ্ঠারথে,
রঞ্জিতও হয় জীবন তেমন
শক্তও হয় তেমনি তা'তে । ৬ ।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ যেমন যা'র
কৃতি যেমন সেবামুখর,
প্রীতিও হ'লে স্খালনহারা
হয় কি সেজন ধূলিধূসর ? ৭ ।

যেমন রাগেই রোখ থাকুক না
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হ',
অটুট গতির তৃপ্ত নেশায়
কৃতির পথে চালু র' । ৮ ।

বোধবিবেকী ইষ্টসেবা
শিষ্ট সুষ্ঠু মন—
এমন লোকের রুদ্ধ কি হয়
উন্নতি কখন ? ৯ ।

একনিষ্ঠ ইষ্টসেবায়
যেমন মেতে রইবি রে,
বোধবিচার আর তর্পণেতে
তেমনি কৃতী হবিই রে । ১০ ।

অটুটভাবে থাকবি লেগে
ইষ্টার্থটি নিয়ে,
এই চলনেই উঠবি বেড়ে
নিটোল নিষ্ঠা নিয়ে । ১১ ।

ইষ্টার্থেতে শিষ্ট হ'য়ে
সুষ্ঠুপথে চলতে থাক্,
কৃতির রাশটি তেমনি টেনে
বাঁচিয়ে রাখিস্ চলনরাগ,
চলনরাগটি যেমনতর
বলনও হ'লে তেমনি,
উঠবি ফুটে তুই দুনিয়ায়
জলুসও তোর সেমনি ।১২।

যে ভাবে তোর যা' সঙ্গতি—
নিষ্ঠানিবেশ থাকলে তা'য়,
জীবন-চলন তেমনি চলে—
ভাল কিংবা মন্দে ধায় ।১৩।

মন্দ যা'-সব ত্যাগ ক'রে তুই
ইষ্টার্থকে আগলে ধর্,
খাড়াপথে সরাসরি
জীবনসর্ব্বস্ব ইষ্টে কর্ ।১৪।

নিষ্ঠানিপুণ ইষ্টরাগই
জীবনটারই শিষ্ট দাঁড়া—
অস্খলিত অটুট হ'লে
বইতে পারে বহুৎ ভারা ।১৫।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা
কৃতিরাগের উর্জ্জনা—
আনেই প্রাণে শুভ দীপ্তি
সন্দীপনী বর্দ্ধনা ।১৬।

তেজোদীপ্ত অন্তরেতে
থাকে যদি দীপ্ত উছল,
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা
থাকলে হৃদয়ে নিয়ে বল,
কৃতিদীপ্ত হয় যদি সে
নিয়ে দীপ্ত বোধিবল,—
উন্নতি তা'র উছল হ'য়ে
থাকেই চলতে অবিরল । ১৭ ।

ইষ্টনিষ্ঠার দীপক রাগে
চল্ ওরে তুই চল্‌রে চল্,
শক্তি আসুক, ভক্তি আসুক,
অন্তরে হোক্ দীপ্ত বল । ১৮ ।

ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট থেকে
লোকের পূজা ক'রে চল্,
বাড়বে শক্তি, বাড়বে ভক্তি,
পাবি জীবনে বহুৎ বল । ১৯ ।

ভজনপূজাই লোকের পূজা,—
জীবন যেমন ক'রছে খেলা
সেই হিসাবেই চলতে থাক্ তুই,
সত্তাটি তোর ছড়িয়ে ফেলা । ২০ ।

প্রীতিসহ লোকচর্য্যা
তৃপ্তিভরে করবি যত,
শিষ্ট সুষ্ঠু উদ্দীপনা
তোকে পূজা ক'রবে তত ;

উজ্জীতেজা হ'য়ে ও-তুই
রুখিস্ কিন্তু সব আপদ্,
ভয়েই যেন শুকিয়ে চলে
যেথায় যেমন থাক্-না বিপদ্ । ২১ ।

ভক্তিদীপ্ত আপ্যায়নায়
কৃতিদীপ্ত জীবন তোর—
এই-ই কিন্তু অর্থ সবার
ব্যর্থতায় হয় কমই ভোর । ২২ ।

স্খলনহারা নিষ্ঠা যেথায়,
উজ্জী ভক্তির বসবাস
দৃপ্ত যেথায়, রয় সেখানে
স্বস্তিদীপন প্রাণোচ্ছ্বাস । ২৩ ।

নিষ্ঠারাগের শিষ্ট নেশায়
যা'তেই তোমার সংস্থিতি,
তা'কে ধ'রেই চলতে থাক
আসবে তা'তেই প্রতীতি । ২৪ ।

যা'তে তুমি বেঁচে আছ
তা' তো তোমার অন্তরে,
নিষ্ঠারাগে ক'রে দেখ
সেইতো হৃদয়-কন্দরে ;
ধর, কর, চল, তুমি
দীপনরাগের উৎসবে,
করার পথে এগিয়ে চল
ক্রমেই বুঝবে সে-সবে । ২৫ ।

যেমন তোমার মানসগতি
যেমনই হো'ক্ চলনচাল,
নিষ্ঠানিপুণ শিষ্টতালে
ধ'রে চল জীবনহাল,
চলন যেমন শিষ্ট হবে
সুষ্ঠু হবে ব্যবহার,
অন্তরেতে তৃপ্তি পাবে
তৃপ্ত হবে পরিবার ;
হালী কিন্তু মাঝিকেই কয়
যে করে নৌকা নিয়ন্ত্রণ,
নিষ্ঠারাগে লেগে থেকো
হালীর চালে ধ'রে মন । ২৬ ।

জীবনপথের একটি দাঁড়া—
যে-আচার্য্য উজান ধায়,
সেইতো মোদের জীবনমেরু
রাখেও সেমনি সংদীপনায় । ২৭ ।

রুপেয়া কী নোকরী করনা চাহো তো
যাও, চলো বাজার,
জীবন কী খিদমত করনা চাহো তো
চলা যাও গুরুকা ধার । ২৮ ।

চোর-ডাকাত-লম্পট-ছিনাল
দুষ্ট চরিত্র যতই হোক—
ইষ্টার্থকে আগলে নিয়ে
নিষ্ঠানিপুণ হ'য়ে
অস্খলিত হ'লেই জানিস্
বাড়েই সত্তাঝোঁক,

লোকসেবা, শ্রীদীপনা—
ভাবদীপ্ত প্রাণে
উঠবে ফুটে ক্রমে-ক্রমে
নিষ্ঠানিপুণ টানে । ২৯ ।

নিষ্ঠানিপুণ বীর্য্যতপা
হ' আগে তুই হ',
সবাইকে দুই বীর্য্যতপে
সিদ্ধ ক'রে ব' । ৩০ ।

রোগসংস্থিতি ক'মবে অনেক
নিষ্ঠানিপুণ সু-আচারে,—
বিহিতভাবে দেখো বুঝে
বাস্তবতার সুবিচারে । ৩১ ।

বল ব্যক্তিত্বে উপ্‌চে উঠুক
কলকৌশলও তেমনি,
বোধি বিহিতভাবে জাগুক—
নিখুঁতভাবে সেমনি । ৩২ ।

যে-বৈশিষ্ট্যে জন্ম তোমার
উর্জ্জনা যা'র সত্তায় ধায়,
শিষ্ট শোভন সেইটি কিন্তু
ব্যক্তিত্ব যা'র মূর্ত্তি পায় । ৩৩ ।

অভ্যেস যেটা ক'রবি ও-তুই
নিষ্ঠানিপুণ আবেগ-প্রাণে,
ব্যক্তিত্বটা ফুটবে তা'তেই
সজাগ থেকে প্রণিধানে । ৩৪ ।

ব্যক্তিত্ব তোর অটুট হ'য়ে
নিষ্ঠানিপুণ ধৃতিরাগে
আনুক বিহিত তাৎপর্য্যটি—
যা'তে সবার হৃদয় জাগে । ৩৫ ।

যে যাহাতে তৃপ্তি পায়
তা'কেই নিয়ে চলতে থাকে,
তোমার-আমার ব্যক্তিত্বটাও
তৃপ্তিটানেই ধ'রে থাকে । ৩৬ ।

রেতঃসত্তার গুণ ও গতি
মূর্ত্ত করে সত্তাটিকে,
উছল করে ব্যক্তিত্বটা
বিহিত রকম তাকে-তুকে । ৩৭ ।

রেতঃসত্তা সুষ্ঠু যা'দের
শিষ্টসুন্দর তপভরা,
ব্যক্তিত্বও রয় তাহাদের
তেমনতরই বোধে ভরা । ৩৮ ।

একনিষ্ঠ অনুরাগই
স্ফূর্তিভরা উদ্যমে
ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তোলে—
দীপক রাগে সুক্রমে । ৩৯ ।

চলন-বলন-করণ যেমন
ব্যক্তিত্বও গজায় সেই তাকে—
নিষ্ঠানিপুণ রাগের টানে
উচ্ছল ক'রে বিশেষ পাকে । ৪০ ।

ব্যক্তিত্বের উদাত্ত উর্জ্জনা
প্রাণের প্রতিষ্ঠা করি'
উঠুক গর্জ্জিয়া,
তন্দ্রাতুর সান্ধ্য গতি—
যেখানে যা' আছে
স্তব্ধ হোক্
অলস বর্জ্জিয়া । ৪১ ।

সেবাসৌকর্য্য—নিষ্ঠানিপুণ
হ'য়ে থাকুক অন্তরে,
স্বস্তিদীপা নিষ্ঠা ও-তোর
জ্বলুক হৃদয়-কন্দরে,—
জীবনবৃদ্ধির সিদ্ধি নিয়ে
ব্যক্তিত্বতে হোক উদয়,
ভাঙ্গাগড়ার বিনায়নে
গজিয়ে উঠুক সু-সমুদয় । ৪২ ।

অন্তর তোমার প্রস্তুত রেখো
ইষ্টবিভব-উপচয়ে,
মানসনিশান ঠিক রেখে চল
উর্জ্জী কৃতির উচ্ছ্রয়ে । ৪৩ ।

গ'র্জ্জে উঠুক হৃদয় তোমার
ভক্তিভরা অন্তর নিয়ে,
উথলে উঠুক দীপ্তি কৃতির
শিষ্ট প্রাঞ্জল হৃদয় দিয়ে । ৪৪ ।

জীবনদীপী গর্জ্জনে তোর
বিশ্ব ফুটে নেচে উঠুক,

জীবনদীপ্ত উৎসেচনায়
কৃতিপথে বোধি জাগুক ।৪৫।

জীবনযাগের যজ্ঞ নিয়ে
কৃতিপথে উঠে দাঁড়া,
স্খলনবিহীন নিষ্ঠাকৃতি
হোক্ রে ও-তোর জীবনদাঁড়া ।৪৬।

জীবনদাঁড়ার লক্ষণই জেনো—
শিষ্ট কৃতিপথে চলা,
নয়তো ব্যর্থ চলন-বলন
শারীর-দ্যুতি নয় উছলা ।৪৭।

নিষ্ঠানিপুণ বোধবিচারে
যেমন ও-তুই চলবি চ'লে,
শরীরদীপ্তি উঠবে বেড়ে
কৃতিবোধও জাগবে বলে ।৪৮।

শুভ মানেই শুভ্রতেজাঃ
তোমার শরীর-মন,
তৃপ্তিভরা ধৃতি-কৃতি
ব্যর্থ নয় কখন ।৪৯।

শুভ যখন নন্দনাতে
ফোটে সত্তায় দিন-দিন,
ফুটন্ত হয় কৃতিপথে—
সে কি কভু হয় হীন ? ৫০।

যা'ই কেন তুই বলিস্ নাকো
যা'ই কেন তুই ভাবিস্ না,
শুভ জীবনের যা'তে হয়
তা' ছাড়া তুই করিস্ না । ৫১ ।

সত্তা যা'তে শুভে বাড়ে
স্রোতল ধারায় চলে সে,
হৃষ্ট হ'য়ে শিষ্ট চলায়
ডরায় নাকো তরাসে,
দূরদৃষ্টির নিশানা যা'তে
বিহিতভাবে দেখতে পার,
তেমনি ক'রে চ'লো তুমি—
ঐ পথটি তেমনি ধ'রো । ৫২ ।

ইষ্টনেশায় দীপ্ত যে-জন
তৃপ্ত হৃদয় যা'র,
ঐশী লক্ষ্মী সুনন্দনায়
করেই পালন তা'র । ৫৩ ।

পালনে পতিত হও যদি তুমি
সত্তাও র'বে না শিষ্ট,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে ঠিক জেনো
জীবন তো হবে ধৃষ্ট । ৫৪ ।

প্রাণন-আবেগ শিষ্ট বেগে
সঙ্গতিরই চাহিদায়—
সংহত সে হয়ই কিন্তু
দীপন তৃপ্তির মহড়ায় । ৫৫ ।

তৃপ্ত তোমার প্রাণ—
কৃতিযোগে যখনই হও
উচ্ছল ধীমান্,
প্রীতির আবেগ নিয়ে যখন
চ'লছ উদ্দাম—
আবেগভরা উচ্ছলতায়
তৃপ্ত অবিরাম ।৫৬।

ম্রিয়ল প্রাণে দীপ্তি কোথায় ?—
নিথর হ'য়ে উবেই যায়,
প্রাণদ্যুতি ম্রিয়ল যে তা'র
তৃপ্তি-অবশ হ'য়েই রয় ।৫৭।

প্রাণপুষ্টির বিহিত যা'-সব
শিষ্টাচারে যা' কর,
তাইতে তোমার বৃদ্ধি আনে
তা'তেই সত্তা সুদৃঢ় ।৫৮।

পাথরগুলিও প্রাণী কিন্তু
মাটি-জলেরও আছে প্রাণ,
সত্তা তা'দের বজায় যা'তে
তাই-ই কিন্তু ঈশের দান ।৫৯।

যেখানে যেমন বিধি লাগে
চৌকষভাবে বুঝে নাও,
বুঝে নিয়ে সেই পথেতে
সত্তারাগে প্রাণ ফোটাও ।৬০।

যেমনতর সত্তা তোমার
যেমনতর সাধ্য হবে,
ভালমন্দ সেই পথেতে
সত্তায় তোমার এগিয়ে র'বে ।৬১।

অসীম পথের যাত্রী তুমি
অসীম তোমার হৃদয়রাগ,
হৃদয়ভরা উচ্ছলতায়
জাগুক তোমার সত্তাযাগ ।৬২।

সত্তাচর্য্যা উড়িয়ে দিয়ে
নিজ আয়ত্তে থাকতে সাধ—
তখনই তো জেগে ওঠে
সত্তার সাথে বিসংবাদ ।৬৩।

শিষ্ট সুষ্ঠু তালে যদি
থাকেই তোমার হৃদয়খান,
স্বতঃই ফুটে উঠবে তোমার
সত্তাদীপ্ত গুণগান ।৬৪।

সত্তাটা য্যা'র বাঁচাবাড়ায়
সংস্থিতি লাভ করে,
দক্ষতাবোধ তেমনি তাহার
অন্তরে রহে জুড়ে ।৬৫।

জীবনপাপে জাগিয়ে দিয়ে
পুণ্য কি তা'য় এসে থাকে ?—
জড়িয়ে তা'কে নিয়ে থাকে
নিঃশেষেরই বেভুল পাকে ।৬৬।

যে-জীবনটা যেমন চলায়
খর্ব্ব হ'য়ে নাশ পায়,
তেমনি চলার তৎপরতায়
বিপদ্ও আসে পায়-পায় ।৬৭।

সবার চেয়ে বড় জানিস্
মৃত্যু নিরোধ ক'রতে পারা,
সুরলোক যে-তপে তোয়
প্রীতিকৃতিত্ দেয়ই সাড়া ।৬৮।

জীবনরঙে রঙিয়ে দে তোর
সত্তার নবীন ঊষা,
অমনি ক'রেই বাড়ুক জীবন
ধ'রে দীপ্ত ভূষা * ।৬৯।

শোধন কর্ তোর বোধনদীপ্তি
অস্খলিত ক'রে,
গ'র্জ্জে উঠুক জীবন ও-তোর
মিষ্টি মহান্ সুরে ।৭০।

জীবনের দিন ফুরিয়েই আসে
ক্লিষ্ট বর্ত্তন হয়ই তা'র,
যদি পার দেখ না ক'রে
উচ্ছলে তা'য় ক'রতে উদ্ধার ।৭১।

---

* ভূষা=ভূষণ, সজ্জা।

স্ব-এর অর্থ স্বার্থ কিন্তু
 স্ব-কেই ব্যাপ্ত ক'রে চল্,
স্ব-কে যদি ক্ষুদ্র করিস্
 ক্ষুদ্রই হবে জীবনবল ।৭২।

জীবন ও শক্তি দুই-ই বাড়া—
 অটুট দীপ্তি যদি চাস্,
বোধবিকাশের দূরদৃষ্টি
 বাজিয়ে—অমনি কৃতিতে ধাস্ ।৭৩।

প্রাণনশক্তি যেথায় যেমন,—
 তীব্রতেজা দ্যুতি নিয়ে
বোধবিকাশে উছল চলে—
 চলার পথটি দেখিয়ে দিয়ে ।৭৪।

জীবনপথে রঙিল হাওয়া
 বেছেগুছে তা'ই ধরিস্,
মঙ্গলপ্রসূ যা' যেখানে
 তা'তেই স্থিতি লাভ করিস্ ।৭৫।

স্বস্তি পাবে তুমিও কিন্তু
 বৃদ্ধি আসবে তোমারও ঠাঁই—
ব্যতিক্রমটি রয় না যেথায়
 দুষ্য চলন যেথায় নাই ।৭৬।

স্বস্তিটাকে সুষ্ঠু ক'রে
 অস্তিত্বটার বাড়া বল,
মিথ্যাদীপক বুঝ নিয়ে তুই
 সত্তায় কেন ক'রবি ছল,

তা'র মানেই কিন্তু মিথ্যা বুঝ,
ছলই আনে মিথ্যা কৃতি,
ছলই করে জীবনপথে
অজচ্ছল ঐ মিথ্যা ধৃতি,
আত্মরক্ষার যে-যে কসরৎ
হবিই তা'তে এস্তামাল,
আপন বা অন্য যে যেথা রয়—
সুধী করিস্ চলনতাল । ৭৭ ।

খাওয়া-দাওয়া চলা-ভাবার
কৃতিদীপ্ত উর্জ্জনায়
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
সত্তাকে আন্ বর্দ্ধনায়,
ইষ্টনিষ্ঠা অন্তর-হোম—
যেটা ক'রে চলতে হবে,
সম্বর্দ্ধনী উচ্ছলতায়
সেটা নিয়েই জীবন ব'বে,
বুঝে-সুঝে অমনি চ'লে
তেমনিতর সাম্যদোলায়
চলতে থাক্ তুই সুষ্ঠু হ'য়ে—
তেমনতরই সুষ্ঠু চলায়,
স্বস্তি নিয়ে স্বস্তি দিয়ে
চর্য্যাপথে চলতে থাক্,
জীবনটাও তোর তেমনি ক'রে
শিষ্ট সুধী ক'রে রাখ্ । ৭৮ ।

অন্তরের রূপ যা' ঢাকা রয়
খুলে সে-সব বিনায়নে
বিহিতভাবে বিন্যাস করিস্,
চালাস্ তা'কে উন্নয়নে ;

অন্তরের অসৎ নিরোধ ক'রে
উন্নতিতে বাড়লে টান,
তবে তো আসে সার্থকতা
তবে তো জাগে সৎপরাণ ।৭৯।

জীবনপথে কৃতির দোলায়
বোধবিকাশে ফুট্‌ল যা',
বাস্তবেতে উছল হ'য়ে
সঙ্গতিতে জুটল যা',
অর্জ্জন তোমার তা'ই জীবনের,—
দীপ্ত বোধ সব সেই ধরণের—
সম্পদ্‌ তোমার এই জীবনের
জীবনটাও তো ধ'রল তা',
ঐ সম্পদ্‌ই তোমার সম্পদ্‌—
বাস্তবতায় যেমন সম্ভব,
তা' ছাড়া আর যেগুলি সব
কেবলমাত্র বিফলতা ।৮০।

নিষ্ঠা-ধৃতি-কৃতি এলেই
ছন্দায়িত সত্তা হয়,
জীবনের মাপ ক্রমেই বাড়ে
শুদ্ধ স্বস্তি স্বতঃই বয়,
সাত্বতীরই শিষ্ট আচার
বিবেচনায় ক'রে নির্ণয়
সেই চলনে চললে পরে
জীবন বৃদ্ধির পথে বয় ।৮১।

সত্তাকে যদি সচল রাখিস্‌
বাড়বে তাহার জীবনগতি,

জীবনগতি বাড়লে পরেই
সঙ্গে বাড়বে সদ্‌ধৃতি,
হৃষ্ট হ'য়ে ইষ্টীপথে
দীপ্ত চারু চলনে
ব্যষ্টিসহ সমষ্টি সব
ক্রমেই আসে বর্দ্ধনে ।৮২।

না থেকেও যা'র সবই আছে
সেই তো আসল মহাজন,
থেকেও যা'দের নাইকো কিছু
তা'রা কি নয় স্বল্পমন ?
পাপ ব'লে যদি থাকে কিছু—
মঙ্গল-অভিযান যদি থাকে,
উচ্ছল হ'য়ে প্রীতির টানে
স্বর্গ তা'দের আপনি ডাকে ।৮৩।

জীবনটা তোর ফুটে উঠুক
এড়িয়ে যা'-সব পোকামাকড়,
দিব্য প্রাণে ওঠ্ না জেগে
সুষ্ঠু কৃতি জড়িয়ে ধর্,
তোরাও হ'বি মহান্ মানুষ—
মহান্ হবে হৃদয় তোর,
দীপ্ত হ'য়ে উঠবে জানিস্
সাত্বতীরই প্রীতির জোর,
অসৎ যা'-সব উবে গিয়ে
নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপনায়—
শ্রেয়'র পথে চলবি সোজা
ইষ্টনেশার প্রতি চলায় ।৮৪।

বোধনদীপা সত্তা নিয়ে
এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও,
শিষ্ঠ সুষ্ঠু দীপ্ত নিয়ে
চলার পথে চলতে রও,
সার্থকতার সঙ্গীতিতে
যত পার চলতে রও,
সংহতিরই শিষ্ট তালে
সুসঙ্গীতত্ চলতে রও,
সম্বর্দ্ধনী সদ্দীপনায়
চলন্তিকায় দীপ্ত পাও,
প্রীতি-উর্জ্জন হৃদয় নিয়ে
কৃতি-উচ্ছল হ'তে রও,
ইষ্টনিষ্ঠায় শিষ্ট হ'য়ে
ধৃতিপথে এগিয়ে যাও,
বর্দ্ধনারই উৎসবেতে
উৎসর্জ্জনায় এগিয়ে যাও,
শ্রেয়পালী যোগজীবনে
এগিয়ে যাও,
এগিয়ে যাও,
এগিয়ে যাও,
মরজীবনে অমর হ'তে
এগিয়ে যাও,
এগিয়ে যাও,
এগিয়ে যাও,
বৃদ্ধিবিপুল সৎচলনে
এগিয়ে যাও,
এগিয়ে যাও,
এগিয়ে যাও। ৮৫।

মাতৃজঠরে সত্ত্ব তোমার
যেমন ছিল বোধবিকাশে—
তুমি কি তা' বুঝেছিলে
কোথায় কী হয় ভয়ে-ত্রাসে ?
ভূমিষ্ঠ হ'লে যখন তুমি
সত্তা নিয়ে এই দুনিয়ায়,
ঐ মা-ই বাড়িয়ে চ'ল্‌ল
লালন-পালন-অনুচর্য্যায় ;
বাড়তে লাগলে ক্রমে-ক্রমে
হ'ল বোধের উদ্দীপন,
বুঝতে লাগলে দুনিয়াটাকে
নিয়ে নিষ্ঠা-সন্দীপন ;
ক্রমে-ক্রমে বড় হ'লে
বাপকে বুঝলে—ঐ বাবা,
জন্মদাতা সেই তোমারই
মা'র কালিতে অমনি ছাপা ;
মস্তিষ্কটা বেড়ে-বুঝে
জ্ঞানদীপ্ত হ'ল যেই,—
হ'লে মানুষ, হ'লে কৃতী,
ব্যক্তিত্বটাও জাগ্‌ল সেই ;
এমনি ক'রে উঠলে জেগে
মানুষ হ'য়ে এই দুনিয়ায়,
বুঝলে ক্রমে ডাকতে আরো
ধৃতিপালী পরমপিতায় ;
জ্ঞানের দ্যুতি ক্রমে-ক্রমেই
বেড়ে হ'লে প্রাজ্ঞপালী,
আচার্য্যতে চর্য্যাদীপী
হ'য়ে উঠল জ্ঞানদীপালী ;

এইতো হ'ল জন্ম থেকে
ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাড়ার তুক,
যা'র ফলেতে তুমি-আমি
বাড়ি নিয়ে সুখ ও দুখ । ৮৬ ।

স্ত্রী-পুরুষে জন্ম হ'ল—
মা চেনালো বাপ,
অমনি ক'রেই চিনলি ক্রমে
ভরদুনিয়ার মাপ,
সব চেনারই অন্তরালে
চিনলি শেষে তোকে,
মানুষ ব'লে বুঝলি তোকে
এই দুনিয়ায় থেকে ;
ছোট থেকে বাড়লি ক্রমে
বয়স যত হ'ল,
এমনি ক'রেই এই জীবনটা
বাড়তে বাড়তে গেল ;
নিজেকে তুই বুঝলি যতই
বেড়ে উঠল জ্ঞান,
বাড়ার সাথে ফুটল ক্রমে
হিসাব-নিকাশ-ধ্যান,
ধ্যান যখন তোর মজ্‌ল যতই
বাড়ল বোধিসত্ত্ব,
বোধিসত্ত্ব এনে দিল—
কোথায় রে তোর তত্ত্ব ;
ঢুঁড়লি কত বুঝলি কত
কোন্ পথে কী পেলি—
বোধবিকাশে জ্ঞানের তত্ত্বে
সত্তায় শুদ্ধ হ'লি,

আসা হ'তে যাওয়া অবধি
চললি এমনতর,
বোধ যত তোর উঠল বেড়ে
হ'লিও তেমন দড় ;
সত্তা যখন শুদ্ধ হ'ল
দৃষ্টিভরা জ্ঞানে—
শিষ্ট হ'লি তেমনতর
তেমনতরই ধ্যানে,
বোধবিকাশের দ্যোতন তালে
জ্ঞানবন্ত হ'য়ে—
চললি ক্রমে উধাও তালে
বয়সটাকে ব'য়ে,
জীবনটা তোর নিভে গেল
হারালি নিঃশ্বাস,
নিথর হ'য়ে হারালি তখন
প্রাণন-প্রশ্বাস ;
এখনও তুই দেখ্ তাকিয়ে
পাস্ কিনা কোন পথ—
যে-জীবন তুই ব'য়ে পাবি
শ্রেয়-জীবনপথ । ৮৭ ।

ধর্ম্ম

ধর্ম্মাচরণ-অভিনিবেশ,
শিষ্ট নিষ্ঠা, ইষ্টে টান,
তত্ত্বদর্শী ধর্ম্মাচারের
ঐটি জেনো আদত প্রাণ । ১ ।

ধর্ম্ম যদি না-ই জানিস্ তুই
ধৃতি বুঝবি কিসে ?
ধর্ম্ম বুঝবি মর্ম্ম জেনে
চলবি নিয়ে দিশে । ২ ।

নিষ্ঠানিপুণ বোধি দিয়ে
ধর্ম্মটাকে বুঝে নাও,
ধৃতির পথে চ'লে চালিয়ে
উদ্বর্দ্ধনের দিকে ধাও । ৩ ।

ধর্ম্মাচরণ করে কিন্তু
অস্তি-ধৃতিবান্
ধৃতির চালে না চলে যে—
সবই তা'র লোকসান । ৪ ।

নিষ্ঠানিপুণ অটুট বোধি—
শিষ্ট সত্তার বিনায়নে
গ'র্জ্জে উঠুক সার্থকতায়
ধৃতির সুধী সুধরণে । ৫ ।

নিষ্ঠা-আচার শিষ্ট হ'লে
দৃষ্টিও হবে তেমনি,
সেই তালেতেই চলবে ধৃতি
কৃষ্টিও হবে সেমনি। ৬।

বুদ্ধি তোমার এমনিই হোক
ধৃতি যা'তে সংহিত,
সংহতিরই ব্যতিক্রমে
সঙ্গতিটাও হয় ভীত। ৭।

সত্তাটাকে ধ'রে রাখে
এমনতর চলন-বলন,—
ধর্ম্মের কিন্তু এই আচারে
স্বস্তিটাকে করে বর্দ্ধন। ৮।

ইষ্টই হ'চ্ছেন ধর্ম্মমেরু
তাঁকে ধ'রে চলতে থাক্,
মেরুভঙ্গ হ'লে কিন্তু
ঘুরে যাবে সকল বাঁক। ৯।

ইষ্টই জানিস্ ধৃতিকেন্দ্র—
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
প্রীতিসেবায় ধৃতি সার্থক,
অনেক অজানা আসে বাগে। ১০।

ইষ্টসেবা করে যে-জন
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে,
শিষ্ট চলায় সুষ্ঠু হ'য়ে
বিভব তাহার ক্রমেই জাগে। ১১।

অর্থলোভে ইষ্টসেবা
যে-জন ক'রে চলে,
অধিকৃতি নষ্ট হ'য়ে
চলেই সে বিফলে । ১২ ।

অর্থলোভে ইষ্টসেবা
ব্যর্থ করে ভাগ্য,
নিষ্ঠাবিহীন রাগ যেখানে—
হয় না জীবন যোগ্য । ১৩ ।

বিশ্বস্ত হ'য়ে ঠাকুরবাড়ীর
টাকাকড়ি—জিনিষপত্র
আত্মসাৎ যা'রা ক'রেই চলে,—
নিভ্‌তে থাকে জীবনসূত্র । ১৪ ।

দাগাবাজি ছাড়্ না ওরে
দাগাবাজি ছাড়্,
হয়তো বিপদ্ উতরে যাবে
আপদ্ হবি পার । ১৫ ।

ইষ্টনিষ্ঠায় ধৰ্ম্ম জাগে
ধৃতিবোধে জ্ঞান,
কৃতির তালে জ্ঞানটি চলে
জাগে ধৰ্ম্ম-ধ্যান । ১৬ ।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগই
পরম আশিস্ ভগবানের,
লাখো বজ্র পড়েও যদি
স্খলন হয় না তাঁহার টানের । ১৭ ।

ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগে
সেবায় তাঁকে সুষ্ঠু রাখা,
তৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ—
এই-ই কিন্তু সুপথ পাকা । ১৮ ।

তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনাতেও
ইষ্টনেশা না ভাঙ্গে,
কুৎসিতেরই কুটিল চলায়
সত্তা যেন না রাঙ্গে । ১৯ ।

ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট থেকে
নামে যা'দের অনুরাগ,
ধৃতি তা'দের অটুট হ'য়ে
ধ'রেই থাকে তৃপ্তিবাগ । ২০ ।

কৃতিসুন্দর অধিষ্ঠিত
উর্ব্বরতার তালিম তালে—
নাচনদীপা ধৃতি নিয়ে
চল্ না তোরা সু-উচ্ছলে । ২১ ।

লাখ কেন-না নাম করিস্ তুই
ইষ্টনিষ্ঠা যদি না রয়,
হাজার দুয়ার ঘুরলে পরেও
র'বে না ধৃতি, থাকবে ভয় । ২২ ।

যেখানে যেমন চলবে তুমি
ধৃতি নিয়ে চল,
ইষ্টনিষ্ঠ ধৃতিচর্য্যায়
হ'য়ো না বিফল । ২৩ ।

হাতে-কলমে নিষ্পাদনে
ধৃতি আসে তপে ফুটে,
অনুশাসনে মূর্ত্ত হ'য়ে
সবার বুকে পড়ে লুটে । ২৪ ।

ভাবায়, চিন্তা-আচরণে
ধর্ম্ম পেলে চলতে থাক,
ধৃতিটাকে অন্তরেতে
পুষ্ট ক'রে পুষে রাখ । ২৫ ।

সত্তারক্ষা ধর্ম্মই কিন্তু—
তোমার কিংবা অন্যেরই হোক,
ধৃতির সেবায় প্রীতি নিয়ে
রেখো অন্তরে চর্য্যা-ঝোঁক । ২৬ ।

শ্রদ্ধাপূত নিবিষ্টতা
ধৃতিপথে কৃতি জাগায়,
ধৃতির বিপাক হয় যেখানে
সেদিকে সে কভু কি ধায় ? ২৭ ।

দীপ্তিভরা তৃপ্তি নিয়ে
বোধবিকাশী উজ্জ'নায়
কৃতিপথে চললে ধৃতি—
ক্রমে-ক্রমেই শিষ্ট হয় । ২৮ ।

শিষ্ট সুধী দৃষ্টি নিয়ে
নিষ্ঠানিপুণ রাগকৃতি
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
আনেই কিন্তু জীবনধৃতি । ২৯ ।

করম ছোড়কে ধরম ভজে
বেকুব বাউড়া হোঈ,
জীবন-চলনা তোড় কর্
পতন ভজে সো হি । ৩০ ।

যেমনভাবে কৃতি জাগে
নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে,
সেই ভাবই তা'র পন্থা ধৃতির—
যেজন ভজে প্রাণ দিয়ে । ৩১ ।

যেভাবে যে তাঁ'রে ভজে
তা'র সম্বন্ধ সেইখানে,
অন্তর্দীপ্তিও তেমনি জাগে
তৃপ্তও হয় সে সেইটানে । ৩২ ।

ভাববিভোরে আঁকুপাকু
কৃতি আসে তখন,
কৃতি আনে জ্ঞানের বিভব
নিষ্ঠানিপুণ যখন । ৩৩ ।

সব যা'-কিছুর বপ্তা যিনি
পরমপিতা তাঁ'কেই বলে,
সত্তাপালী শিষ্ট সে হয়
তাঁ'র পথেতে যেজন চলে । ৩৪ ।

ঈশ্বর ব'লে ডাকলেই তিনি
তোমার কাছে আসবেন—
তা' নয়, তা' নয়,
নিষ্ঠানিপুণ চরিত্রেতে
যতই থাকবে তুমি—
নাই ভয়, নাই ভয় । ৩৫ ।

মহান্ যত দেখবি ও-তুই !
সবই শ্রেয় তোর কাছে,
ইষ্ট যে-জন শিষ্ট সুধী—
বোধহিসাবে নিবি বেছে । ৩৬ ।

যুক্ত হ' তুই তা'রই সাথে—
অস্খলিত ইষ্টরাগ,
অন্তরে তুই তা'রেই রাখিস্
মাখিস্ গায়ে ধূলির ফাগ । ৩৭ ।

বহু গুরুতে দীক্ষা
হয় না তাহার শিক্ষা । ৩৮ ।

আচার্য্যনির্দেশ বিনা
অন্য আচার্য্যের আশ্রয় নেয়,—
নষ্টের হয় কেনা । ৩৯ ।

আচার্য্যেরই নির্দেশ বিনা
অন্য আচার্য্য গ্রহণ করে—
বাজারী সে-জন জেনোই কিন্তু
ব্যতিক্রমে তা'কেই ধরে । ৪০ ।

আচার্য্যগুরু ন'ন্ তো ত্যাজ্য—
ভর-জীবনে তিনি,
সারা জীবনেই সাধতে হবে
তাঁহার নির্দেশবাণী । ৪১ ।

আচার্য্যগুরু, ইষ্ট যিনি
ত্যাজ্য ন'ন্-কো তিনি কখন,—
ত্যাজ্য হ'লে হয় না সার্থক
ব্যক্তিত্বতে তা'র জীবন । ৪২ ।

শিক্ষাগুরু থাক্ না অনেক
শিখো যেমন পার,
ইষ্টগুরু একই কিন্তু
নিষ্ঠা-সহ ধর । ৪৩ ।

আচার্য্য যাহার ইষ্ট হন
যেমনতর বিভব নিয়ে,
নিষ্ঠানিপুণ শিষ্যরা হয়—
কৃতিদীপ্ত তেমনি হ'য়ে । ৪৪ ।

দীক্ষা যদি নিটোলই হয়
দক্ষতাও বেড়ে যাবে,
দক্ষতা যা'র যেমন বাড়ে
তেমনটিই তো হবে । ৪৫ ।

দীক্ষা বাড়ায় দক্ষতাকে
নিষ্ঠানিপুণ অনুশীলনে,
বিন্যাস-বিভব-সার্থকতায়
জীবন রাখে সম্বদ্ধর্নে । ৪৬ ।

নিষ্ঠানিটোল না-ই যদি হয়
দীক্ষায় হবে কী ?
দীক্ষা নেওয়া তা'র কাছে হয়
ছাইয়ে ঢালা ঘি । ৪৭ ।

মহৎ মানেই তত্ত্ববিদ্ জেনো,
আচরণ-জ্ঞানে জানেন তাঁরা,
বৈধী আচার—শিষ্ট চলায়
ব্যবহারের দীপক-তারা ;
মহৎ গুরুর দীক্ষা নিলে
অন্য মহৎ দেন না দীক্ষা,
দিলে—শিষ্ট অনুরাগটির
ভাঙ্গন ধরে, পায় না শিক্ষা ;
মহতের কাছে গুরুকরণ
হ'য়েছে জেনো যে-জনার—
তাঁতেই লেগে থাকতে যে হয়,
গড়াতে হয় না এধার-ওধার ;
মহৎ নামে দাঁড়িয়ে যা'রা
এটা পালন না করে,
ধৃতি-নিষ্ঠা, করণ-কারণ—
তা'তে কিন্তু ভাঙ্গন ধরে । ৪৮ ।

নিষ্ঠাভাঙ্গা ঋত্বিক্ হ'লে
দীক্ষা তাহার ব্যর্থ,
প্রবৃত্তিই তা'দের স্বার্থ হ'য়ে
খুঁজে বেড়ায় অর্থ । ৪৯ ।

ব্যতিক্রমদুষ্ট সন্ত সাধু
শিষ্য ব্রহ্মচারী—
লোকজগতে সর্ব্বনাশা
বিহিত মন্দকারী । ৫০ ।

ইষ্টনিষ্ঠ নয়কো যে-জন
ভাব-উচ্ছল নয়কো যে,
শিষ্টক্রিয় নয়কো যে-জন—
সন্ন্যাসী কি হয় রে সে ? ৫১ ।

সন্ন্যাসী জানিস্ সে—
সম্যক্ভাবে ইষ্টার্থেতে
ন্যস্ত থাকে যে ।৫২।

ইষ্টার্থে যে-জন শিষ্টনিষ্ঠ
ভাবের চলন নিয়ে,
সন্ন্যাসী আসল সেই জনই হয়
সাধনসক্ত হ'য়ে ।৫৩।

সব ছেড়ে দিয়ে ইষ্টকাজে
ন্যস্ত হ'য়ে থাকে যা'রা,
কৃতিদীপ্ত হৃদয় তা'দের
সন্ন্যাসী তো আসল তা'রা ।৫৪।

ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী,
ইষ্টার্থে অবদান,
যেমন নিষ্ঠায় করবি এ সব
হবিই বর্দ্ধমান ।৫৫।

সন্ন্যাসী-যতি হোক না যে-জন
ইষ্টভৃতি যে না করে—
অপদস্থি তা'র কপালে
নিষ্ঠাবিকার তা'কেই ধরে ।৫৬।

বাবুয়ানা-বেশভূষাতে
ধৃতিসাধন যা'র হয় না,
জটাজুট-গেরুয়াতেও তা'র
ধর্ম্মাচরণ হয় না ।৫৭।

বাড়ী ছেড়ে গেরুয়া প'রে
ধর্ম্ম হবে, এও তো নয়,
সংসার নিয়ে থাকলে পরেই
তা'তেও কি রে ধর্ম্ম হয় ?
ধর্ম্ম যদি চাওই তুমি
স্বস্তিতালে মত্ত হও,
ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগে
কৃতিরাগে দীপ্ত রও । ৫৮ ।

ভক্তি যা'দের যেমন দড়
ইষ্টনিষ্ঠাও তেমনি,
তপের সেবা যা'দের যেমন
প্রজ্ঞাও বাড়ে সেমনি । ৫৯ ।

নিষ্ঠাহারা ভক্তি যেমন
শক্তিহারা হ'য়েই রয়,
নিষ্ঠাভক্তিবিহীন শক্তি
আনেই তেমনি অপচয় । ৬০ ।

ভক্তির ভাঁওতায় ঠাকুরপূজো
বিধি-ভাঁওতায় ইষ্টভৃতি--
স্বার্থপ্রয়াসে নেয় যদি চেয়ে
নষ্টই হয় তা'র সত্তাধৃতি । ৬১ ।

পয়সা নিয়ে ঠাকুরসেবা
তাঁ'রটা নিয়ে তাঁ'কেই দান—
উৎসারণা নিভু-নিভু
বিকৃত রয় তা'দের প্রাণ । ৬২ ।

লোকমাঙ্গলিক পূজা-আরাধনা
নয়কো নিজের স্বার্থপূজা,
সেটাতে রয় মাঙ্গলিক প্রাণ
মঙ্গলটাকে করতে তাজা । ৬৩ ।

ইষ্টসেবার বনামে তুই
অর্থলোলুপ ঘুরলি হ'য়ে,
অর্থ যে তোর ব্যর্থ হ'ল
ইষ্টার্থ তোর গেলই ব'য়ে ;
ইষ্টার্থ যা' সবগুলি তুই
শিষ্টভাবে কর্ আহরণ,
ইষ্টেতে তা' উৎসর্গ ক'রে
বর্দ্ধনায় চল্ অনুক্ষণ ;
ইষ্টার্থে তুই একনিষ্ঠ হ',
ইষ্টসেবার বিহিত যা'—
এখনও বলি তা'ই ক'রে চল্,
নইলে হবে ব্যর্থ পূজা । ৬৪ ।

ছলচাতুরী ছাড়্ না ওরে
হিংসা দে না ছেড়ে,—
ইষ্টচর্য্যায় সজাগ হ'য়ে
ধৃতি বাহন ক'রে,
তবে তো তুই পাবি ধর্ম্ম
কর্ম্মের নিয়ন্ত্রণে—
ভক্তি-জ্ঞানের উচ্ছলতা
সতে তুলবে টেনে । ৬৫ ।

স্বার্থে লক্ষ্য রেখে ও-তুই
ইষ্টপূজা করিস্ যা'—

স্বার্থের পূজা তা'তেই হবে
ইষ্টপূজা নয়কো তা',
ইষ্টপূজার বাহানায় তুই
স্বার্থপূজা করলি যত,
ইষ্টপূজা ব্যাহত হ'য়ে
স্বার্থের পূজা হ'ল তত । ৬৬।

ইষ্টপূজায় যা' যা' লাগে
সংগ্রহ কর্ সবগুলি,
ঐ ইষ্টে অর্ঘ্য দিয়ে
সার্থক হোক্ তোর জীবনধূলি ;
থাকিস্ যদি বাক্‌পটু তুই
পূজার রকম-চালচলনে,
পটু তা'তে নিজেই হ'বি
সত্তাও র'বে উচ্ছলনে । ৬৭।

কালের গতির যে-তরঙ্গ
চলে উধাও চলায়,
শিষ্টভাবে সমন্বয়ে
ধৃতিবোধটি ধায়,
কালী তখন কলনাচনে
ফুটে দীপ্তিরাগে
সব যা'-কিছুর বিনায়নে
তাথৈ তালে জাগে । ৬৮।

দেখ্ না চ'লে ন্যস্ত হ'য়ে
নিদেশপালী ইষ্টনেশায়—
ঐ ন্যস্ততাই বৃদ্ধিপথে
রাখবে তোরে অটুট দিশায়,

সিদ্ধি পাবি, বৃদ্ধি পাবি,
উন্নতি হবে অবাধ টানে,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
তৃপ্তি অঢেল আসবে প্রাণে। ৬৯।

ইষ্টার্থেতে অটুট থেকে
সিদ্ধ মহতের সঙ্গতি
লাভের আশায় সাধুসঙ্গে
দীপ্ত মানস-সংহতি,
ইষ্টনিষ্ঠার অটুট চলায়
বিনায়িত যা'দের প্রতীতি—
সাধুসঙ্গী তা'রাই কিন্তু,
তা'রা কি হয় সৎবিরোধী? ৭০।

অন্তরধ্বনি যা' আছে তোর
সুষ্ঠু তালে এক ক'রে
ইষ্টার্থকে সার্থকে আন্
শিষ্ট-সুষ্ঠুর সংহতি ধ'রে,
দেখবি ক্রমেই বেড়ে যাবি
আরো-আরো-আরোর পথে;
সার্থক থাকুক ইষ্টপূজা
শিষ্ট রাখ্ তোর মনোরথে। ৭১।

ইষ্ট তোমার লাখ যদি দেন
পাওয়ার ভরপুরে—
সমৃদ্ধ তা'য় হবে নাকো
ইষ্টকৃতি ছেড়ে,

বুঝে চল নন্দনাতে
বন্দনার বোধ নিয়ে,
তাড়ন-পীড়ন-ভৎ'সনাতেও
উঠবে জেগে ধী-য়ে ।৭২।

গুরুর কাছে হুকুম করে—
'আমার যেন এটা হয়',
ক'রে পাওয়ার নাই বাহানা
নিজ কেদ্দানি কেবল কয়,
তা'দের কিন্তু নাইকো নিষ্ঠা
নাইকো ঊর্জ্জী ভক্তি-বেগ,
ব্যতিক্রমী নিরয়-জীবন—
তা'রাই ধরে তা'রই বেগ,
ইষ্টনিষ্ঠা, বিনয়-ভক্তি
শুকিয়ে গিয়ে,—প্রবৃত্তি শুধু
উছল তালে চলে কেবল—
পাপদীপনী খেয়ে সীধু।৭৩।

যজন-যাজন করবে কিন্তু
যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে,
অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা
অটুট চলায় ক'রে যাবে,
যেখানে যেমন পার তুমি
চর্য্যা-দানে সুখী ক'রো,
প্রীতির ডাকে প্রতিগ্রহ
যা' প্রয়োজন তেমনি ধ'রো,
এই নিয়মে চল যদি
নিষ্টানিপুণ অনুরাগে
বোধ ও বিদ্যা সবই ফুটবে
নিটোল চলার এমনি যাগে ।৭৪।

গুরুর ভিক্ষা আগে দিও
ইষ্টভৃতি যা'রে কয়,
হৃদয়ভরা ঐ অবদান
যেমন জাগে তেমনি জয় ;
সাধনাতে কৃতির মেলা
*জিতি জেগে ওঠে যা'য়,
সেই সাধনায় শিষ্ট হ'য়ে
বোধদীপ্ত রাখ তা'য় ;
ইষ্টভিক্ষা ফিরিয়ে নেওয়া
তেমন পাপটি আর কি আছে ?
ক্রমে দেখ পদক্ষেপে—
যা' ভাল তা' নিও বেছে । ৭৫ ।

ইষ্ট কিন্তু মানুষ হ'লেও
ভগবত্তার সৎপ্রতীক,
তা'ই দেখে তুই দিঙ্‌নির্ণয়ে
সেধে চলবি চলার দিক ;
দিগ্‌যন্ত্রে নিষ্ঠা না হ'লে
দিগ্‌যন্ত্রও হারাবি তুই,
আবেগভরা ঘুরপাক নিয়ে
দিগ্‌দর্শন ফেলবি খুই',
দিগ্‌দর্শনে দৃষ্টিবিকার
ভীতিপ্রদ জানিস্‌ ঠিক,
পথ হারিয়ে বিপথে নেয়
করেই চলন ঠিক বেঠিক ;
তাই বলি শোন্‌, ওরে সাধক !
সদ্‌দীপনায় চলতে থাক্‌,
ইষ্টপানে নিষ্ঠা রেখে
সেইদিকেই তোর সত্তা যাক্‌ । ৭৬ ।

*জিতি=জয় ।

দর্শন

অরণ্য তোর মন,
বেছেগুছে শব্দ নিয়ে
কর্ তা'র শোধন । ১ ।

মানসবীচির যেমন নাচন
জীবনের ঢেউ সেই রকম—
উঁচুনীচু ছোটখাট
বিষয়েতে চলে তেমন । ২ ।

মানস-আবেগ যেমনতর
গতিও হয় সেই পথে,
অস্খলিত নিষ্ঠা থাকে
কৃতিদীপ্ত মনোরথে । ৩ ।

মানসপটে যেমন রেখা
স্মৃতি কিন্তু তা'কেই বলে,
যেমন স্মৃতি চলবে নিয়ে
ভাল বা মন্দ তেমনি ফলে । ৪ ।

স্মৃতির গ্রন্থি যেথায় বেতাল
তেমনি উতাল অদৃষ্ট,
ভালমন্দ হয় ঐ চলাতেই
সুষ্ঠু হ'লেই—তা' শিষ্ট । ৫ ।

ভাবটাকে তোর কেন্দ্র ক'রে
উৎসেচনী অনুদীপন
যেমনতর উথলে ওঠে—
ধৃতি-কৃতিও হয় তেমন । ৬ ।

যে-ভাবেরই ভাবুক হ'য়ে
যেমনতরই ক'রে যাবে,
সেই রকমে তেমনি চ'লে
বাস্তবেতে তেমনি পাবে । ৭ ।

ইষ্টনিষ্ঠা করে যদি তোর
স্থিতিস্পন্দনায় নিয়ন্ত্রণ—
বাড়বে আয়ু, বাড়বে শক্তি
শিষ্ট হবে শরীর-মন । ৮ ।

নিষ্ঠানিপুণ ভাব যখনই
ব্যতিক্রমে বিকৃত হয়,
অঙ্গরাগও মানস-সহ
তেমনিই তো দেয় পরিচয় । ৯ ।

দেখ, শোন, কথা বল,
ধর, কর, চলছ যেমন,
নিষ্ঠাসহ ভাবসঙ্গতি
চালায় তোমায় হ'য়ে তেমন । ১০ ।

ভাব-উৎসেচনা নিখুঁত যেমন
নিষ্ঠার গতি তেমনি হয়,
নিষ্ঠা—ভাবের জীবনদ্যুতি
তেমনিই তো দেয় পরিচয় । ১১ ।

ভাব যেমন যা'র—নিষ্ঠা অটল,—
যেমন যাহার সেবাকৃতি,—
যোগও তেমন ধাতার সাথে
হয়ও তা'ই তা'র জীবনরতি । ১২ ।

ভজনদীপন রাগ নিয়ে যিনি
চ'লছেন জীবন-দুনিয়ায়,
সম্বন্ধ তেমন তাঁ'র সাথে তোর
নিষ্ঠানিপুণ রক্ষণায় । ১৩ ।

তৃপ্ত ক'রে তৃপ্ত হ'বি—
ঈশ্বরের এই গতিবেগ
স্বতঃই দুনিয়ায় শিষ্ট থাকে,
তা'ই তো তাঁহার স্বতঃ-আবেগ । ১৪ ।

অস্তিগতি-ক্রিয়া যেথায়
উছল হ'য়ে চলৎশীল,
'সত্য' লোকে তা'কেই বলে—
বাস্তবে রয় যাহার মিল । ১৫ ।

সত্য যা' তা' বোধ ক'রে নাও
দৃষ্টি-স্পর্শের বিনায়নে,
বাস্তবতার সঙ্গতি কেমন
ঠিক ক'রে নাও নিরীক্ষণে,
তারপরেতে ভেবে দেখ—
কেমন ক'রে কোথায় লাগে—
তেমনি মতন ব্যাভার ক'রো
বিহিতত্ব যেথায় জাগে । ১৬ ।

তত্ত্ব মানেই তাহাত্ব যা'—
আবার বলি বুঝে নিও,
সব যা'-কিছুর বিহিতভাবে
তত্ত্ববিদ্যায় সুধী হ'য়ো । ১৭ ।

তাহাত্ব কী—বুঝে নিয়ে
তত্ত্বদৃষ্টি ঠিক রেখে
চল্ রে ওরে শাসিত্ জীবন!
অমৃতেরই ফল দেখে। ১৮।

তত্ত্ববিদ্যায় সুধী হ'লে
তাহাত্বটা জানবে বেশ,
জীবনটাকেও পালবে তেমন
হ'য়ে সুঠাম শিষ্ট অশেষ। ১৯।

যে-জিনিসই দেখ না কেন
নিবেশ নিয়ে দেখো তা'—
কেমনতর কোথায় যে কী,
কী সঙ্গতি—শিষ্টতা। ২০।

শিষ্ট চলার সংবেদনায়
বিশিষ্ট হয় যা' বিশেষ,
বিশেষত্বর আপূরণে
সব বিশেষ হয় নির্ব্বিশেষ। ২১।

শিষ্ট হোক তোর মানসসম্বেগ
দৃষ্টিকে আন্ বাস্তবে,
সঙ্গতিশীল সার্থকতা
উঠুক ফুটে সৌষ্ঠবে। ২২।

ইচ্ছা থাকলেই বোধ আসে
বোধে আসে বুদ্ধি,
দেখেশুনে বুঝেসুঝে
ক্রমেই আসে সিদ্ধি। ২৩।

বোধবিচার আর অনুবেদনা—
সিদ্ধ সুষ্ঠু উচ্ছলায়,
তা'তেই কিন্তু বিনায়িত
মানসদ্যুতিও সচ্ছলায় । ২৪ ।

অন্তর-বোধ বাড়বে যত
নিটোল পটু উৎসর্জ্জনায়,
দক্ষও হবে তেমনতর
বুঝবেও তেমনি সন্দর্শনায় । ২৫ ।

যে-বোধ তোমার যখন আসুক
থিতিয়ে দেখো তা',—
কী ঊর্জ্জনা আসছে ভেসে
কোথায় সমতা । ২৬ ।

দেখ, বোঝ, ভাব, চিন্ত-
যুক্তিযুক্ত হয় কিনা!
যুক্তিতে মিল হ'লেই ক'রো
বিহিত তাহার মূর্ত্তনা । ২৭ ।

কেঠে যুক্তি জ্ঞান আনে না,
বাস্তব দর্শন বোধের রাজা,
সঙ্গতিশীল বোধি যাহার—
ধীও বাস্তবে তেমনি তাজা । ২৮ ।

নিষ্ঠানিপুণ প্রীতিচর্য্যাই
ভগবত্তার পূর্ব্বাভাস,
শিষ্ট সুষ্ঠু কৃতিবোধে
হ'য়েই থাকে তাঁর বিকাশ । ২৯ ।

নিষ্ঠারে তুই ভজলি যেমন
ভগবান্ তোর তেমনিতর,
ধৃতিকৃতি-উৎসারণী—
র'নও তিনি তেমনি দড় । ৩০ ।

সর্ব্বঘটে র'ন ভগবান্—
কৃতিস্রোতাঃ হ'য়ে যিনি,
প্রযোজনা যাহার যেমন
কৃতিমুখর তেমন তিনি । ৩১ ।

ভগবান্ যিনি ভজমান তিনি
কৃতিপথে হয় তাঁ'র গতি,
হৃদয়ভরা কৃতিকর্ম্মে
ফুটে ওঠে তাঁ'রই জ্যোতিঃ । ৩২ ।

প্রাণপ্রেরণা জীবন হ'য়ে
যেথায় যেমন পায় বিকাশ,
ঈশিত্বেরও সেই রূপেতেই
তেমনতরই হয় প্রকাশ । ৩৩ ।

ব্রহ্ম যখন বিভু হ'য়ে
ঘটে-ঘটে পান প্রকাশ,
সেইটিই তাঁ'র তেমনি বিভব
দীপ্তও তাঁ'র সেই বিকাশ । ৩৪ ।

বিভুর অর্থ বুঝে নিও—
বিশেষভাবে হ'য়ে ওঠা,—
সব দিক্-দিয়ে, সব ভাবেতে
সার্থকতায় হ'য়ে গোটা । ৩৫ ।

বিভু যেমন বিশাল-বিপুল
অণু হ'তেও অণু তেমন,
রাগ-উর্জ্জনায় প্রকৃতি নিয়ে
তেমনি বিহিত করেন সৃজন ।৩৬।

পরমপিতা তিনিই—যিনি
সব যা'-কিছুর পাতা,
কৃতিতপে দীপ্ত যিনি
কর্ম্মফলের দাতা ।৩৭।

পরমপিতা—পরমপাতা
পালনকর্ত্তা,—সবই তিনি,
নিষ্ঠানিপুণ হৃদয় নিয়ে
ওঠ ফুটে বৃত্তি জিনি' ।৩৮।

পরমপিতার তাৎপর্য্যই হ'ল—
সবার পালন যিনি করেন,
সত্ত্ব-সত্তা সব যা'-কিছু
যেখানে যেমন তিনিই ধরেন,
বাহ্যতঃ বা অন্তরেতে
বৃদ্ধি যেথায় বর্দ্ধনায়
উথলে ওঠে ক্রমে-ক্রমে
নিছক কিন্তু তাঁ'রই দয়ায় ।৩৯।

শিব-শক্তি—পুরুষ-প্রকৃতি
বিশ্বে আছে দুই ধারা,
এই দু'য়েরই সঙ্গতিতে
ভরদুনিয়ার সব গড়া ।৪০।

শিবই কিন্তু স্থাস্নু নিবেশ
চরই কিন্তু শক্তি,
শিব-শক্তির সঙ্গতি আনে
স্থৈর্য্যী কৃতি-ভক্তি । ৪১ ।

পুরুষ—যে-জন পূরণ করে
প্রকৃতি তা'র কৃতি-গতি,
পুরুষ ছাড়া নাই প্রকৃতি
এমনি ঘন তা'দের রতি । ৪২ ।

পুরুষ যখন অক্রিয় হ'য়েও
প্রকৃতিতে সক্রিয়,
এমনি ক'রেই ক্রিয়ার চলায়
অক্রিয়—সেও সক্রিয় । ৪৩ ।

পুরুষ কোথায় ? প্রকৃতি বা কে ?
খুঁজে-পেতে বুঝে নাও,
স্থির ও চরের উন্মেলনায়
সম্মিলিত হ'তে দাও ;
জীবনীয় সম্মিলন যা'
তা'ই তো বিধির বিধান হয়,
যা'র ফলেতে সব যা'-কিছু
সংস্থিতিতে বেড়েই যায় । ৪৪ ।

পুরুষ-প্রকৃতির কী সঙ্গতি ?
কিসে কেমন রূপ ধরে ?
পুরুষবুকে কেমনতর
প্রকৃতি ঐ নেচে চরে ?

দেখ, বোঝ, জান এ-সব
নিয়ে শিষ্ট সদ্‌গতি,
তত্ত্বজ্ঞানের সম্বিৎ নিয়ে
নিটোল তোমার রেখে গতি । ৪৫ ।

স্থাস্নু হ'য়েও পুরুষ যে ঐ
চরপ্রকৃতির জোগানদার,
সংহতিতে সুঠাম হ'য়ে
সৃষ্টিতে থেকেও সৃষ্টি-পার । ৪৬ ।

স্থির ও চরের সঙ্গতিরই
শিষ্ট স্থিতি-ধারা,
উপ্‌চে ওঠে তা' হ'তে সব
প্রাণন-দ্যোতন-দাঁড়া । ৪৭ ।

প্রাণনস্পন্দন উতাল চলে
স্থিরচরের সংঘাতেই,
উৎসৃজনী প্রাণদোলনা
উচ্ছ্বলিত তাহাতেই । ৪৮ ।

স্থির-চরই তো সুসঙ্গতির
শিষ্ট সদৃশ উজ্জর্না,
যা' নিয়ে এই ভরদুনিয়ার
প্রত্যেকেরই বর্দ্ধনা । ৪৯ ।

বিন্দুটা যদি স্থির না হ'ত
ভরদুনিয়ার অস্তি কোথায় ?
লাখ চলনেও হ'ত না বলন
উবে যেত সব যা' যেথায় । ৫০ ।

জীবনস্রোতের স্রোতল গতি
সংহতিরই নিয়ে ধারা
ছুটেই থাকে নিটোল বেগে,—
চলছে হ'য়ে পাগলপারা । ৫১ ।

সহন-বহন রসের গতি
যেমন চলে রসাল তালে,
জীবনও কিন্তু তেমনি হ'য়ে
বাড়ে, চলে—তালে-তালে । ৫২ ।

বিরল চলায় সহ্য আনে—
হ'তে থাকে তা' মাটি-পাথর,
শক্তি-চলার উদ্যম কিন্তু
উদাম চলায় হয় না কাতর । ৫৩ ।

প্রাণনক্রিয়া নাই যেখানে
রয় না কুশল সত্তা ;
রয় না কিন্তু সেগুলি—যা'য়
থাকে না প্রাণনবত্তা । ৫৪ ।

অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ—
ইষ্টে রেখে—অনুরাগ,
তদর্থে চল্ চলৎ হ'য়ে
রেখে স্থিরে সুষ্ঠু রাগ । ৫৫ ।

চর মানেই তো চলৎশীল যা'
বিকাশ-বিভব-আবর্ত্তনে,
স্থির মানেই কিন্তু শিষ্ট সম্বেগ—
সত্তাতে র'ন স্থিতি-নয়নে ;

মহামায়া তাই তো রে চর—
সৃষ্টিপথের উতরোল,
স্থিরের স্বভাব কিন্তু জানিস্
শিষ্ট র'ন যিনি দিয়ে কোল,
স্থির ও চরের এই নাচনে
তুমি-আমি, সব যা'-কিছু
হ'য়ে থাকে, বেড়ে চলে
থেকে স্থিরের পিছু-পিছু । ৫৬ ।

আলিঙ্গন-গ্রহণ যেথায় শিষ্ট
সুষ্ঠু তালে চলৎশীল,
লীলা তো রয় সেইখানেতে
উচ্ছলতায় নাচেই দিল্ । ৫৭ ।

শুভ্র সৎ-এর দীপ্তি নিয়ে
রঙিল খেলা যেথায় যেমন,
বোধি-ধৃতি দর্শন নিয়ে
উঠছে ফুটে সেথায় তেমন । ৫৮ ।

যেমনতর নিষ্ঠাভাবে
তিরোহিত হবি তুই,
তেমনতরই সত্তা হবে
তেমনতরই পাবি ভূঁই । ৫৯ ।

যেমনতরই থাক তুমি
পুনরাবৃত্ত তেমনি হও,
তেমনি আস, তেমনি কর,
সেই পথেতেই জীবন বও ;

তাই তো বলি—ধৃতি তোমার
সত্তাকে যা' শিষ্ট রাখে,
সৎদীপনায় বাঁধলে তা'কে
থাকে তোমার আপন বাঁকে। ৬০।

মরণপারে জন্ম নিয়ে
প্রাণনশরীর ধরে—
বিগত-সাথে মিল ক'রে তুমি
আগত ভেবো তা'রে,
এমনতরই পরখ ক'রে
চ'লো নিরখ নিয়ে—
সেই বিগত আগত কিনা—
বিচারবোধি দিয়ে,
গুণান্বিত বোধসহ যা'র
শারীরসঙ্গতি পাও,—
হ'তে পারে, সেই জনেরই
ইহলোকে পাও* । ৬১ ।

শিষ্ট সুষ্ঠু প্রাণনগতি
স্পন্দনারই দ্যুতি নিয়ে
জীবনে সে উদ্ভিন্নতায়
জীবদীপনায় চলে বেয়ে,
সেই চলনই জীবনচলন
যা'তে ওটা শিষ্ট রাখে,
বিকৃত তা' হ'লে কিন্তু
ভাঁড়িয়ে তোলে জীবনবাঁকে । ৬২ ।

*পাও = চরণ।

ঈশ্বরেরই যে-সব নামে
বীজ,—দীপ্ত চলৎশীল,
জীবনধারার কৃতিও তা'তে
বাড়ে ক্রমে তিলে তিল,
ক্রমটি যাহার বিকৃত হয়,
জীবনও সেথায় ব্যর্থ হয়,
ব্যর্থ জীবন মরণতালে
গ'লে প'চে লভে লয় । ৬৩ ।

কিসে তোমার ভাল হবে
ন্যায্যই বা কী তোমার !
সংকৃতিতে কেমন কী হয়
অকৃতিতে বা কেমনধারার !
কৃতার্থ তুমি হও কিসে—
শিষ্ট সুষ্ঠু হয় কি তা' ?—
এমনতর নয়ন ধ'রে
দেখো তাহার সার্থকতা । ৬৪ ।

সংশ্লেষণ আর বিশ্লেষণে
বিহিতত্বে যেমন জানে—
বাস্তবতার দীপ্তি নিয়ে
তেমনি হয় তা'র প্রতীতি,
উচ্ছলতার উদ্দীপনায়
শিষ্ট তা'দের সাত্বতী । ৬৫ ।

অবস্থাসহ ব্যবস্থার হয়
যেমনতর প্রতীতি,
তেমনতরই হ'য়ে থাকে
স্বস্তি-অস্বস্তির সঙ্গতি,

ঐ অবস্থার দূরদৃষ্টি
যা'র যেমন রয় উচ্ছলা,
দর্শনও তা'র তেমনতরই
বোধবিকাশে সচ্ছলা । ৬৬ ।

বিবর্ত্তনের বোধগুলি সব
যেমনতর বর্ত্তনায়
ফুটে ওঠে ধ্বনন-বেগে
যেমনতর নর্ত্তনায়—
সেগুলি সব দূরদৃষ্টি
সৃজন করে ধাপে-ধাপে,—
এমনি ক'রেই সঙ্গতিশীল
উৎসারণী চলার চাপে । ৬৭ ।

সৃষ্ট হ'লেও বুঝো না তুমি—
ওখানেই তোমার সব হ'ল,
নিষ্ঠানিপুণ কৃতিযাগে
করার যা' সব তা' র'ল ;
রাখিস্ না তুই বাকী কিছু
করতে হবে যখন যা' তা',
করবি এমন নিখুঁতভাবে
রেখে তেমনি সততা । ৬৮ ।

গতি-দীপ্তি থাকে যেথায়
বিদ্যমানতা থাকেই সেথায়,
অস্তিত্বটা অমনি ক'রেই
থাকেই জেনো চলৎক্রিয়ায়,
দেখ, বোঝ আর না-ই বোঝ—
বোধবিকাশের দৃষ্টি নিয়ে
সে সবগুলি বিহিত সুঝো' । ৬৯ ।

অজানা যা' রয়, থাক্ না তোমার,
জানার খবর জান কিনা !
ভাবছ যা'রে জান তুমি
সে-ও তো আছে জানা বিনা ;
ভাবসঙ্গতি না হ'লে শিষ্ট
জানাও কিন্তু অজানা রয়,
ভাবসঙ্গতি যেথায় যেমন
তেমনি কিন্তু জানা হয় । ৭০ ।

দেখেশুনে বোঝা বাদে
যেমন ভেবে নিচ্ছ তুমি—
শিষ্ট হ'লে বুঝো কিন্তু
সেই তো সুষ্ঠু-ফলের ভূমি ;
বেতাল চলায় চল যদি
বেভুল হবে নির্ঘাত,
জ্ঞান-অন্ধ হবে তুমি
কমই করবে দৃক্‌পাত । ৭১ ।

দৃপ্ত যে-সব বিচ্ছুরণা
সংহতিকে ছুটিয়ে দেয়,
বিস্ফোরণী তৎপরতায়
দৃপ্ত হ'য়ে প্রায়ই ধায় । ৭২ ।

বীর্য্যভরা উর্জ্জনাটির
বিচ্ছুরণার সংহতি,
বিস্ফোরণা ঘটায় তা'তে
নিয়ে স্বতঃক্রিয় দ্যুতি । ৭৩ ।

কোটিজীবনের খুঁটি কিন্তু
অণু-পরমাণু যা',
সংহতিরই সুষ্ঠু টানে
জীবন হ'য়ে ওঠে তা' । ৭৪ ।

ভরদুনিয়া গ্রহসহ
সবই কিন্তু অণুর গড়া,
তুমি-আমি তেমনিতর
অণুসহই পড়ছি ধরা । ৭৫ ।

বিশ্বমাঝে ভরদুনিয়ায়
প্রতিটি গ্রহের একটি প্রাণ,
সত্তায়ও কিন্তু সচল অণু
তেমনি ক'রে বহে প্রাণ,
অণুচলন-সঙ্গতি-সহ
তা'দের থাকার অবদান—
তাই-ই হ'চ্ছে প্রতিগ্রহের
সত্তাস্থিতির কেন্দ্রস্থান । ৭৬ ।

দেখ, শোন, বোঝ সবই
নিয়মনী তৎপরতায়—
কা'র সাথে কোথায় মিলন আছে
অমিলই বা হয় কোথায় !
মিলটা যেমন পেলে তুমি
অমিলেই বা কী কাজ হয় !—
বুঝে শুনে ক'রে দেখ
সত্তাবিভব কীই বা রয় ! ৭৭ ।

খুঁজে-পেতে বুঝে-সুঝে
সার্থকতার সঙ্গতি—
অণু হ'তে অণুতরে
দেখে-দেখে তা'র দ্যুতি—
কা'র সাথে কা'র সঙ্গতি হয়
না-ই বা হয় তা' কা'র সাথে !—
নিয়মনী বিন্যাসেতে
রাখিস্ বুঝে তা'র ধাতে । ৭৮ ।

সব অণুই কিন্তু নয়কো সমান
　　গঠন-গুঠন নয়তো এক,
ক্রিয়াও তেমন হয়ই তফাৎ
　　ধী দিয়ে সব মিলিয়ে দেখ্ ;
সবার সাথে সবারই যোগ
　　হয় না এটা জেনে রাখিস্,
যা'র যোগে যা' হ'য়ে থাকে
　　দেখে-বুঝে সেটাও রাখিস্,
যেখানে যেমন প্রয়োজন রয়
　　সেখানে তা'র ব্যবহার
তেমনি ক'রেই তা' দিয়ে হয়
　　তারতম্য বাস্তবতার । ৭৯ ।

একটা অণুর সঙ্গে কেন
　　অন্য অণু জোগান দেয় ?
একটা অণু হ'তে কেন বা
　　অন্য অণু ছিটকে যায় ?
ধৃতির বাঁধন কেমনতর ?
　　স্বভাব-কৃতি কোন্ পথে ?
বিশেষত্ব কেমন তা'র ?
　　বিভূতি হয় কা'র সাথে ?
কা'র সাথে বা মিলতে গেলে
　　বিভব আসে শত মুখে ?
কোন্ বিভবে সত্তা সুখী—
　　কোন্ বিভবে রয় দুখে ?
এমন পথে বিনিয়ে তুমি
　　সত্তাটিকে পোষণ দিও,
ঋত-পূত সত্তা তোমার
　　স্বভাবপথে বুঝে নিও । ৮০ ।

শরীর-চলার সাথে যদি
স্থিতিচলন নাই রহে,
জীবনদীপ্তি মূর্ত্তি নিয়ে
কেমনতর কী বহে ? ৮১।

জীবনদীপের উৎসেচনা
হ'চ্ছে কিন্তু তা'র দ্যুতি,
তেলসলিতা মরকোচ তাহার
বিভা কিন্তু লোকপ্রীতি,
সলিতা কিন্তু সেগুলি জেনো
তেল-আহরণ যা'তে হয়,
আহরণে দ্যুতি জ্বলে
পরিবেশও হয় আলোকময়,
স্নায়ুগুলি সলিতা কিন্তু
তেলগুলি মেদ—ভরণপালী,
প্রদীপ হ'চ্ছে হাড় ও মাংস
যা'তে জ্বলে প্রাণদীপালী,
অম্লজান আর অঙ্গারাম্ল
রক্তে বহন করে যা',
শারীরদীপ্তি তা'তেই রাখে
এনে কত উচ্ছলতা,
বায়ু তা'কে বহন করে
জলে হয় সে সিক্ত,
ক্ষিত্যপ্‌তেজ-মরুদ্ব্যোম তা'র
জীবন করে দীপ্ত। ৮২।

শরীরে যেমন মেরুদণ্ড
শরীরটাকে রাখে খাড়া,
নিষ্ঠাও তেমনি মানসদণ্ড
মানসবৃত্তি তা'তে ধরা,

মানসদণ্ড শিষ্ট থাকলে
থাকলে নিটোল শক্ত—
নিষ্ঠাও তা'দের উর্জ্জী হ'য়ে
দীপ্ত অনুরক্ত ৷ ৮৩ ৷

জাগে যখন আবেগ নিয়ে
নিষ্ঠারাগ আর কৃতিদীপ্তি,
নিষ্ঠাকৃতির যোগ-আবেগে
এনেই থাকে জীবনতৃপ্তি,
কৃতিবুদ্ধি সিদ্ধিপথে
নিয়ে চলে ডালা,
যে-ডালাতে বিশ্বজীবন
সৃষ্টিতে হয় ঢালা ৷ ৮৪ ৷

আসল কথাই হ'চ্ছে কিন্তু
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
সেবা নিয়ে থাকবে যত
শিষ্টনিপুণ কৃতিযাগে,
ক্রমেই বিকাশ তিনি হবেন
যিনি ক্রিয়ার কাণ্ডস্বরূপ,—
সব ঘটেরই অন্তরেতে
তিনি নিয়ামক, তিনিই ভূপ ৷ ৮৫ ৷

আসল কথাই ইষ্টনিষ্ঠা
অস্খলিত যতই হয়,
কৃতিনিয়ন্ত্রণ তেমনতর
সেই পথেতেই উপজয়,
দূরদৃষ্টি ক্রমে বাড়ে
দূরশ্রবাও হয় তেমন,
মানসদ্যুতিও দূরকে দেখে
তেমনতরই বিলক্ষণ ৷ ৮৬ ৷

ইষ্টনিষ্ঠায় শিষ্টরাগে
কিংবা শ্রেয়ে অটুট থেকে
কৃতিপথে চললে পরে
বোধ-বিচার আর সুবিবেকে—
বোধ-নজরের সংস্থিতিতে
নিরখ-পরখ উর্জ্জনায়
যেমনতর করবে তুমি,—
স্বস্তিও পাবে সেই ধারায়,
বিহিতভাবে চ'লে দেখ
সমঞ্জসার সঙ্গতিতে—
করার ক্রমে নিটোল দমে
বাড়বে তোমার সুপ্রতীত। ৮৭।

কিসে কোন্‌টার মিলন হ'লে
কী চরিত্র সেথা হয়,
কেমনভাবে কী ক'রেই বা
কেমন বিভায় সেটা বয়!—
সে সবগুলি বিনিয়ে দেখে
যেমনতর করবে তুমি,—
সেমনি সেটা থাকবে হ'তে,
ধরে যেমন সত্তাভূমি;
যে-সত্ত্বেতে অধিষ্ঠিত
যাহার যেমন হ'য়ে থাকে,
তেমনি ক'রেই জেনো কিন্তু
তদ্‌-অনুগ করবে তা'কে;
যা' হ'লে হয় যেমনটি ফল
সেমনি তাহার চলনদ্যুতি,
তেমনি ক'রেই সে-চাহিদায়
সত্তাও তা'য় করে স্তুতি,

স্রোতনহারা যেমনতর
  কৃতিদীপ্ত ঊর্জ্জনায়—
গতিও তা'র তেমনতর
  হওয়াও কিন্তু তেমনি হয়,
নিরখ-পরখ ক'রে তুমি
  দেখে সুষ্ঠু গুণাগুণ—
তেমনি ক'রে বুঝে নিও
  কেন গুণ তা'র ! কেন অগুণ !
ক'রেছ কী ! হ'ল বা কী !
  কেমন হওয়া নিলে ভেবে !
দেখেশুনে মিল হ'ল কী !—
  দেখ, বোঝ চেপেচুপে,
বিহিত জা'গায় এগুলি সব
  বুঝতে যদি নাই-ই পার,
যে বুঝেছে শিষ্টভাবে—
  তবে তুমি তা'কেই ধর । ৮৮ ।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠায়
  অটুট হ'য়ে দীপনরাগে
সেবাবিধি মেনে যা'রা
  বোধিসত্তায় আপনি জাগে,
তা'দের কাছে হয় ফুটন্ত
  অন্তরেরই দীপনরাগ,—
যা' হ'তে হয় সব যা'-কিছু
  উচ্ছলিত দীপন বাগ,
যে-সব বাগের প্রসারণে
  বিজ্ঞ বোধের ঊর্জ্জনায়
ক্রমেই ফোটে সর্বদিকেতে
  বিপর্য্যয় যেমনি যেথায়,

সঙ্গতিশীল হ'য়ে তা'রা
সংহত হয় সার্থকে,
ফুটন্ত হয় দর্শনজ্ঞানে
বোধনদ্যুতির দীপকে ;
এমনি ক'রে ক্রমেই আনে
সার্থকতার সংহতি,
বোধ ও বিদ্যার সার্থকতায়
সত্তার করে আরতি,
যে-আরতির উচ্ছলতা
আরোর দিকে ক্রমে টানে—
দীপ্ত ক'রে জীবনদ্যুতি
সুরতশব্দের সুঠাম তানে,
জ্ঞানদীপনার মুগ্ধ দ্যুতি
দর্শনেরই দ্যুতি-আলোক,—
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
ওঠেই জেগে সত্তালোক,
সত্তাভরা সঙ্গতি যা'র
ক্রমে-ক্রমে ফুটে ওঠে,
বাগ্‌দীপনী তৎপরতাও
ক্রমেই কিন্তু তেমনি ফোটে,
উৎসবেরই উৎসারণায়
অন্তরেরই সুঠাম বাগে
উচ্ছলা হয় ক্রমেই কিন্তু
দোলনক্রিয়ার দীপ্ত রাগে । ৮৯ ।

তপশ্চর্য্যা

বৃদ্ধিই যদি চাও—
সেইদিকেরই তপদীপনার
ক্রম বাড়িয়ে ধাও । ১ ।

ইষ্টচিন্তায় ইষ্টকাজে
ইষ্টার্থেরই তপে
নিষ্ঠা আসে আবেগ নিয়ে,
শিষ্ট রাখে জপে । ২ ।

সবার সেরা সেই নামটি
যা'র উর্জ্জনায় যা' সব,
তা'কে যে পায়, সবই সে পায়,
সেই তো নামের সংপ্রসব । ৩ ।

দুনিয়াভরা নাম-আবলী
রূপাবলীর কন্দরে,
নিষ্ঠাকৃতি যাতে যেমন
পায়ও তেমন অন্তরে । ৪ ।

ভরদুনিয়ার ঋক্‌দীপনী
আদি সংনাম,—
যা'র যোজনী তৎপরতায়
আসেই দিব্য ধাম । ৫ ।

নাম ততই তোর লাগবে মধুর
নামী-প্রীতি বাড়বে যত,
তাঁর গুণেতে গুণান্বয়ে
প্রীতি-কৃতি ফুটবে তত। ৬।

নামী-আনতি থাকেই যদি
নিষ্ঠানিপুণ রাগে,
শিষ্ট সেবার নিষ্ঠারাগে,
নাম সেথাতেই জাগে। ৭।

নিষ্ঠানতি নাইকো যা'দের
শুধু নামে কীই বা হবে ?
নামীতে নতি না থাকে যদি
সার্থকতা কোথায় তবে ? ৮।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগই কিন্তু
শিষ্ট আচার এনে দেয়,
ঐ চলনায় চতুর হ'লে
বিভূতিও আসে পায়-পায়। ৯।

বিহিতভাবে হ'য়েছে যা'-সব
হ'চ্ছে যা'-সব তপের পথে,
শিষ্ট চলায় ধ'রে তা'কে
বিভূতিও আসে সাথে-সাথে। ১০।

প্রীতিকৃতির নিদেশ যা'তে
তরতরিয়ে জেগে থাকে—
বিভূতি তখন বিভব হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনা করে তা'কে। ১১।

ইষ্টপালী ইষ্টপূজা
তপদীপনী সহজ চাল
বিভব-বিভূতি করেই তাজা,—
শুদ্ধ ক'রে দুষ্ট ভাল্। ১২।

বিহিত বিন্যাস রয় যেটাতে
বিভূতিও হয় তেমনতর,
বিভূতিই তো বিভব আনে
মূর্ত্তও হয় সে তেমনি দড়। ১৩।

সব যা'-কিছু বিনিয়ে দেখ
সঙ্গতিশীল ধাপে-ধাপে,
শিষ্ট সুষ্ঠু *তাপন-যোগে
বিহিতভাবে দিব্য তপে। ১৪।

প্রীতিধৃতির চর্য্যা নিয়ে
নিষ্ঠাকৃতির ধ'রে বল—
চল্ ওরে চল্ তাপস-চর্য্যি!—
অধ্যয়নে,—ছেড়ে ছল। ১৫।

ধৃতিবাহী আচার-বিচার,
ধৃতিবাহী অনুচলন,
নিষ্ঠানিপুণ শিষ্ট চলন—
ইষ্টতপার এই লক্ষণ। ১৬।

ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগে
নিদেশপালী ঊর্জ্জনায়
তপনিদেশে নিবিষ্ট হও—
থেকে অসৎ-বর্জ্জনায়। ১৭।

---

*তাপন = বিহিতভাবে বিনিয়ে নেবার যে action
অর্থাৎ কর্ম্মধারা।

যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি
নিষ্টানিপুণ হ'য়ে
তপঃক্রিয়ায় চলে যদি—
আসেই দ্যুতি ব'য়ে। ১৮।

যতই আঁধার ঘনিয়ে আসুক
তারার দঙ্গল তেমনি ফোটে,
তপোদীপ্ত না হ'লে কি
ওদের বিভা অমনি জোটে ? ১৯।

যেথায় যেমন স্খলিত নিষ্ঠা
তৃষ্ণার স্খলন তেমনি,
তপের ভড়ং যতই কর
ফলটি মিলবে সেমনি। ২০।

নিষ্ঠানিপুণ নাইকো নিবেশ
নাইকো শিষ্ট তপসাধন,
দয়ার দুয়ার বন্ধ রেখে
ভগবৎ-কৃপা পায় কখন ?
ভগবান্‌কেই উড়িয়ে দিয়ে
তাঁ'র দয়ারই ভিক্ষু সেজে
যদি দয়া আসেও হেঁটে
এলেও কি তা' পায় তখন ? ২১।

সৌরজগৎ দেখছ কেমন !
ঐ তপনের সন্ততি,—
তা'রই কিন্তু স্নেহল টানে
নিয়ন্ত্রিত তা'দের গতি ;

ইষ্টনিষ্ঠ যে হয় যেমন
মন, বিবেক আর বৃত্তি নিয়ে,
তপের টানেই সে ঠিক থাকে
ঐ তপনে হৃদয় দিয়ে। ২২।

সৎসন্দীপী ন্যায্য যা'-সব
শিষ্ট তপে সে-সব ক'রো,
সত্তাপোষী ধর্ম্মাচরণ—
সদ্‌দীপনায় তা'কে ধ'রো,
তৎপরতায় ক্রমে-ক্রমে
নিষ্ঠা অস্খলিত ক'রো,
আচার্য্যকে সত্তা দিয়ে
অন্তরেতে তাঁ'কেই ধ'রো। ২৩।

জীবন-নৌকা উজানে রেখে
পাল তুলে দে ওরে তপি!
জলের ক্রমটি দেখে-বুঝে
চল্‌ দেখে এই সৃষ্টিছবি,
ইষ্টনিষ্ঠার উজান টানে
অটুট হ'য়ে চল্‌ রে চল্‌,
এগিয়ে যত থাকবি যেতে
পাবিও বুকে অঢেল বল,
জলেও যদি সাঁতারই দিস্‌
জলের ক্রমটি চলিস্‌ দেখে—
যেথায় যেমন আঘাত-ব্যাঘাত
নিয়মনে নজর রেখে। ২৪।

দাগাবাজি-ধাপ্পাবাজি—
জুয়াচচুরি দে ছেড়ে
ইষ্টপথে সবকে নিয়ে
উচ্ছলতায় ওঠ্‌ বেড়ে,

ইষ্ট-দেওয়া নাম ক'রে তুই
মত্ত হ'য়ে সৎনেশায়,
ইষ্টপন্থা ধ'রে ও-তুই
চল্ রে চ'লে সৎদিশায় ;
অঢেল প্রাণে ইষ্টসেবায়
সত্তাটাকে বিছিয়ে দে,
ঈশ্বরেরই জীবন-নদে
জীবনটাকে উস্কে নে ;
নিজের সমান যা না ভেবে
পরের আধিব্যাধির কথা,
দীপন তালে প্রীতির রোলে
কর্ নিবারণ তা'দের ব্যথা,
মনে যে-সব খারাপ আসে
করবি নাকো কোনদিন,
ইষ্টসেবা ক'রে যাবি—
হ'বি নাকো কভু মলিন ;
প্রীতির ভরে যে যা' দেয় তোয়
তা'ই নিয়ে তুই চলৎ থাক্,
গমরে উঠুক হৃদয় ভ'রে
ইষ্টদেবের পরম ডাক । ২৫ ।

নিটোল-চলায় নিষ্ঠা যদি
না-ই র'ল তোর অন্তরে,
ইষ্টতপা হ'বি কেমনে ?
কুটই হৃদয়-কন্দরে ;
লোলুপ নেশায় স্বার্থ যে তোর
চলছে কত স্রোত ব'য়ে—
লক্ষ টানে বক্ষ যে তোর
ব্যর্থ হল টান নিয়ে ;

আত্মম্ভরি নেশা যে তোর
অন্তরে রয় অনুক্ষণ,
ইষ্টনেশা তা'তে কি হয় ?
বৃত্তিরই শুধু হয় সাধন ;
বোধিবিকাশের ধৃতিরাগ যা'র
আঁধারপথে চলতে থাকে—
লোলুপ নেশা লুব্ধ পায়ে
বৃত্তিতালে বেঁধে রাখে,
যতই ভাবিস্ যা'ই না করিস্
বৃত্তির খেলা রয় সেথায়,
নষ্ট ক'রে জীবনটারে
দগ্ধ করে ঐ নেশায়,
বৃত্তির উপর আধিপত্য
করবি কি তুই ঐ মনে ?
নিষ্টা অটল এখনও কর্—
ধৃতিদীপ্ত ইষ্টটানে,
দীপ্ত রাগের উচ্ছলতা
নিষ্ঠারাগের দীপ্তি নিয়ে
উঠবে নেচে তাথৈ-তাথৈ
কৃতির লোলুপ রাগটি ব'য়ে,
অসৎ-লড়াই মাৎ ক'রে তুই
মুক্ত ক'রে সত্তাটিকে—
ধৃতিতপে লাগাবি যেমন
বলও বাড়বে তেমনি বুকে,
ভক্তি কিন্তু দীপ্তিই পায়
নিষ্ঠানিপুণ রাগ যেমন,
শক্তিও আসে তেমনি বেড়ে
ইষ্টপ্রীতিও রয় তেমন। ২৬।

শব্দধারা আর দীপ্তি পেলেই
সব যে হ'ল তা' কিন্তু নয়,
সত্তাস্থিতির সংবেদনায়
নিয়মনে যেমন হয়—
ধৃতি আসে, প্রীতি আসে,
প্রজ্ঞা আসে ধীরজ পায়,
বিচারবুদ্ধি, বিবেচনা
সঙ্গে-সঙ্গে তা'তেই ধায়,
এমনি ক'রে ব্যক্তিত্বটা
বিভবপথে উথলে ওঠে,
শিষ্ট বিভার প্রভা নিয়ে
সত্তাতেই সব ক্রমে ফোটে ;
নিষ্ঠাদীপী সত্তা হ'লে
অস্খলিত থাকলে তা',
ঊর্জ্জনাও তেমনি বাড়ে
তেমনি বাড়ে হৃষ্টতা,
নন্দনাতে সুষ্ঠু হ'য়ে
বন্দনারই সু-আরতি
ফুটে ওঠে স্থিতিপথে—
নিয়ে ধৃতির শিষ্ট নীতি। ২৭।

জীবনতপে হ' ব্রতী তুই
ধৃতি-কৃতি নিয়ে,
উতলসুরে চলুক জীবন
সবায় তৃপ্তি দিয়ে। ২৮।

প্রীতিকৃতির দীপন রাগটি
যেমন সুরে রইবে বাঁধা,
তেমন তালেই চলবি ও-তুই
সুরও হবে তেমনি সাধা। ২৯।

অন্তরেরেই স্বরদীপনার
মিছিল চলন যেমনতর,
স্বরলোকের সত্তাও তা'র
তেমনতর হয়ই দড় । ৩০ ।

নিষ্ঠা আনে স্বরতের ডাক
স্বরতে আসে ভাবদ্যুতি,
শব্দ তখন দীপন রাগে
করে আরতি ইষ্টধৃতি,
যেমন ধৃতি কৃতি আনে
নিষ্ঠায় ক'রে ভরপুর,
শারীর বিধান শিষ্ট ক'রে
অন্তরেতে বাজে সুর,
নহবতের সুর-আলোতে
বাঁশীর সুরও বেজে ওঠে,
কিঙ্গরী আর রংকারেতে
রারং-রাগের ঋদ্ধি ফোটে,
শরীরই কিন্তু এই নহবত
আলো-সুরের খেলা যেথায়,—
উথলে ওঠে নিষ্ঠানিবেশ
আগ্রহটি থাকলে সেথায় ;
এমনি ক'রেই ক্রমে-ক্রমে
সত্তাসিদ্ধি যোগে ফোটে,
নন্দনাও তেমনিতরই
বিহিতভাবে সেথায় জোটে ;
নিথর চলায় অবশ স্থবির
যেমনতর যেথায় আছে,
ক্রমে-ক্রমে জাগতে থাকে
ব্যাহৃতিরই বিভব বেছে,

দেখা-শোনা-করায় জাগে
　　নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ,
উদাম ধাওয়ায় স্বস্তিচলায়
　　শিষ্টদীপা হয়ই রাগ ;
ক্রম-নিয়মন এমনতর
　　কৃতিপথে ধৃতি এনে
সত্তাপথে উচ্ছলতায়
　　উৎসদীপা করে টেনে। ৩১।

নিঃশ্বাস কিন্তু শক্তি বাড়ায়
　　যাহার যেমন প্রয়োজন,
সেটা যদি রুদ্ধই হ'ল
　　পায় না শরীর সুরক্ষণ। ৩২।

যে-সঙ্গীতির সংহতিতে
　　বিধান হ'ল বিনায়িত,
জীবনধারা যা'র ভিতরে
　　সুপ্ত চলায় চলে নিয়ত,
শ্বাসপ্রশ্বাস যে-তালেতে
　　স্থিতির আপূরণ ক'রে
বিহিত চলায় শক্ত ক'রে
　　জীবন্ত ক'রে রাখল ধ'রে—
শ্বাসপ্রশ্বাসের স্মিত সঙ্গীতি
　　জীবনতাপে তপ্ত হ'য়ে
চলল বিধান বিধিমত
　　জীবনেরই ধৃতি ব'য়ে,—
মোক্ থামতন তা'ই তো জীবন—
　　শরীর, মন ও প্রাণের গতি,

নিষ্ঠা নিয়ে সত্তাটাকে
বাঁধল দিয়ে শিষ্ট রতি,
শ্বাসপ্রশ্বাসের এমন গতিই
প্রাণনদীপী বিভবজ্বালা,
'হংস' বলে শ্বাসপ্রশ্বাসের
রকমফেরের এমন চলা ;
জীবনদ্যুতির শিষ্ট চলন
স্বতঃই যেটা চলতে থাকে
সঙ্গীতশীল শ্বাসপ্রশ্বাসে—
অজপাই তো বলে তা'কে,
ঐ অজপার জপের টানে
ইষ্টনিষ্ঠ যে যেমন,
ধৃতি-উছল কৃতি নিয়ে
সিদ্ধিপথে চলে তেমন,
শ্বাসপ্রশ্বাসই তো ব'লে দিচ্ছে—
কেমন ধারায় চলছে সে !
কেমন হ'লে স্বস্থ থাকে
ব্যতিক্রমে কেমন সে !
অন্তরেরই যে ব্যতিক্রম
নিয়ন্ত্রণ করে তা'কে যেমন—
ধৃতিকৃতি হয়তো তেমনি,
সত্তারও হয় তেমনি চলন,
আসল কথা, ইষ্টনিষ্ঠার
অস্খলিত উদাম গতি,
রতিভরা তেমন কৃতি
আনেই তেমন সুসংস্থিতি ;
অস্খলিত উদাম নেশায়
প্রীতিভরা ঊর্জ্জনায়
চলন-পালন সত্তারও হয়

শিষ্ট-নিপুণ বিনায়নায়,
নিষ্ঠানিপুণ রাগে ওরে !
শুভ'র গতি কোন্‌দিকে—
ঢেউয়ের মত জেগে ওঠে
চেতনসত্তার সব দিকে,—
ভালমন্দের নিয়ন্ত্রণটাও
অমনি ক'রেই হাতে আসে,
তেমনতরই সাধতে পারে
সাধ্য যে-সব মন-আকাশে,
পরাক্রমী প্রাণমাতানো
হৃদয়ভরা আবেগস্রোত
ক্রমেই সে-সব ঘনায়—নিয়ে
আকাশ-অণুর চমকজ্যোত,
দীপ্ত শিবের আকাশলীলা
বিকাশ পেয়ে মঙ্গলে
ওঠেই ফুটে সব দিকেতে
শুভ দীপ্তির দঙ্গলে ;
অনুরাগের রাগদীপনায়
নিষ্ঠা রেখে ইষ্টে কেবল,
সত্তা শিষ্ট সুষ্ঠু হ'য়ে
করুক সবায় সমুজ্জ্বল । ৩৩ ।

সাধনা

সিদ্ধিই যদি চাও—
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠায়
নিদেশবাহী হও । ১ ।

মোটামুটি শুনবি নাকি
আসল কথা কী ?
যা'ই না সাধিস্ তা'রই গোড়ায়
নিষ্ঠানিপুণ ধী । ২ ।

নিষ্ঠানিপুণ না হও যদি
কৃতিতপা উর্জ্জনায়,
তুমিই ফেলবে তোমার ধীকে
কঠোর ক্লিষ্ট যন্ত্রণায় । ৩ ।

উর্জ্জী ভক্তি তা'র—
শক্তিদীপ্ত প্রীতিনর্ত্তনে
ধৃতিনিষ্ঠা যা'র । ৪ ।

ভক্তির সাথে শক্তি না র'লে
ভক্তি কিন্তু হয়ই ক্লীব,
দ্যুতি সে-জন হারিয়ে ফেলে
নষ্ট হয় তা'র সৎপ্রদীপ । ৫ ।

নিষ্ঠাবিহীন ভক্তি যেথায়
শক্তি সেথায় বাড়ে কি ?
বোধবিকাশে কৃতী হ'লে
বাড়েই তা'তে ধ্রুব ধী । ৬ ।

নিষ্ঠাসহ ঊর্জ্জী ভক্তি
যেমনতর শিষ্ট হয়,
বীজদীপ্ত নামেরও হয়
তেমনতরই উপচয় । ৭ ।

দিব্য মেধা, দিব্য ধৃতিতৃ
সত্তায় ক'রে দ্যুতিমান—
চল্ ওরে তুই ঊর্জ্জী ভক্ত
ওঠ্ হ'য়ে তুই কৃতিমান,
জীবনসম্বল ধৃতিধারা,—
যা'তে সত্তার রক্ষণা,
দিব্য হ'য়ে ধৃতিপথে
বন্দনায় আন্ বর্দ্ধনা । ৮ ।

ভক্তিতে আছে ভজন কিন্তু
প্রীতি থাকে ঊর্জ্জনায়,
ঊর্জ্জী ভক্তি ঠিকই বুঝিস্,
শিষ্ট আনে বর্দ্ধনায় । ৯ ।

ভগবান্‌কে ভজতে গেলেই
মানুষকে তুই ভজবি আগে,
ভজনসেবায় ভরদুনিয়া
ফেল্ রঙিয়ে ভক্তিরাগে । ১০ ।

লক্ষ গুণের হোক্ না গুণী
তা'তে সত্তার হবে কী ?
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
উঠবে জেগে ক্রমে ধী । ১১ ।

নিষ্ঠানিপুণ অনুচলন
জ্ঞান ও গুণের করে বয়ন । ১২ ।

আবৃত্তিটা সুতোর টাকু,
অভ্যাসটা জানিস্ জোলার মাকু । ১৩ ।

যত কষ্টই আসুক না কেন
প্রিয়কে প্রতুল করেই—
নিষ্ঠা পাকে তা'তেই । ১৪ ।

নিষ্ঠা যদি না পাকে তোর
শিষ্ট কৃতি না বাড়ে,
সাধন-ভজন হয় কি কভু—
সত্তা কি তোর তা'য় ধরে ? ১৫ ।

সাধ্য তোমার তা'ই—
জীবনপথের কৃতিযোগে
বোধবিজ্ঞানে যা'ই । ১৬ ।

সব সাধনার ক্ষেত্রই জেনো
ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগ,
তা'তেই কিন্তু বেড়ে থাকে
পূরণদীপন শিষ্ট বাগ । ১৭ ।

সব সাধনার প্রথম আসন
অস্খলিত নিষ্ঠা জেনো,
স্খলনভরা নিষ্ঠা কিন্তু
ঘৃণ্যতপা ঠিকই মেনো ;
নিষ্ঠা যতই অটুট র'বে
লাখো ব্রজ্রের গর্জ্জনে,
তুমিও তেমনি উঠবে ফুটে
ঐ গর্জ্জনের তর্জ্জনে । ১৮ ।

যে-সাধনাই কর না কেন
নিষ্ঠা কিন্তু তা'রই হোতা,
স্খলনহারা নিষ্ঠাকৃতি
এনেই থাকে সার্থকতা । ১৯ ।

যে-সাধনাই কর-না কেন
নিষ্ঠা ছাড়া চলবে না,
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠায়
উঠবে ক্রমে, পড়বে না । ২০ ।

গুণগুলি সব ফুটেই থাকে—
ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগে,
কৃতিতপা চর্য্যাধৃতির
অনুশীলনী অটুট যাগে । ২১ ।

অস্খলিত নিষ্ঠাসেবা
সাধতে লাগে, সাধু,
নয়তো জানিস্ সাধবি যা'—তা'
হবেই যে বরবাদ । ২২ ।

নিষ্ঠাটাকে সাধিস্ আগে
অস্খলিত উর্জ্জনায়,
নিষ্ঠা ধ'রে এগিয়ে যা রে—
শিষ্ট সুষ্ঠু বর্দ্ধনায় । ২৩ ।

নিষ্ঠা নিরোধ যা'ই করুক না
শিষ্টতপা হ'য়ে চল্,
সব নিরোধকে রুদ্ধ ক'রে
অস্খলিত রেখে বল । ২৪ ।

ঢল্‌ঢলে ঐ চাঁদটি কেমন
উঠ্‌ল ফুটে ঐ গগনে,
ইষ্টনিষ্ঠ ভরা বুকে
ওঠ্ না থেকে সেই মগনে । ২৫ ।

প্রাণঘাতী কত নেশায় মানুষ
বিভোর হ'য়ে মাতাল রয়,
ইষ্টনিষ্ঠার অটুট নেশায়
দেখ্ না সেধে কী ফল হয়! ২৬ ।

বুদ্ধিকে যদি সিদ্ধ ক'রে
বড় হ'তেই চাও,
নিষ্ঠাপূত শিষ্ট পথে
ক্রমে-ক্রমে ধাও । ২৭ ।

অটুট রাখিস্ নিষ্ঠাটাকে
দীপ্ততপা উচ্ছলায়,
ক্ষিপ্ততপা হ'য়ে চলিস্
তৃপণদীপ্ত সচ্ছলায় । ২৮ ।

শিষ্টতপা অনুরাগে
নিষ্ঠাটাকে বিনিয়ে নিয়ে—
তেমনতরই হবি কৃতী
আসবে প্রীতিও তা'ই বিনিয়ে। ২৯।

অস্খলিত একনিষ্ঠায়
সিদ্ধিই যদি চাস্—
কৃতিপথে নিপুণ চলায়
বোধ বিনিয়ে ধাস্। ৩০।

ব্রহ্ম লভে কে ?—
একনিষ্ঠ ইষ্টরাগে
প্রজ্ঞাতপা যে। ৩১।

ব্রহ্মচর্য্য নয়কো কিন্তু
রেতঃটাকে বন্ধ রাখা,
বরং বোধি-বিবেক নিয়ে
বর্দ্ধনাতে তাজা থাকা। ৩২।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠায়
সহজ হ'য়ে সিদ্ধ হ'লে—
ব্রহ্মজ্ঞানের স্বভাব-দ্যুতি
দর্শন ও জ্ঞান গজিয়ে তোলে। ৩৩।

ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
স্বতঃ বিভায় জাগে যা'র—
জ্ঞানদৃষ্টি কৃতিবিভা
ব্রাহ্মীতেজে বাড়ে তা'র। ৩৪।

প্রার্থনা যেই নিটোল হ'ল
তদ্-অনুগ কৃতিযোগে,—
অনেক শান্তি পাবি ওরে
শরীর-মন আর বৃত্তি-রোগে । ৩৫ ।

পূজা তোমার সার্থক হবে
তেমনি তত উচ্ছলায়,
ইষ্টজনে করবি যত
শিষ্ট-তৃপ্ত- উর্জ্জনায় । ৩৬ ।

পূজার মরকোচ—বৈধী চলা,
ইষ্টনিষ্ঠ অনুক্ষণ,
সম্বর্দ্ধনায় এগিয়ে যাওয়া,
বোধে স্বস্থ, শুভ চলন । ৩৭ ।

পূজার পুরো ধাঁচই হ'চ্ছে—
অনুশীলনে সেধে নেওয়া,
সেধেশুধে সেগুলিকে
সবার ভিতর চারিয়ে দেওয়া । ৩৮ ।

বহু দেবতার করলে পূজা
ইষ্টনিষ্ঠাবিহীন রাগে,
সব সঙ্গতি যাবেই ভেঙ্গে
দেখবি অন্ধতমো-যাগে । ৩৯ ।

ব্যতিক্রমী বিলোল পূজায়
অবৈধ পথে চলিস্ যদি,
গুরুপূজা হবে কি তোর ?
দুঃখ পাবি নিরবধি । ৪০ ।

সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে
নিষ্ঠানিবেশ সঙ্গে রেখো,
অস্খলিত চলনবেগে
তাঁ'রই নিয়ন্ত্রণে থেকো ।৪১।

দেখেশুনে বুঝে-সুঝে
সংগ্রহ ক'রে শ্রদ্ধাভজন,
আচরণে জানেন যিনি
তাঁ' হ'তে নিও দীক্ষা তখন ;
একদিনও যদি দর্শন পাও—
তাঁ'র সুচারু চিন্তা দ্বারা,
ক্রমে-ক্রমে সংস্থ হবে
হ'য়ে উঠবে জীবন ভরা ।৪২।

দীক্ষা নিলেই সব হ'ল—?
(যদি) নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপনায়
গুরুনিদেশে না চল ? ৪৩।

নিষ্ঠানিপুণ হ'য়ে ও-তুই
শিষ্টরাগে ইষ্ট ধর্—
অস্খলিত উদাম তানে
তাঁ'র নিদেশেই ক'রে ভর ।৪৪।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে তুই
কৃতিদীপ্ত উর্জ্জনায়
করবি যা'-সব সুষ্ঠু পথে
সিদ্ধির সে-পথ সাধনায় ।৪৫।

জীবনরথে জীবনপথে
নিষ্ঠানিপুণ গুরুরতি—
শিষ্ট গুরুর নিদেশ-চলায়
চল পেলে' তুই রাগকৃতি । ৪৬ ।

নিষ্ঠানিপুণ ইষ্টরাগে
জীবনপথে উজান ব',
ভরদুনিয়ার কৃতিকেন্দ্র—
তাঁকেই বুকে রেখে হ' । ৪৭ ।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
কৃতিতপে থাক্ জাগি',
চিন্তাচলন সেই রাগেতেই,—
তা'তেই ওরে থাক্ লাগি' । ৪৮ ।

দুঃখকষ্ট তাড়ন-পীড়নে
মান-অপমান-লাঞ্ছনায়,
নিষ্ঠানিপুণ কৃতিরাগে
চললে পায়ই বর্দ্ধনায় । ৪৯ ।

মান-অপমানে সমান থাকে
টলে নাকো একটু,
নিষ্ঠানিপুণ কৃতিতপা,—
সেইজনই সুপটু । ৫০ ।

অস্খলিত রাগদীপনা
নিষ্ঠানিপুণ ঊর্জ্জনায়
সেধে নিয়ে অনেক করে—
সুসৌষ্ঠবের নন্দনায় । ৫১ ।

আচার্য্যই যদি ধর—
অস্খলিত নিষ্ঠারাগে
অনুসরণ তাঁ'র কর । ৫২ ।

নিষ্ঠানিবেশ-অনুরাগে
আচার্য্যগ্রহণ যেই করে—
জীবন্ত দীক্ষা তা'রই তো হয়
চলে যদি নিষ্ঠাভরে । ৫৩ ।

সৎ-আচার্য্যে নিষ্ঠা যা'দের
স্খলনভরা হ'য়ে চলে,
ব্যতিক্রম ও বিকৃতিতে
সহজেতেই পড়ে ঢ'লে । ৫৪ ।

লক্ষ্য আগে নে সেধে তুই
আত্মসাধন-উর্জ্জনায়,
বোধে এনে শিষ্ট চলিস্—
অসৎ যা' তা'র বর্জ্জনায় । ৫৫ ।

সাত্বত যা' বিধান তোমার
ভালমন্দের খুঁটিনাটি
বেছে নিয়ে সিদ্ধ কর,
হ'য়ে ওঠ ঈশ্বরকোটি । ৫৬ ।

ঈশ্বরই তো আরাধ্য সবা'র
জীবন-স্থণ্ডিল তিনি শুদ্ধ,
বেত্তা গুরুর শরণ নিয়ে
স্বভাবটাকে কর্ তো মধু । ৫৭ ।

সবা'তেই তো ঈশ্বর আছেন
জীবন হ'য়ে সত্তামাঝে,
বেত্তা গুরুর শরণ নিয়ে
তাঁ'র নিদেশে লাগ্-না কাজে । ৫৮ ।

ইষ্টনিদেশে ক্লান্ত যে নয়
অনুজ্ঞাকে মূর্ত্তি দেয়,
বোধিবিবেকী সংহতিতে
চলেই সে-জন স্বষ্ঠু পায় । ৫৯ ।

নিষ্ঠা-আবেগ-আকুলতা
অন্তরে তোর থাকেই যদি,
স্রোতলদীপ্ত ইষ্টসেবায়
চল্ না ওরে,—নিরবধি । ৬০ ।

হাতে-কলমে ইষ্টসেবাই
কৃতিদীপ্ত উর্জ্জনায়,
হৃদয়টাকে সবল করে
নিদেশবাহী বর্দ্ধনায় । ৬১ ।

অস্খলিত ইষ্টসেবায়
নিষ্ঠানিপুণ যতই মন—
এগিয়ে চলে ক্রমিক চলায়,
সার্থকও হয় তা'র সাধন । ৬২ ।

নিষ্টানিপুণ রাগ নিয়ে তুই
ইষ্টসেবা করবি যেমন,
কৃতিপথে দীপ্ত তেজে
উঠবি বেড়ে তেমনি তেমন । ৬৩ ।

তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনাতে
ইষ্টনিষ্ঠায় যদি চলিস্,
ইষ্টনিষ্ঠা নিছক তোরে
করবে মহান্ ঠিক বুঝিস্ । ৬৪ ।

স্ত্রী-সন্তান-শিষ্য-সেবক
গুরুর ভর্ৎসনায় যেই বিগ্ড়ালো,
ঠিকমতন তুই বুঝে রাখিস্—
নিজের কপাল নিজে খাম্চালো । ৬৫ ।

গুরুর তোষণে উছল হ'লি
শাসনে তোর এলো বিরাগ,
তা'র মানেই তো ধৃতিপথে
নাইকো কোন অনুরাগ । ৬৬ ।

তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা আর
প্রীতির আদর স্নেহমাখা,
সব বিষয়ে থেকে রাজী
ধরিস্ গুরু, হোস্ নে বোকা । ৬৭ ।

গুরু করার আগেই কিন্তু
নিরখ-পরখ যা' হয় করিস্,
গুরু ক'রে ও-সব করায়
পরে কিন্তু হয়ই বিষ । ৬৮ ।

গুরুর সেবা করবি যতই
কায়মনোবাক্-বোধবিজ্ঞানে,
শিষ্ট হ'য়ে বোধগুলি তোর
মানসপটে উঠবে ধ্যানে । ৬৯ ।

শরীর-মনে সঙ্গতি যা'
দেখে-বুঝে হয় গুরুর বিধান,
সেই বিধানে চ'লে-চ'লে
ধৃতির পথে হও আগুয়ান ।৭০।

গুরুর ঐশ্বর্য্য-ধন-সম্পদের
তছ্‌রূপী যে হয়,
অদৃষ্ট তা'র এমনি পোড়া
ক্ষয়েই সে পায় লয় ।৭১।

গুরুনিন্দায় সৎ সাধক হও—
অন্যের টোকা যেমনি খাও
সহ্যসীমায় আর তুমি নও ;
এতেও তুমি ইষ্টরাগী ?—
ফাঁকিই কিন্তু নিচ্ছ মাগি' ।৭২।

ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগে
অস্খলিত সজাগ থেকে,
যেমনতর নিয়ন্ত্রণ তাঁ'র
তেমনি চ'লো সেটি দেখে ।৭৩।

কী কতখানি সইতে পার
বইতে পার তা' যেমন,—
স'য়ে-ব'য়ে দেখে নিও
সহ্য-ধৈর্য্য রয় কেমন ! ৭৪।

অধ্যবসায়ী তৎপরতা
সহ্য-ধৈর্য্যের সাথে বেঁধে
কৃতী ক'রে তোলে সবা'কে
বিহিত সাধায় নিয়ে—সেধে ।৭৫।

সেধে চলছ শুভ যা'-সব
বাদ দিও না যত পার,
সাধার চলন শিষ্ট হ'লে
হ'য়েই থাকে শুভ দড় । ৭৬ ।

সাধার আবেগ যেমনতর
ধৃতি-কৃতি যেমন দড়,
উন্নতি তা'য় অবাধ টানে
ক'রে তোলে তেমনি বড় । ৭৭ ।

সাধ যদি চায় সাধতে কিছু
পূরাতে মনের কামনা,
নিষ্ঠানুগ শিষ্ট তানে
কর যেমন বাসনা ;
কৃতির যোগে সুবিন্যাসে
আপূরিত যেই হবে,—
সাধনা তোমার সিদ্ধি নিয়ে
হৃষ্ট ক'রে তুলবে তবে । ৭৮ ।

যে-সাধাই তুমি সেধে চল না—
নিষ্ঠা-কৃতি-আনুগত্যে
চলতেই হবে সেধে-শুধে
এনেই তা'দের ঠিক আয়ত্তে,
হামবড়ায়ী ফক্কাবাজি
নইলে তোমায় ধরবে ঠেসে,
অজান জানায় সব জানাকে
ক্রমে-ক্রমেই ধরবে খুশে ;
সাবধান হ' ওরে পাগল !
বিকৃতিতে দিস্ নে পা,
ইষ্টনিষ্ঠার সটান টানে
তাঁ'র সেবাতেই কেবল ধা' । ৭৯ ।

সুপদ্‌কে তুব ইষ্টনেশায়
এমন অটুট নে ক'রে,—
আপদ্ সকল যাক্ রে কেটে
বিভু-বিগ্রহ—তাঁকে ধ'রে । ৮০ ।

বিভু যেমন অণুর অণু
মহৎ হ'য়েও অতি মহান্,
তোমার স্বভাব তেমনি রে হোক
রেখে তেমনি বিপুল প্রাণ । ৮১ ।

বিনয়-বিশাল জল হ'লে তা'ও
সমুদ্রেই তা'র গতি প্রধান,
সাঁতার দিয়ে গা ভাসিয়ে
চলে যা'রা—পায় সে আধান ;
বিনয়গুণে গা ভাসিয়ে
ইষ্টীপূত লক্ষ্য নিয়ে
চল ওরে তুই ব্যাপন-চলায়
বিভুর পূজায় হৃদয় দিয়ে । ৮২ ।

পাখীও কত পড়ে-করে
শিখতে করে সাধনা,
তুই কি ভাবিস্—এমনি বর্ব্বর
করতে কিছু পারবি না ? ৮৩ ।

পরাক্রমে যেন থাকেই তোমার
সুযুক্তিশীল ঊর্জ্জী গতি,
প্রীতি-জোয়ারে চলুক সে-সব
বাড়িয়ে তুলুক ইষ্টরতি । ৮৪ ।

ঝড়ঝঞ্ঝা-ঘূর্ণিতালে
যেথায় যেমন প'ড়ে থাকিস্,
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হ'য়ে
সব যা'-কিছু বিনিয়ে দেখিস্ । ৮৫ ।

ভাবভঙ্গী রাখবে যেমন
রাখবে যেমন মনোযোগ,
ইষ্টনিষ্ঠ প্রাণে তোমার
আসবে কিন্তু তেমনি যোগ । ৮৬ ।

ইষ্টদরদে দরদী হও,
নিরাকরণ কর দুঃখে,
শিষ্ট নেশায় নিবিষ্ট হও,
রাখ তাঁকে তুমি সুখে । ৮৭ ।

ইষ্টে দরদ না থাকলে পরে
ইষ্টপরাক্রম নাইকো কিন্তু,
বহুরূপী সে চল্‌নেওয়ালা
মস্ত একটা কুটিল জন্তু । ৮৮ ।

নিজের স্বার্থ জার ক'রেউ
ইষ্টকার্য্যে আত্মনিয়োগ
যেমনভাবে যেজন করে—
আসেই যে তা'র দীপনযোগ । ৮৯ ।

ইষ্টভৃতি নাইকো যেথায়—
ইষ্টার্থ-প্রীতি খুবই কম,
ইষ্টার্থ-কৃতি কম যেখানে
কমই সেথায় নিষ্ঠাদম । ৯০ ।

হল্‌দে পাখী গাছের ডালে
আনন্দে গায়—'খোকা হো'ক',
তুমিও তেমনি গেয়ে চল
ইষ্টার্থ তোমার স্বার্থে রো'ক ৷ ৯১ ৷

ধারণাবতী বোধ ও দর্শন
ধ্যানের ফলন তা'ই,
ও ছাড়া কিন্তু সার্থক ধ্যানের
বিহিত অর্থ নাই ৷ ৯২ ৷

ধ্যানসিদ্ধ তখনই হয়
নিষ্ঠা-আবেগ নিয়ে—
অন্তরেরই ঊর্ম্মি চলে
সার্থক বোধ দিয়ে ৷ ৯৩ ৷

নিষ্ঠাসহ নাম
পূরায় মনস্কাম ৷ ৯৪ ৷

মনন করাই ধেয়ান করা
ইষ্টার্থেতে মিলিয়ে নিয়ে—
উৎকীর্ণ তা' কৃতিতে ক'রে
বাস্তবতার রূপ বিলিয়ে ৷ ৯৫ ৷

যা'রাই জানিস্ গুরু ধরে
মান-যশ আর অর্থলোভে,
ফাঁকিবাজির উদ্দীপনায়
বেঘোর পাঁকে তা'রাই ডোবে ৷ ৯৬ ৷

অর্থ-মান-যশ পেলে পরে
অনেকেরই তা' ভাল লাগে,
অটুট ইষ্টস্বার্থীর কিন্তু
ইষ্টার্থই সব ছাপিয়ে জাগে । ৯৭ ।

ইষ্টার্থ যা'র স্বার্থ হ'য়ে
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে
অস্খলিতভাবে চলে,—
তা'রাই ওঠে ফিনিক দিয়ে । ৯৮ ।

ইষ্টার্থটাই অর্থ হ'য়ে
ফোটে যাহার অন্তরে,
উচ্ছলতায় বেড়েই ওঠে
রয় না তামস-গহ্বরে । ৯৯ ।

ইষ্টনেশায় শিষ্ট হ'য়ে
রিপুর বাঁধন ক'ষে দাও,
পায়ে-পায়ে এগিয়ে চল
ইষ্টার্থেতে ছুটে ধাও । ১০০ ।

শরীর যেমন কৃতির টানে
নাচে প্রাণন-স্পন্দনে,
ইষ্টার্থেতে মেতে তুমি
দোলো কৃতি-নন্দনে । ১০১ ।

ইষ্টার্থরাগ অটুট রেখে
জ্ঞানবিবেকের চক্ষু নিয়ে
ইষ্টসেবায় অটুট থাকিস্‌—
তাঁতেই সম্বুদ্ধ হ'য়ে । ১০২ ।

সিক্ত হ'য়ে থাক তুমি
ইষ্টার্থের বিভব নিয়ে,
সুষ্ঠুদীপী হ'য়ে চল
সত্তাদ্যুতির স্ফুরণ দিয়ে,
বাক্-ব্যবহার-নিষ্ঠাভাবে
হউক স্ফুরণ ইষ্টার্থেরই,
সদ্দীপনার সদাচারে
কর সেবা সেই দ্যুতিরই,
তৃপ্ত হ'য়ে থাক না এমন
বাক্যে ফুটুক ধৃতিধারা,
কার্য্যে ফুটুক বিনায়না
হ'য়ে প্রীতি-পাগলপারা। ১০৩।

মাকড়সাগুলি দেখছ কি ?
কেমন সুন্দর জাল বোনে,
জাল বুনে তা'রা ব'সে থাকে
দেখো—কিন্তু মাঝখানে ;
তুমিও তেমনি শরীর যন্ত্রের
নিষ্ঠানিপুণ কেন্দ্রে থাক,
কেন্দ্রের অনুপাতে যা'-সব
করণীয় করতে ভুলো নাকো। ১০৪।

একেই যা'রা বহু দেখে
তাৎপর্য্যেরই তত্ত্ব দিয়ে,
সঙ্গতির ঐ সার্থকতায়
সবই জাগে ফিনিক্ দিয়ে ;
তীব্রতর ওঠ্ না হ'য়ে
দিব্য রেখে হৃদয়খান,
অন্ধতমস কাটবে স্বতঃই
অমৃতে কর অভিযান। ১০৫।

ইষ্টত্যাগী হওয়ার চেয়ে
পাপ-বিদূষণ নাইকো আর,
জীবনটাকে দুঃস্থ ক'রে
নষ্টে জীবন উর্জ্জনার,
প্রাণস্পন্দনের শিষ্ট চলন
চলে যেটা উচ্ছলায়—
নষ্ট ক'রে আনেই কিন্তু
ভঙ্গুর তমস সত্তায় । ১০৬ ।

ইষ্টনিষ্ঠা অটুট ক'রে
চল্ দেখি তুই স্রোতল চলায়,
সঙ্গীতশীল বোধ-অয়ন আন্
বাস্তবতার বিভাবনায়,
এমনি ক'রে এগিয়ে চ'লে—
খুঁটিনাটি যা'-কিছু,
বিনিয়ে নে তোর জীবনদ্যুতি
থাকিস্ নাকো বোধে পিছু । ১০৭ ।

মান-অভিমান-আপ্‌সোস যা'দের
কিছুতেই ব্যর্থ না করে—
অস্খলিত এমন নিষ্ঠাই
কৃতি সার্থকতায় ধরে,
উন্নতি তা'দের হ'য়েই থাকে
শিষ্টনিষ্ঠ চলন নিয়ে,
শ্রমপ্রিয়তা তৃপ্ত তখন
রাগসম্বেগী হৃদয় দিয়ে । ১০৮ ।

শ্রেয়নিষ্ঠারাগ নিয়ে তুই
বৃত্তিগুলি বিনিয়ে নে,
বোধবিবেকের তৎপরতার
ধীয়ের নজর ছড়িয়ে দে,

কেউ যেন কোন মন্দ পথে
*'টাই' দিয়ে তোকে না নিয়ে যায়,
ধী-দৃষ্টির তৎপরতায়
নজর রেখে চলিস্ তা'য় । ১০৯ ।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
দৃষ্টি নিয়ে চলতে গেলে
কোথায়ও হয় ভরপুর আর
কোথাও † ঊষদৃকে চলে,
অনুরাগকৃতির পারিজাত কোথাও
কোথাও ঊষর স্তব্ধতা—
এমনি ক'রে ভেঙ্গে-গ'ড়ে
রাখে সত্তার শিষ্টতা । ১১০ ।

যজন-যাজন-দান-অধ্যয়ন
অধ্যাপনা-প্রতিগ্রহ—
ইষ্টনেশায় অটুট থেকে
শিষ্ট সাধায় কাটে দ্রোহ,
সাধার পথে ষট্‌কর্ম্ম—
শিষ্ট সুষ্ঠু সাড়ায়
তৃপ্তিসহ দীপ্তি আনে
বোধদ্যুতি বাড়ায় । ১১১ ।

শিষ্ট-সুষ্ঠু চলন যা'দের
সিদ্ধ-দীপ্ত কৃতি নিয়ে—
সাধনবেদীর শিষ্টাচারে
চ'লেও থাকে ধৃতি বেয়ে,

---

* টাই=ধোঁকা।

† ঊষদৃক্=অনুর্ব্বর অবস্থা।

জীবনটাও তোর তেমনতর
 বোধিদীপ্ত কৃতিসহ
চ'লে থাকে শিষ্টাচারে,—
 হয়ই কম সে সুদুর্ব্বহ ।১১২।

ইষ্টনিদেশ পালন করাই
 জানিস্ এটা পরম স্বার্থ,
তীব্রতেজা হ'য়ে পালিস্
 বোধবিকাশে দিয়ে অর্থ,
ঊর্জ্জীতেজা হ'য়ে করবি
 ইষ্টনিদেশ যেটাই পাস্,
মানসকৃতির বোধবিকাশে
 সার্থকতায় অমনি ধাস্,
ধরবি যে-কাজ, ব্যর্থ না হয়,—
 সার্থকতায় সুষ্ঠু ক'রে—
অর্ঘ্য দিবি ইষ্টে তাহা
 নিষ্পন্নতায় সিদ্ধ ক'রে,
জীবনসাধন ঐ যেন হয়
 সিদ্ধিও আসুক্ ঐ পথে,—
অমনি ক'রে চ'লে দেখিস্
 বাড়িস্ কেমন দীপ্তি-সাথে ।১১৩।

শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর
 যে-ভাবেরই ভাবুক হও,
সেই ভাবেতেই নিবিষ্ট হ'য়ে
 নিষ্ঠা নিয়ে তা'তেই রও,
ভাব-ব্যতিক্রম হয় না যেন
 বিকৃতিরই অবশ টানে,—
দেখবে ক্রমে শিষ্ট হবে
 ভাবের বাতাস লেগে প্রাণে ;

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
সেইভাবেতে রত রও,
তা'রই বাতাস লাগুক্ প্রাণে
হৃদয়েতে সিক্ত হও,
তৃপ্তি আসুক, দীপ্তি আসুক,
উর্জ্জনা র'ক্ নিরন্তর,
এমনি ক'রেই ওঠ ফুটে
রেখে নিটোল নিষ্ঠাভর । ১১৪ ।

নিষ্ঠানিবেশ নিনড় ক'রে
ধ্যানে দীপ্ত হও,
ধ্যান-মননে দেখে বুঝে
সঙ্গতিতে রও ;
বোঝ, ধর, কর, অমন
প্রাজ্ঞ বোধি নিয়ে,
তবে তো ধ্যান সিদ্ধ হবে
কুশলদীপা হ'য়ে,
সার্থকতায় বুঝেসুঝে
কৃতিদীপ্ত হ'লে,
দর্শনটাকে বাস্তবতায়
মূর্ত্ত ক'রে তোলে,
কৃতিযোগে তেমনি তো হয়
কৃতিদীপ্ত যা'রা,
ভেবেবুঝে ক'রে কিন্তু
সার্থক হয় তা'রা । ১১৫ ।

চিন্তাগুলি আজব কথার
নিয়ে কত গুলতানি
ইষ্টনেশার আজব টানে
ক'রে কতই কেরদানি

কত সৃষ্টির বৃষ্টি ক'রে
সঙ্গীতিহারা সম্পদে
চ'লে চ'লে হয়রাণ হ'য়ে
আবেগ নিয়ে ইষ্টেতে—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যেতে
নিয়ে কত তৎপরে
সঙ্গে ছোটে শব্দ দীপন
কত রকম তান ধ'রে,
ভালমন্দের রকমারি সব
এমনতরই বিনিয়ে নিয়ে
দীপন রাগে চলতে থাকে
কত রকম ধী পেয়ে—
সঙ্গতিশীল ঐ ধীগুলি
ধৃতির বেদন-বিনায়নে
স্বপ্ন হ'য়ে জেগে ওঠে
ইষ্টার্থটির উৎসরণে,
এমনি ক'রেই এগিয়ে চলে
নিষ্ঠানিপুণ ভক্তিমান্,
ক্রমে-ক্রমে সব প্রবৃত্তির
হ'য়ে থাকে কত আধান,
আধান যখন নিষ্ঠানিপুণ
বিধান নিয়ে চলতে রয়—
তা'র ফলেতেই কত রকম
কোথায় কত দর্শন হয়!
এমনি ক'রেই সার্থকতায়
মননভরা ধেয়ান-চলন
শিষ্ট হ'য়ে সুষ্ঠু তালে
হ'তে থাকে উচ্ছলন । ১১৬ ।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
আচার্য্যের নিয়ে স্মরণ
চলতে থাক সবল চলায়
প্রদীপ্ত হোক্ তোমার জীবন ;
সিদ্ধি আন প্রতি কাজেই
দূরদৃষ্টি জেগে উঠুক,
মাভৈঃ-রবে দীপ্ত রাগে
অজ্ঞতা সব সুপথ ধরুক্,
চিন্তাচলন পরম কারণ
নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপিকায়
উঠুক জেগে তৃপ্ত তপে
ফুটুক্ সে-সব প্রাণ-ভূমিকায়,
স্বস্তি আসুক্ দীপ্ত সুরে
বৃদ্ধি উঠুক্ নিত্য জেগে,
চল্ রে ওরে! অটুট হ'য়ে
নিষ্ঠানিপুণ কৃতিযাগে। ১১৭।

বহুনৈষ্ঠিক জীবন নিয়ে
চললে,—কোনকালে
শ্রেয়লাভ নাইকো তোমার
বুঝে নিও—ভালে,
যত সামর্থ্য থাক্ না তোমার
অশ্রেয় হোক কিংবা শ্রেয়
সবই কিন্তু বেঘোর পথে
হবেই জেনো নেহাৎ হেয়,
শ্রেয় যিনি তাঁ'তেই শ্রদ্ধা
রেখো তৃপ্তি নিয়ে,
নিষ্ঠা রেখো ইষ্টে তোমার
সকল হৃদয় দিয়ে। ১১৮।

নরক মানেই—
বর্দ্ধন যেথা খাবি খায়,
আচার্য্যনিষ্ঠা ব্যাহত হ'লে
ব্যতিক্রম আসে পায় পায় ;
ব্যতিক্রমদুষ্ট যেই হ'লে তুমি
ব্যর্থ হ'ল সুঠাম চাল,
উন্নতিটি খাবি খেয়ে
ছাড়ল কিন্তু জীবন-হাল ;
দীপ্তিভরা তৃপ্তি তুমি
ফেলবে হারিয়ে একদম,
চলবে তুমি ব্যতিক্রমে
ব্যর্থ ক'রে সকল শ্রম । ১১৯ ।

আচার্য্য বা সদ্‌গুরুর কাছে
দীক্ষা যা'রা নিয়ে থাকে,
পরবর্ত্তী আচার্য্য এলেও
নিয়ন্ত্রণ-গুরু বলে তাঁ'কে ;
ব্যত্যয়ী ধাঁজ এলেই কিন্তু
রুদ্ধ হয় তা'র সে-আবেশ,
যা'র ফলেতে ব্যতিক্রমদুষ্ট
হ'য়ে চলে সবিশেষ,
বহু-বিক্ষেপী ব্যতিক্রম যা'-সব
তা'র সাধনায় সংস্থ হয়,
বিহিতভাবে নষ্ট পায় সে—
সহজ গতি হবার নয় । ১২০ ।

বহু আচার্য্যের দীক্ষায় যদি
তেমন ক'রেই চলতে থাক,
ঘূর্ণিপাকেই পড়বে তুমি
সার্থকতা পাবে নাকো,

মাথার বিকার হয়ই ওতে
বিনায়িত হয় না তা',
একনিষ্ঠ রাগকৃতি
ক'রেই তোলে তা'র সমতা ;
সবার কাছে যাও না তুমি
সবার কাছেই হও আনত,
ইষ্ট যিনি তাঁ'রই কাছে
হ'য়ো কিন্তু বিনায়িত,
এক জায়গাতে নিটোল হ'য়ে
ভরদুনিয়ায় যা'-সব আছে—
দেখ, শোন, কর সে-সব
সংস্থ ক'রে ইষ্টের কাছে,
সেই বিনায়নে চল তুমি
তেমনি ক'রেই চলতে থাক,
ঘূর্ণিপাকের বেঘোরেতে
মূর্ত্ত হ'য়ে প'ড়ো নাকো । ১২১ ।

নিষ্ঠানিপুণ সত্তাপালী
মহান্ পুরুষের আবির্ভাবে,
সকল জীবন উস্‌কে ওঠে
প্রাণন-স্রোতা সুগৌরবে ;
তাঁ'দের প্রভাব প্রতি প্রাণে-প্রাণে
হিল্লোল তুলে এখনও যায়,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগসহ
শিষ্ট বেদনা হৃদয়ে ধায় ;
তাঁ'তে প্রীতিভরা হৃদয় যা'দের—
ভক্তি তা'দের উছল হ'য়ে
ব্যাপন-বেগে শ্রদ্ধাস্রোতে
আবেগসহ চলেই ব'য়ে ;

কৃতিতপতাপে শ্রমসুখ নিয়ে
থাকে যা'দের বিভব-প্রাণ,
চর্য্যানিপুণ হৃদয়ে তা'রা
সবা'কে করে অভয় দান ;
নিষ্ঠারাগ সেথা অনুগতি নিয়ে
কৃতিসম্বেগে আপনি ধায়—
তাড়ন-পীড়ন সব উপেক্ষিয়া
চলে উচ্ছল শ্রেয়-প্রতিষ্ঠায়। ১২২।

ব্যতিক্রমী শিষ্য পেলেই
এমনতর শিক্ষা দিও—
ত্যাগ-মহড়ায় যেন না পড়ে
তেমন তাহার তত্ত্ব নিও ;
সর্ব্বনাশা ইষ্টত্যাগে
যা'রাই জেনো প্রশ্রয় দেয়,
দেশ-সমাজকে তা'রাই ভাঙ্গে
সর্ব্বনাশে তা'রাই নেয় ;
মহামানব বা মহাপুরুষ
বিগতই যদি হ'য়ে থাকেন,
শিষ্য পেলে তাঁ'র শিক্ষা দিও—
যা'তে নিষ্ঠা তাঁ'তেই রাখেন ;
যদি কোথাও দীক্ষা নেওয়া
হ'য়েই ওঠে প্রয়োজন,
পূর্ব্ব আচার্য্যের দীক্ষাটাকে
ক'রে নিও পুরশ্চরণ ;
উপদেশ নিয়ে নিদেশ পেলে'
নিয়েছ দীক্ষা যাঁ'র কাছে,
অনুসরণ ক'রো তাঁ'রেই তুমি
পরে তোমার যে-জন আছে,

তাঁর নিয়মনে চ'লো তুমি
নিদেশ-পালন ক'রে তাঁর,
সেধে-শুধে শিষ্ট হ'য়ে
বর্দ্ধনাতে হউক বাড় । ১২৩ ।

শাসন-তোষণ যা'ই করুন না—
আচার্য্য তোমায় যেমনতর,
আশীর্ব্বাদ তা' ঠিকই জেনো
থাকলে তাঁতে শিষ্ট দড়,
ব্যতিক্রান্ত না হও যা'তে
আসল কথা সেইখানে,
শাসন-তোষণ সুষ্ঠু করবে
তোমায় জেনো সেই টানে ;
ঠিক থাকিস্ তুই, বিক্ষেপ যেন
কোথাও কখনও না আসে,
ধৈর্য্য ধ'রে তীব্র তেজে
লেগে যা' তুই সেই তলাসে,
সব সময়ে অস্খলিত
নিদেশ মানন বোধ রেখে
চলতে থাক্ তুই শিষ্ট তালে—
আগে-পিছে সব দেখে,
যেথায় যেমন করা উচিত
যেথায় যেমন থাকতে চাস্,
সুষ্ঠুভাবে বিনায়নে
তেমনতরই সেদিকে যা'স্,
ইষ্টকেন্দ্র অটল রেখে
চলিস্ সুষ্ঠু নিটোলভাবে,

চরিত্রটি এমনি ক'রেই
উঠুক জেগে ধাপে-ধাপে,
আত্মদর্শন অন্তর-দেখায়
ফুটন্ত হো'ক্ ক্রমে-ক্রমে,
ব্যাপনদীপ্তি ছিটিয়ে পড়ুক
সুষ্ঠু তালে দমে-দমে,
ক্রমে-ক্রমে বাড়তে থাক্ তুই
কৃতিদীপ্ত মুখর হ'য়ে,
কৃতিপথে এগিয়ে চল্ তুই
ইষ্টনেশার দড়ি ব'য়ে । ১২৪ ।

গুরুরে তুই দেখবি যখন
প্রীতিদীপ্ত মননপথে,
ভাবজগতে দীপ্তি নিয়ে
বাস্তবতার আবেগসাথে—
মানস-দেবতা মনোজগতে
নিয়ে অনেক অভিব্যক্তি
কইবে কথা বাগ্দীপনায়
সহ অনেক স্মিত শক্তি,
বুঝবি তখন সাধনপথে
প্রথম ধাপটি এগিয়ে এলি,
ভাবজগতের বন্দনাতে
তোর সাথে সে করছে কেলি ;
এমনি ক'রে ক্রমে-ক্রমে
শব্দপথের রথধারায়
উঠছে ফুটে ইষ্ট তোমার
শব্দসুরতশিষ্ট চলায়,
ক্রমে-ক্রমে এমনি ক'রে
এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্,

ইষ্টরূপের ভাবমূরতি
কৃতির ঢেউয়ে দেখে চল্,
ক্রমে-ক্রমে এগিয়ে এগিয়ে
বোধ-বিবেক ধী'র বিনায়নে
চলতে থাক্ তুই, শিখতে থাক্ তুই
নানারূপের প্রকম্পনে ;
থেমে যাস্ না একটু চ'লেই,—
নিষ্ঠানিপুণ ভক্তি নিয়ে
সিদ্ধিপথে চল্ এগিয়ে
প্রাণনদীপ্ত হৃদয় দিয়ে ;
বীজের দীপ্তি নাদেই থাকে
নাদই স্ফূর্ত্তি হ'য়ে চলে—
নানান তালে নানান ধাঁচে
নানান রকম কলকুশলে,
এমনি ক'রে দেখবি-বুঝবি
শব্দরূপের ক্রমগতি,
বুঝ-বোধনা জাগবে ক্রমে
ক্রমের পথে চলিস্ যদি । ১২৫ ।

প্রবৃত্তি যখন বলবে তোরে—
'আচার্য্য হ'তে আয় স'রে',
তুই কিন্তু শক্ত-থাকিস্
থাকিস্ নে কো কভু দূরে,
প্রবৃত্তির সাথে এমনি লড়াই
চলবে তোমার যতদিন—
নিষ্ঠাভরে শক্ত থেকো,
হ'য়ো না দুর্ব্বল, হ'য়ো না ক্ষীণ ;
এমনি ক'রেই দেখবে যখন
সংঘর্ষে বেশ দাঁড়িয়ে আছ,

বুঝবে তখন,—অনেকখানি
সত্তায় তুমি তাঁকে পেয়েছ ;
সেবার পথে যুক্ত হ'য়ে
তৃপ্তি নিয়ে সেবা ক'রো,
বোধবিবেকের বিনায়নে
শিষ্টভাবে সবই ধ'রো,
অটুট চলন দেখবি যখন—
শিষ্ট থাকিস্ সুষ্ঠু হ'য়ে,
করণীয় তোর যা' সকল তুই
করবি সবই হৃদয় দিয়ে,
আচার্য্যেরই শুভ দীপ্তি
আসবে ক্রমে ফিনিক্ দিয়ে,
অটল তৃপ্তি সঙ্গে-সঙ্গে
আসবে ও-তোর আশিস্ নিয়ে,
প্রবৃত্তির এই প্রাণনচর্য্যায়
এমনতর দীপক সুরে
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠায়
থাকিস্ শিষ্ট, র'স্ না দূরে ;
ঊর্জ্জী নেশা বেড়ে-বেড়ে
চেতন-উছল হ'বি যত—
নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করিস্ তুই
ইষ্টভাবে থেকে নিয়ত ;
এমনি ক'রে নিষ্ঠা তোমার
ক্রমে-ক্রমে বেড়ে যাবে,
ধৃতির ধ্যানও তেমনি ক'রেই
উঠবে ফুটে প্রাজ্ঞভাবে,
সাথে-সাথে যেসব করণ
ইষ্টনিদেশ ব'য়ে আনে,—
মনেপ্রাণে করবি সে-সব

নিষ্ঠানিপুণ আবেগ-টানে,
সাধনপথের এই ধারাটি
বজায় রেখে চলবে যত—
সাত্বত দিন উঠবে ফুটে
ক্রমচলনে জেনো তত । ১২৬ ।

আর্য্যকৃষ্টি

শিষ্ট কৃতি যত বাড়ে
আশীর্ব্বাদও তত ধরে ।১।

আশীর্ব্বাদ কিংবা অনুশাসনবাদ—
ক'রে হওয়ার তালিম তা',
সেই তালিমে চললে পরে
শিষ্ট হয় তা'র সার্থকতা ।২।

সার্থকতার তৃপ্তি নিয়ে
ব্যর্থতা-অতিক্রমে
আশিস্‌ধারা পাবে যতই,—
র'বে না ব্যতিক্রমে ।৩।

সংস্কৃতির সন্দীপনা—
শুভ যেটা তা'ই ক'রো,
শিষ্টভাবে তৃপ্তি বজায়
থাকে যা'তে তা'ই ধ'রো ।৪।

দয়ার পথই নিষ্ঠাচলন
কৃতিতপা প্রীতিপ্রাণ—
যে-দীপনায় বৃদ্ধি নিয়ে
শরীরসহ ফোটে প্রাণ ।৫।

ইষ্টনিষ্ঠায় অবাধ থেকো
কৃষ্টিতে থেকো উজ্জ্বলা,
আপূরণী উৎসাহেতে
সদাই থেকো উচ্ছলা ।৬।

উর্জ্জী নিষ্ঠা দীপ্ত রাগে
কৃতি নিয়ে যেথায় চলে—
প্রশস্ত হ'য়ে সুঠাম সত্য
চলেই ধৃতিদ্যুতি-বলে । ৭ ।

জীবনদীপ্ত ভজন দিয়ে
বীর্য্য তোমার উপ্‌চে উঠুক
উর্জ্জী ভক্তি শক্তিশালী
সার্থকতায় চলুক ছুটুক । ৮ ।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
আচার্য্যেরই শ্রদ্ধাসেবা—
সুপথ আসে ওতেই কিন্তু
সত্তাসহ সৎ সুবিভা । ৯ ।

ঠিক রাখিস্ তুই মনে—
সৎ ঐতিহ্যে না থাকলে নেশা
হ'বি বিকৃত জীবনে । ১০ ।

একবংশে জন্ম নিয়ে
অন্য বংশের পরিচয়ে
নিজকে খ্যাত করে যে-জন—
সত্তা বয় তা'র স্বতঃ নিরয়ে । ১১ ।

গোষ্ঠী যেথায় বংশ যেথায়
কৃষ্টি নিয়ে কৃতিপথে,
ধীরজ তালে চললেও সেটা—
ক্রমেই বাড়ে সত্তাসাথে । ১২ ।

শিষ্ট-সুধী ঐতিহ্যকে
যা'রাই বরবাদ ক'রে চলে,—
অজ্ঞানতায় বিজ্ঞ চলন
ক্রমে-ক্রমে পড়েই ঢ'লে ।১৩।

কৃষ্টি হবে এমনতর
ভাঙ্গবে দেশের সব রিষ্টি,
ফুটিয়ে তুলবে থরে-থরে
জীবনবৃদ্ধির সুদল সৃষ্টি ।১৪।

কৃষ্টি যদি রিষ্টি হ'ল
আঘাত-ব্যাঘাত আনল সে,
সত্তা নিয়ে চলল বেঘোর
মুষড়ে র'ল তরাসে ।১৫।

মান-এ দানে শিষ্ট যা' তা'
ন্যায্য বিনায়নে
সমস্যাটার সমাধান হয়,—
মীমাংসা তা'য় ভণে ।১৬।

শিষ্ট-সাধু ঐতিহ্য যা'
প্রীতি রেখে তা'র প্রতি
সেই পথেতেই চ'লো-ফিরো—
সজাগ রেখে সৎমতি,
ঐতিহ্য যা'র যেমনতর
চলনও তা'র সেই পথে,
ঐ হিসাবে শিষ্ট হ'য়ে
সার্থক হ'য়ো মনোরথে ।১৭।

দ্যুতির পথে ধৃতি নিয়ে
চল্ ওরে তুই বোধধৃতিতে,
ধূর্জ্জটিরই ডমরুগানে
ওঠ্ রে নেচে ঐ প্রীতিতে,
সৌষ্ঠবেরই সুষ্ঠু তালে
পুষ্ট ক'রে সব-কিছু
যে আহুতি সব-কিছু তোর
সেধে চলন তা'র পিছু । ১৮ ।

দোললীলার কী সার্থকতা
ভেবে-বুঝে দেখেছ কি ?
লাখ দোলনে শিষ্ট হ'য়েও
দীপ্ত থাকুক তোমার ধী,
ব্যতিক্রমের বিড়ম্বনা
ভ্রান্ত ক'রে না আনে,
সঙ্গীতিরই সার্থকতায়
বোধি চলুক সুটানে । ১৯ ।

শাসন-তোষণ-ভৎসনা আর
কটু উক্তি, তিরস্কার,
শিষ্ট-সুধী থাকলে এতে
নিষ্ঠা আসে অন্তরে তা'র ;
আবার ব'ললেম—ও-সব কথা
দেখে-শুনে বুঝে নিতে,
যা'তে বাড়ায় নিষ্ঠার দম
উন্নতিও হয় শিষ্ট সু'তে । ২০ ।

শিষ্ট-সুষ্ঠু যেমন নামেই
অভিহিত করবে সন্ততি,
গুণও যা'তে তা'র তেমনি ফোটে
তেমনই ক'রো সংস্থিতি ;
নামে-গুণে শিষ্ট হ'লেই
ব্যক্তিত্ব ফোটে শ্রেয়-গুণে—
বংশও তোমার করবে আলো
জ্ঞান ও গুণের সন্ধানে ;
কুৎসিত নামে অভিহিত
করা কিন্তু নয় ভাল,—
কুৎসিত বোধি যদি আসে
ক'রেই থাকে কু-এ কালো । ২১ ।

কৃষ্টি মানে কথাও নয়,
বৃথা কর্ম্ম তা'ও কি ?
অমনতর হ'লেই কিন্তু
কৃষ্টি তোমার হবে মেকী ;
কৃষ্টি মেকী হ'লেই পরে
বিফলে সৃষ্টি উঠবে জ্ব'লে,
আত্মঘাতী হবে চলন
জ্ঞান স্থাপিত হবে ভুল-এ,
জ্ঞানের স্থাপন ভ্রান্তিতে হ'লে
বিফল হবে সব কৃতি,
বিফল হবে চলন-চালন
বিফল হবে সব ধৃতি,
লাখ জীবনের ধারা তখন
ধরায় দীপ্তি পাবে না,
দক্ষ দ্যুতি নিভবে তখন
জীবন ফুটে উঠবে না,

সংকৃষ্ট যে ব্যত্যয়ী হ'য়ে
নিকৃষ্ট ধা'রা করবে গ্রহণ,
নিকৃষ্ট যা'রা আরোতরে
আরো নীচু চলবে তখন,
কৃতিদীপ্ত জেগে তখন
জ্ঞানের আলো ধরবে না,
বাস্তবতায় বিচারসহ
প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠবে না,
পূতিগন্ধি পারগতা
ফেলবে ছেয়ে চারদিক,
বোধিচলন আসবে নিভে
করবে না আর চিকমিক,
প্রীতিভরে কৃতিদীপ্ত
হবে কি আর কেউ তখন ?
কা'র অদৃষ্ট হৃষ্ট হ'য়ে
উত্থানকে করবে যাজন ?
দ্যুতি চলার সহজ মতি
নিভে যাবে ব্যক্তি হ'তে,
সাধ্য র'বে কা'রো তখন
প্রজ্ঞাতে কি উঠতে মেতে ?
ধৃতিহারা কৃতিফলটি
জাগাবে কি আর হাসি নিয়ে ?
আস্থা কি আর র'বে কা'রো
প্রজ্ঞাদ্যুতি সত্য ধী-এ ?
সত্যই কিন্তু সত্তার মূল
বিদ্যমানতা যাহার দান,
সত্য আর সৎ চ'লে গেলে
থাকবে কোথায় কাহার প্রাণ ?

তাই বলি রে—জাগ্ রে, ওঠ্ রে,
ধর্ রে কর্ রে সতের ধ্বনি,
যে-ধ্বনিতে সজাগ হ'য়ে
নন্দনাতে ফোটে প্রাণী ;
জীবনদীপ্তি উঠুক জেগে
তৃপ্তি বুলাক প্রাণে-প্রাণে,
সিক্ত-দ্যোতন দীপ্ত ধৃতি
উঠুক ফুটে নিটোল টানে । ২২ ।

তোমারই সত্তা চিরযুগ ধ'রে
বহুক আমার সত্তায়,
তব সত্তার জীবনরেণুকা
থাকুক আমার আত্মায়।